মালালা: প্রতিবাদী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পৃষ্ঠা ৩২

প্রথম আলো

Prothom Alo North America

2 Nobember 2023, Thursday, 7th Year, Issue 346, 40 Pages

নিউইয়র্কে শিল্পী জারিন মাইশার একক সঙ্গীত সন্ধ্যা পৃষ্ঠা ২৪

২ নভেম্বর ২০২৩, ১৭ কার্তিক ১৪৩০, ১৭ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩৪৬, পৃষ্ঠা: ৪০

হ্যালোইন হ্যালোইন উৎসব পশ্চিমা বিশ্বের পুরোনো উৎসব। ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকার সর্বত্র হ্যালোইনের ভূতুড়ে সাজের সমাহার ছিল। বাসে ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যেও দেখা গেছে এমন সাজ। হ্যালোইনের সাজে নিউইয়র্কের ট্রেন যাত্রী। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

অনিবার্য সংঘাতের দিকে যাচ্ছে দেশ!

মন্তব্য প্রতিবেদন

ইব্রাহীম চৌধুরী

- আপাতত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে বিবদমান পক্ষগুলোর মধ্যে কোন সমঝোতা হচ্ছে না।
- বিদেশি শক্তিগুলোকে কখনো এবারের মতো এতো বেপরোয়া অবস্থান নিতে দেখা যায়নি।
- আশঙ্কা করা হচ্ছে, একতরফা নির্বাচন হলে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞায় আসতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলকে অবজ্ঞা করার পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশকে পরাশক্তির খেলার মাঠ হিসেবে উন্মুক্ত করে দেয়ার ফলাফলও দেশের জন্য নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘনঘটা প্রকট হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা এরমধ্যেই ব্যাহত হয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে দৃশ্যপটের বাইরে গড়ে উঠছে ভিন্ন শক্তি। সময় ও সুযোগে বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে দৃশ্যের অন্তরালে থাকা কোন মহল।

আপাতত বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বিবদমান রাজনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে কোন সমঝোতা হচ্ছে না। নেপথ্যের কোন কলকাটির কারণে শেষ মুহূর্তে কিছু হয়ে যেতে পারে, এমন দুর্বল আশাবাদ এখনও কোন কোন মহলকে করতে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এর আগে বিদেশি শক্তিগুলো কখনো এবারের মতো বেপরোয়া অবস্থান নিতে দেখা যায়নি। শুধু যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নয়, খোদ জাতিসংঘের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। সরকারের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে তারা।

বাংলাদেশে বিরোধী নেতাকর্মীদের গণহারে গ্রেপ্তার, হয়রানি এখনই বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। সেই সঙ্গে রাজপথে সহিংসতা (মানুষ হত্যা, বাসে আগুনসহ যে কোনোরকম সহিংসতা) বন্ধের তাগিদ দিয়েছে বৈশ্বিক সংস্থাটি। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দোজারিক বুধবার নিউইয়র্কস্থ সদর দপ্তরে নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সংলাপে গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের

ঢাকা অফিস

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সংলাপের বিষয়ে জোর দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য। গতকাল বুধবার ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক বলেছেন, সংকট নিরসনে সংলাপ প্রধান হাতিয়ার। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলারও বলেছেন, বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ। তবে সংবিধানের কাঠামোয় থেকে শর্তহীনভাবে কোনো রাজনৈতিক দল সংলাপে এলে স্বাগত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়টি উঠে আসে। এক প্রশ্নের জবাবে দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ।' বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সহিংসতার ঘটনা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আসন্ন জানুয়ারির

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের ভোটের পরিবেশ আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। সেখানে যেসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে, সেগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থে শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠু ও

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রাজনীতি

নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ২৮ অক্টোবরের ভূমিকার পাশাপাশি অতীত রেকর্ডও বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে।

ঢাকা অফিস

২৮ অক্টোবর ঢাকায় রাজনৈতিক সমাবেশকে কেন্দ্র করে সংঘটিত সহিংসতা ও প্রাণহানির পর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের বিষয়টি ঢাকায় বিদেশি কূটনৈতিক মহলে এখন জোরালোভাবে আলোচনা হচ্ছে।

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক উপায়ে সম্পন্ন করার পথে যে বা যারা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে, তাদের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের স্পষ্ট ঘোষণা আছে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। এর বাইরে মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ওপর দেশটির নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করার নজির আছে।

মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লুর গত ২৮ জানুয়ারির বিবৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে ঢাকা ও ওয়াশিংটনের কূটনীতিকেরা জানান, সেদিনের সহিংসতার পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরসহ দেশটির বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় পুনরায় পর্যালোচনা শুরু করেছে। ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে দেওয়া এই বিবৃতিতে লু বলেছেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র সহিংসতার 'সব ঘটনা' পর্যালোচনা করবে।

ডোনাল্ড লুর এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ কী, এমন প্রশ্নে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের এক কূটনীতিক বলেন, যদি তারা ঘটনাগুলো বিস্তারিত পর্যালোচনা করে, তাহলে তারা কোনো না কোনো ছোটখাটো পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে।

ঢাকায় কূটনৈতিক ও অন্যান্য সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, ২৮ অক্টোবরের সহিংসতার ভিডিও চিত্র ও তথ্য মার্কিনরা নিজস্ব বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছে। সরকার ও বিরোধী বিএনপির পক্ষ থেকে কিছু ভিডিও চিত্র মার্কিনদের দেওয়া হলেও তারা নিজেদের সূত্রে পাওয়া ভিডিও চিত্র ও তথ্যকেই গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি। তাদের পর্যবেক্ষণ হলো, সেদিনের সহিংসতায় একাধিক রাজনৈতিক দলের কিছু নেতা-কর্মীর পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাংশের, বিশেষ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রতিবেদন

রাজনীতি টালমাটাল, শিগগিরই সমাধানে আসা উচিত

ঢাকা অফিস

বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি নির্বাচন বর্জনের হুমকি দেয়ার প্রেক্ষিতে রাজনীতি টালমাটাল হয়ে উঠেছে। দলটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করছে। যদি প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ না করেন, তাহলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বর্জন করতে পারে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। রাজনৈতিক প্রতিবাদ বিক্ষোভ যখন সহিংস হয়ে উঠেছে, তখন নির্বাচন বর্জনের এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপির একজন নেতা। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতে হবে শেখ হাসিনাকে, যাতে তার পদে একজন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করা যায়। সেই সরকার

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

আমীর খসরু গ্রেপ্তার, আটক আরও ২৭২

বিএনপির অবরোধ

ঢাকা অফিস

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বিএনপির অবরোধের মধ্যে দলটির নেতা–কর্মীদের ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত ১২টার পর গুলশানের ৮১ নম্বর রোডের একটি বাড়ি থেকে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রাতে ডিবিপ্রধান হারুন অর রশিদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে গতকাল ভোরে গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির সদস্যসচিব আমিনুল হকসহ চারজনকে। সন্ধ্যায় গুলশান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিএনপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জহিরউদ্দিন স্বপনকে। এ নিয়ে গতকাল বিএনপির ২৭৩ জন নেতা-কর্মী আটক ও গ্রেপ্তার হয়েছেন।

এদিকে বিএনপি-জামায়াতসহ সমমনাদের ডাকা দেশব্যাপী তিন দিনের সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধের শেষ দিন গতকালও বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও সড়ক অবরোধের খবর পাওয়া গেছে। রাজধানীতে অপেক্ষাকৃত কম সহিংসতা হলেও ঢাকার বাইরে বিভিন্ন এলাকায় তিন বাস ও চারটি ট্রাক-কাভার্ড ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সাতটি বাস।

রাজধানীতে অবরোধের প্রথম দুদিন মহাখালী, সায়েদাবাদ ও গাবতলীর বাস টার্মিনালের বেশির ভাগ কাউন্টার থাকলেও গতকাল দুপুরের পর কয়েকটি কাউন্টার খোলা ছিল। যাত্রীদেরও আনাগোনা বাড়ে। ঢাকা জেলা বাস, মিনিবাস ও কোচ সড়ক পরিবহন শ্রমিক

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak
Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

HOUSE & BUSINESS FOR SALE IN MICHIGAN CALL M. NASSER : (313)505-4568

Brick 5 Bedrooms, Beautiful 2206+ square feet colonial house sitting on park like lot. First floor has Living room with Fireplace, Formal Dining room, Kitchen, Family room, one Bedroom, Full Bathroom; Second floor has 4 Bedrooms, Full Bathroom, lots of storage spaces and 3rd floor is partially finished attic; Full finished Basement has a recreation room, living room, 1/2 bathroom with laundry facility and lots of storage spaces. Very large deck and a large shed in the backyard, 2 1/2 car Garage. Price $324,900. City of Warren

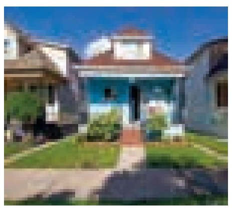

Ready to move in four bedroom house located in the heart of Hamtramck. 4 Bedrooms, Very large living room, two full bathroom, 2 Laundry facilities: one in the basement and other one on the second floor. Many updates includes bathrooms & Kitchen, garage and many more updates. Newer roof (2018), Kitchen remodeled in 2018, Aluminum siding, 2 car garage with remote door opener. Near Hamtramck Schools, shopping centers and major highways.

Commercial building on a main street, two miles to midtown. With established business. Apartments / Vacation Rentals. DBA/ Veterans Park Hotel. It is 2-story structure with 12 units, one storefront and a utility area with laundry and storage. Property is for sale with the business. and inventory for $1488500.00

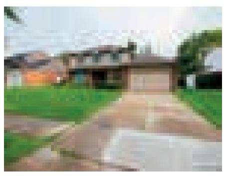

CITY OF TROY FRESHLY PAINTED FOUR BED ROOMS, HUGE MASTER BED HAS ATTACHED FULL BATH WITH DUAL FACILITIES- TUB AND STANDING SHOWER + WALKING CLOSET,TWO AND HALF BATHS,LIVING-DINING-KITCHEN-BREAKFAST NOOK-FAMILY ROOM WITH FIRE PLACE-LIBRARY ROOM IN FIRST FLOOR HAS BUILT IN BOOKSHELVES (CAN BE USE AS FIFTH BED ROOM)-FIRST FLOOR LAUNDRY ROOM-NEWLY BUILT EXTRA FOUR SEASON /FLORIDA ROOMS WITH WEATHER PROOF WINDOWS. ROOF 2013,WINDOWS VINYL SIDINGS,FURNACE 2008,AC 2011.WASS ELEMENTARY, LARSON MIDDLE AND TROY ATHENS SCHOOL. Price $439,900

Well updated freshly painted house three bedroom one and half bath located walking distance from Elementary, Middle, High School & School Administrative office. Walk in closets on two bedrooms, Master bedroom includes attach half bath. Third bedroom's everything are new wall to ceiling. One third of the house roof is brand new. Electrical panel, AC & Furnace with all heating docks done on 2022. Third room is done just a few weeks ago. Hardwood finish, carpet, paint, kitchen ceramic tile, granite countertop, backsplash, chandeliers, sinks, bathroom vanities, sinks, toilets all of them Are year 2022 & 2023 Price $264, 900. City of Center Line.

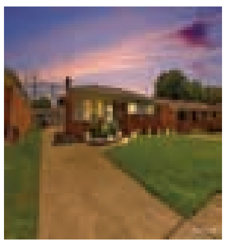

Three bedroom one an half bath house Updates include: Vinyl windows, cement, carpet, electrical box, Furnace & A/C,12 years old, roof 9 years beautiful main bath (has handicap railing and shower is barrier free). Family room has fireplace with gas line (not sure if working or hooked up), door leads to rear of home. 1/2 bath opens directly to primary bedroom and hall. Basement is partially finished with loads of storage, cedar closet, nice rec area, office w/walk-in closet, large utility room with laundry tub and closets. Nice size front porch and extended cement in back would be great for patio parties. 2+ garage is deep & yard is fenced. Price $259,100. City of Warren.

!! জব জবহেল্প জব !!

JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব	বেসরকারি জব	এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১. পোস্টাল জব	১.কাস্টমার সার্ভিস	১.সিটি পাসপোর্ট/নবায়ন
২. সিটি জব	২.অফিস অ্যাডমিন	২. ট্রাভেল সিটিজেনশিপ
৩.সিভিল সার্ভিস জব	৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব	৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪.ইউ, এস, এ জব	৪. ডেলিভারি জব	৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.এম, টি , এ জব	৫. রেস্টুরেন্ট জব	৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার	৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব	৬. রেইক রেন্যুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :

১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার-বৃহস্পতিবার)-----------(সন্ধ্যা৭টা --রাত ৯টা)
২: ট্রাফিক এন.এজেন্ট -----------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ----------------------মঙ্গলবার ----------(দু :১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ------------- --------শনিবার-----------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(আমেরিকাস/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160

148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনস্যুরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

সুরাইয়া রহমান

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

WE CARE
YOUR FAMILY
LIKE OURS

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত
CDPAP - এর আওতায়
আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে
সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানের মাধ্যমে
অর্থ উপার্জন করুন

হোম কেয়ার সার্ভিস
নিলে আপনিও পেতে পারেন
প্রতি মাসে বাড়ি ভাড়া বাবদ
সর্বোচ্চ $৮০০ । আজই আসুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
karnafullyhc@gmail.com
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

ওয়াশিংটনে উজরা জেয়ার সঙ্গে সালমান রহমানের বৈঠক

উত্তর আমেরিকা অফিস

প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ. রহমান, এমপি, যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি উজরা জেয়ার সঙ্গে ২৭ অক্টোবর শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে এক বৈঠক করেন।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান চমৎকার অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব আরও জোরদারসহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে তারা বৈঠকে আলোচনা করেন।

উপদেষ্টা রহমান এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেয়া মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাত, রোহিঙ্গা ইস্যু এবং বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়েও আলোচনা করেন।

উজরা জেয়া ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের উদারতার প্রশংসা করেন এবং তাদের জন্য মার্কিন সমর্থন অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

নির্বাচন ইস্যুতে উভয়ই মনে করেন যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার পরিবর্তনের একমাত্র উপায় হচ্ছে নির্বাচন। উপদেষ্টা রহমান আসন্ন নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

আন্ডার সেক্রেটারি জেয়া বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে না, বরং তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা দেখতে আগ্রহী।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিজ আফরিন আক্তার এবং বাংলাদেশ দূতাবাস ও মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকার সহিংসতায় নিন্দা যুক্তরাষ্ট্রের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২৮ অক্টোবর শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ঢাকায় রাজনৈতিক সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে।

২৮ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া বিভাগ তাদের এক্স হ্যান্ডলারে (সাবেক টুইটার) এই প্রতিক্রিয়া জানায়। এতে সব পক্ষকে শান্ত এবং নিজেদের সহিংসতা থেকে নিবৃত্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়। সহিংসতার ঘটনায় সম্ভাব্য ভিসা বিধি–নিষেধের বিষয়ও তাতে উল্লেখ করা হয়।

এদিকে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৮ অক্টোবর ঢাকায় যে রাজনৈতিক সহিংসতা সংঘটিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার নিন্দা জানায়। একজন পুলিশ কর্মকর্তা, একজন রাজনৈতিক কর্মীহত্যা এবং একটি হাসপাতাল পোড়ানোর ঘটনা অগ্রহণযোগ্য। সাংবাদিকসহ বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সহিংসতাও তেমনই।

মার্কিন দূতাবাস বলেছে, 'আমরা সব পক্ষকে শান্তি ও সংযমের আহ্বান জানাই। সম্ভাব্য ভিসা নিষেধাজ্ঞার জন্য আমরা সমস্ত সহিংস ঘটনার পর্যালোচনা করব।'

২৮ অক্টোবর ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশ কেন্দ্র করে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সংঘর্ষ, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। এক পুলিশ সদস্যসহ অন্তত দুজন নিহত হন।

বিএনপির মহাসমাবেশও পণ্ড হয়ে গেছে। দলটি ২৯ অক্টোবর রোববার সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডেকেছে। হরতাল ডেকেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও।

প্রধানমন্ত্রীর ঢাবিতে মাস্টার্স করতে না পারার আক্ষেপ

ঢাকা অফিস

'আবার যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারতাম, মাস্টার্স ডিগ্রিটা শেষ করতে পারতাম, অনেক খুশি হতাম।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে মাস্টার্স শেষ করতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কথাগুলো বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পৃথিবীর অনেক দেশের অনেক ডিগ্রি পেয়েছি। ওতে মন ভরে না। নিজের ইউনিভার্সিটিটা পেলাম না। অবশ্য আমাকে একটা অনারারি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটা তো না। লেখাপড়া করতে পারলে তো আরও ভালো হতো।'

২৯ অক্টোবর রোববার দুপুরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মরণোত্তর 'ডক্টর অব লজ' দিতে বিশেষ সমাবর্তনে প্রধান বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বক্তব্য দেওয়ার সময় এমন আক্ষেপ করেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ডিগ্রি গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি তো আর অত বেশি লেখাপড়া করিনি। মাস্টার্স ডিগ্রিটাও শেষ করতে পারিনি। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় এসে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ আমার জন্য সৌভাগ্যের এবং অনেক বড় পাওয়া।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকারের সঞ্চালনায় সমাবর্তনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, সমাবর্তন বক্তার সাইটেশন পাঠ করেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটে বঙ্গবন্ধুকে ডিগ্রি দেওয়ার প্রস্তাব পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমারও বিশ্ববিদ্যালয়। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে গর্ববোধ করি। আমি চাই গবেষণা যেন হয়। গবেষণার ওপর যেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি গবেষণায় আমরা খুব সাফল্য অর্জন করেছি। আজকে আমরা খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। লালমনিরহাটের অ্যাভিয়েশন স্পেস ইউনিভার্সিটিসহ প্রতিটি ইউনিভার্সিটি বিশেষায়িতভাবে তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে করে সব ধরনের শিক্ষা ও গবেষণা আমরা করতে পারি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীর প্রতি আমার অনুরোধ, আপনারা গবেষণার দিকে বিশেষ নজর দেবেন। তাহলে এই বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি লাভ করবে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে।'

বিশেষ সমাবর্তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, '১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাদের ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলন থেকেই সংগ্রামের শুরু। এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "বাঙালির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চিন্তাভাবনা ১৯৪৮ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল।" ভাষা আন্দোলনের সময়ই বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এই দেশকে স্বাধীন করতে হবে, বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে হবে। সেইভাবেই তিনি ধাপে ধাপে এগিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের লক্ষ্যই ছিল এ দেশের মুক্তিকামী মানুষকে মুক্ত করা। তাঁর মধ্যে আশ্চর্য একটা শক্তি ছিল। তিনি ভবিষ্যতে কী হবে বলতে পারতেন। সেভাবেই তিনি পরিকল্পনা নিয়েছেন। ছেষট্টির ছয় দফা এবং সত্তরের নির্বাচনের মধ্যেই ছিল স্বাধীনতার কথা।'

শেখ হাসিনা বলেন, 'বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে অনেক ছাত্রনেতাও বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। তবে অনেকে মুচলেকা এবং জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব ফেরালেও বঙ্গবন্ধু তা করেননি। তিনি বলেছিলেন, মুচলেকা এবং জরিমানা দেওয়া মানে অপবাদ মেনে নেওয়া। বহিষ্কার হওয়ার পর আমার দাদা তাঁকে বলেছিলেন বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যেতে। কিন্তু তিনি এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বিলেতে পড়তে যাননি। তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হয়েও এই জাতির জন্যে আইন পড়া শেষ করতে পারেননি। মাঝে মাঝে তিনি ঠাট্টা করে বলতেন যে, পাকিস্তানিরা তাঁর বিরুদ্ধে এত মামলা দিয়েছিল যে, সেই মামলা মোকাবিলা করতে করতেই তিনি সব আইন শিখে গিয়েছিলেন।'

এ সময় ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়া এবং ডক্টর অব লজ ডিগ্রি দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান বঙ্গবন্ধুকন্যা।

টিয়ার গ্যাসে অসুস্থ সাংবাদিক নেতার মৃত্যু

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপির মহাসমাবেশকে ঘিরে সহিংসতার সময় পুলিশের টিয়ার গ্যাসে আহত বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সাবেক নির্বাহী সদস্য ও জাতীয় প্রেসক্লাবের সদস্য রফিক ভূইয়া মারা গেছেন।

রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিইউজে'র সভাপতি শহীদুল ইসলাম।

২৮ অক্টোবর শনিবার দুপুরের দিকে রাজধানীর মাদারটেকের বাসা থেকে রিকশায় জাতীয় প্রেসক্লাবে যাওয়ার সময় সেগুনবাগিচা এলাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুরনো ভবনের কাছে পুলিশের টিয়ার গ্যাসের আঘাতে রিকশা উল্টে ছিটকে পড়েন রফিক ভূইয়া। পরে তাকে আহত অবস্থায় বারডেম হাসপাতালে নেওয়া হয়।

রফিক ভূইয়া মাথায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন এবং তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছিল বলে জানিয়েছেন বারডেম হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

রফিক ভূইয়া সাংবাদিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নিয়মিত প্রেসক্লাবে যেতেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি কবিতা ও ছড়া লিখতেন তিনি।

কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বের প্রথম দেশ বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা

কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বের প্রথম দেশের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের দিল্লিতে গত সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ৭৬তম দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সম্মেলনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের হাতে এই স্বীকৃতির সনদপত্র তুলে দেন সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পুনম খেত্রপাল। ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক ড. তেদরোস আধানোম গেব্রেয়েসুস এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সনদ পাওয়ার প্রতিক্রিয়ায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, এর আগে বাংলাদেশ ফাইলেরিয়া ও পোলিও নির্মূল করে সনদ পেয়েছে। এবার কালাজ্বর নির্মূলে বিশ্বে প্রথম হওয়ায় এটি একটি প্রশংসিত অর্জন। এ অর্জনে দেশের স্বাস্থ্য খাতসহ সবাই গর্বিত।

সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, পূর্ব তিমুর, উত্তর কোরিয়াসহ ১১টি দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার সহকারী পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ফাইলেরিয়াসিস ও কালাজ্বর নির্মূল কর্মসূচি) ডা. এম এম আক্তারুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশে ১৯৭০-এর দশকে বিক্ষিপ্তভাবে কালাজ্বরের সংক্রমণ ঘটত। ১৯৮০ সালে পাবনা জেলায় এর প্রাদুর্ভাব ঘটে। তার পর থেকে প্রতিবছরই এর সংক্রমণ ঘটতে থাকে। ২০০৮ থেকে ২০১১ পর্যন্ত দেশের ২৬ জেলার ১০০ উপজেলাকে এর সংক্রমণস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ২০১৮ সালে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে আইন প্রণয়ন হয়।

কালাজ্বর রোগীদের ২২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা শুরু হয়। এ ছাড়া সাতটি তৃতীয় স্তরের হাসপাতালে জটিল রোগের জন্য উন্নত ডায়াগনস্টিক এবং চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া শুরু হয়। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কালাজ্বরের সংক্রমণ কমিয়ে আনা হয়।

২৮ অক্টোবরের সহিংসতা নিয়ে ইইউ যে বার্তা দিলো

ঢাকা ডেস্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ বিএনপির সমাবেশে সংঘর্ষের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে। ২৯ অক্টোবর রোববার দুপুরে এক টুইট বার্তায় এমনটি জানায় সংস্থাটি। এক টুইট বার্তায় ২৮ অক্টোবর ঢাকার রাস্তায় সহিংসতা এবং প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ তারা জানায়, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য একটি শান্তিপূর্ণ পথ খোঁজা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে ২৮ অক্টোবর শনিবার নয়াপল্টনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপির মহাসমাবেশ ছিল। এ উপলক্ষে ওই এলাকায় বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী সমবেত হন। একপর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ বেধে বিএনপির সমাবেশ পণ্ড হয়ে গেছে। এ সংঘর্ষে এক পুলিশ সদস্য এক যুবদল নেতা নিহত হয়েছে।

বিমানবন্দরে আটক বাইডেনের কথিত উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক

পুলিশ আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের উপদেষ্টা পরিচয়দানকারীকে মিয়ান আরফিকে। ২৯ অক্টোবর রোববার দুপুরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাকে আটক করা হয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যাওয়ার জন্য বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। তার কাছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেয়া ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা উচিত বলে মনে করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন এতো আহাম্মক না এরকম লোককে এখানে পাঠাবে। সে যদি সংঘর্ষের কথা বলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা উচিত। সে যেই হোক, কোনো বিষয় নয়। এটা একটা ভুয়া লোক, একে গ্রেপ্তার করা উচিত।

২৯ অক্টোবর রোববার দুপুরে রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে আহত পুলিশ সদস্যদের দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টার পরিচয় দেয়া ব্যক্তির বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন বলেন, আমেরিকান মিশন বলেছে, তারা ওকে চেনে না। তার নামটা দেখে সন্দেহ হয়। নিরাপত্তার লোকেরা চেক করলে ভালো। অন্য দেশে এসে সহিংসতার আহ্বান দেবে এরকম লোককে গ্রেপ্তার করা উচিত।

যারা পুলিশের ওপর হামলা করেছে, তারা অমানুষ, অমানবিক উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। তাদের কঠোর বিচার হওয়া উচিত, যাতে অন্য কেউ এমন কাজ করার সাহস না পায়।

সংঘাত এড়াতে সংলাপের তাগিদ জাপা এমপিদের

সংসদ অধিবেশন

মঙ্গলবার সংসদে 'জেলা বিল, ২০২৩'-এর ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সংলাপের এই আহ্বান জানান তাঁরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে দেশের রাজনীতিতে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা সমাধানে সরকারি দলকে উদ্যোগ নিতে বলেছে বিরোধী দল জাতীয় পার্টি। সংঘাত এড়াতে সংলাপ আয়োজনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দলটির সংসদ সদস্যরা (এমপি)।

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে 'জেলা (পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহ বলবৎকরণ) বিল, ২০২৩'-এর ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে সংলাপ আয়োজনের এই আহ্বান জানান তাঁরা।

তবে এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন না। জাতীয় পার্টির এমপি শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, 'আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধুকন্যার এখন একটি হাই টাইম ডায়ালগ ডাকার, শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এবং একটা সুষ্ঠু সমাধানের দিকে দেশকে নিয়ে যাওয়ার।'

ভোট সামনে রেখে অনেক ধরনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে উল্লেখ করে শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, 'সামনেও হবে। গার্মেন্টসে আন্দোলন হচ্ছে। বিএনপিও আন্দোলন করছে, সেখানেও মারামারি হচ্ছে। সংঘাত দৃশ্যমান হচ্ছে।'

রিজার্ভ ৪৮ বিলিয়ন থেকে ২০ মিলিয়ন ডলারে নেমেছে উল্লেখ করে শামীম হায়দার বলেন, 'বহির্বিশ্বের সঙ্গে যদি আমাদের সম্পর্ক খারাপ হয়, একতরফা ইলেকশন হলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হলে আমাদের এলসি কম আসবে। এটা কমতে কমতে একসময় জিরো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

শামীম হায়দার পাটোয়ারী আরও বলেন, রাষ্ট্রের সরকার তো এক দিনের জন্য না। একটা ভোটের জন্য না। দীর্ঘদিনের জন্য। দলটির আরেক সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দীন আহমেদ বলেন, আজ গোটা দেশ অশান্ত। অবরোধে বিভিন্ন জায়গায় মারামারি হচ্ছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের আগের যে পরিস্থিতিতে দেশ সেদিকে যাচ্ছে; এর সুষ্ঠু সমাধান জরুরি। পোশাকশ্রমিকেরা রাস্তায় নেমেছেন। হাফিজ উদ্দীন বলেন, 'নির্বাচন কমিশন বলছে যথাসময়ে নির্বাচন। কীভাবে হবে? ২০১৪ সালের মতো? এর কী জবাব?'

হাফিজ উদ্দীন আরও বলেন, 'শান্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন, নির্বাচনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন, শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেনে নিন।'

চিকিৎসা খাতের বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরে কাজী ফিরোজ রশীদ বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে রোগী গেলে চিকিৎসকেরা সিট নেই বলে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সরকারের বড় পদে থাকলে সিঙ্গাপুর ও ব্যাংকক চলে যেতে পারবেন সরকারি খরচে; কিন্তু সাধারণ লোকেরা যাবে কোথায়?'

বেতন বাড়ানোর দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে ফিরোজ রশীদ বলেন, 'পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রমিক শুধু বেতনের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিল। ক্ষুধার যন্ত্রণায় রাস্তায় নেমেছিল। তাদের গুলি করে মারা হলো।'

তিনি বলেন, পাকিস্তানের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ধরেছিলাম। আজকে তার থেকে বহুগুণ বৈষম্য চলছে।

নির্বিচারে আটক ও সহিংসতা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জাতিসংঘ মহাসচিবের

ঢাকা অফিস

আন্তোনিও গুতেরেস

বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সব পক্ষকে সহিংসতা, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ ও নির্বিচারে আটক থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক গতকাল সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এক প্রশ্নের জবাবে আন্তোনিও গুতেরেসের এ আহ্বানের কথা জানান।

স্টিফেন ডুজারিক বলেন, বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাবেশে সহিংসতায় অন্তত নয়জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অনেকে। এমন খবরে মহাসচিব উদ্বিগ্ন। এমতাবস্থায় মহাসচিব মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবিতে বিরোধী দলগুলোর গত ২৮ অক্টোবরের সমাবেশকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সহিংসতা ও ধরপাকড় শুরু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার পর্যন্ত বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ও স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাসসহ প্রায় ২ হাজার ৩০০ নেতা-কর্মীকে সরকার গ্রেপ্তার করেছে বলে দলটি দাবি করেছে।

‘পিপল আপ’ এর উদ্যোগে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের মত বিনিময়

ফিলিস্তিন ইসরায়েল যুদ্ধের অবসান জরুরি

অক্টোবর ৩০, ২০২৩। সোমবার। বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার কার্যালয়, ১৪৭-১৪ হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক -১১৪৩৫

বিশ্বের এক নম্বর শক্তি আমেরিকা। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকানরা ফিলিস্তিনী ইসরায়েল ইস্যুটিকে কীভাবে দেখবো, এর একটি সরল দিক রয়েছে। তা হলো, আমরা মুসলিম। ধর্মীয় অনুভূতির জায়গা থেকে আমরা প্রথমত মানবিক, দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুসলিম সন্তানের ওপর আঘাত ও নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। এই পৃথিবীতে সব সন্তানেরই স্বাধীন দেশে বসবাসের অধিকার রয়েছে। তা সে ইসরায়েলেরই হোক বা ফিলিস্তিনের হোক। এই আমেরিকান গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই প্রত্যেকের স্বাধীন স্বার্বভৌম জীবন যাপনের অধিকার রয়েছে এবং আমরা আমেরিকান অনেক নেতৃত্বের মধ্যেই সেই অধিকার বাস্তবায়নের তাগিদও লক্ষ করি। আমরা চাই না, কোথাও মানবাধিকার লংঘিত হোক, কোথাও যুদ্ধ পরিস্থিতি বলবৎ থাক, যুদ্ধের নামে সাধারণ মানুষের ওপর হামলা ও হত্যাযজ্ঞ চলুক। আমরা চাই বিশ্ব নেতৃত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপেই অতীতের মতো এবারও এই মুহূর্তে যুদ্ধ বিরতি হোক, মানুষের মাঝে শান্তি ফিরে আসুক।

স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ, *গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর*
প্রেসিডেন্ট, পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস

আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।
আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পাারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

নাজমুল আহসান, *সম্পাদক, পরিচয়।*

সারা পৃথিবীর জন্যই সময়টি অত্যন্ত সংকটময়। সকল সংকটের যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তাহলে গোটা পৃথিবী এক ভয়াবহ পরিস্থিতি এড়াতে পারবে না। সবাইকেই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের মুসলমানদের যেমন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমাদের ধর্মের বাইরে যারা তাদেরও রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান হিসেবে ন্যায়, শান্তি, অগ্রগতি, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের পাক্ষে থাকতে চাই। আমেরিকা যখন এগুলোর পক্ষে কথা বলবে তখন আমরা আমেরিকাকে সমর্থন করি, তখন এগুলোর বিরুদ্ধে যায় তখন বিরোধীতা করি।
বাংলাদেশ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্ছে। স্বাধীনতার বায়ান্ন বছর পর বাংলাদেশের মানুষ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করছে। অধিকার রক্ষার জন্য রাস্তায় নামছে লাখ লাখ মানুষ। এখন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক শৃংখলা, আইনের শাসন কোনো কিছুর ওপরই মানুষের আর আস্থা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতিতে মানুষের নাভিঃশ্বাস উঠে গেছে।

ডা. ওয়াজেদ এ খান, *সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ*

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অপরিহার্য। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।
গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

মনজুর আহমেদ, *প্রধান সম্পাদক, সাপ্তাহিক আজকাল*

যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

আবু তাহের, *সত্তাধিকারী, টাইম টিভি ইউএসএ*
সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা।

বাংলাদেশে যা চলছে আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না। দেশে গণতন্ত্রকে ধংস করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের যে প্রক্রিয়া চলছে, তা কায়েম হয়ে যাবে। এখান থেকে ফিরে আসার কোনোই পথ দেখি না।

মঈনুদ্দিন নাসের, *সিনিয়র সাংবাদিক।*

প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিষাক্ত পরিবেশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে এমন একটি মুক্ত আলোচনার উদ্যোগ নেয়ার জন্য পিপল আপ’কে ধন্যবাদ। বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ নানাভাবেই শংকিত ও উৎকণ্ঠিত। এমন পরিস্থিতিতে খোলামেলা মত বিনিময় করে আমরা আমাদের মানসিক শক্তি ও বিবেচনাকে শাণিত করতে পারি।

মনওয়ারুল ইসলাম, *সম্পাদক, নিউ ইয়র্ক কাগজ*

ALEGRA HOME CARE INC.

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

Abu Zafar Mahmood Foundation

জয় বাংলাদেশ
JOY BANGLADESH MEDIA INC.

JBTV
JOY BANGLADESH TELEVISION

CDPAP SERVICES

বৃহস্পতিবার, ২ নভেম্বর ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

দেশের অস্থির রাজনীতির সমাধান, সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

২৮ অক্টোবর আর শান্ত থাকল না। সংঘাতও এড়ানো গেল না। বোঝাই যাচ্ছে, সরকারি ও বিরোধী দলের শক্তি প্রয়োগের চারণভূমি হয়ে উঠেছে রাজধানী ঢাকা। ঘটনাকে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, বর্তমান সংকটটি হচ্ছে একদিকে সরকার পতনের আন্দোলন, অন্যদিকে বিরোধীদের ঠেকানোর আন্দোলন। এই দুইমুখী সংঘর্ষে মূলত বিপাকে পড়েছে সাধারণ জনগণ।

রাজনীতি যদি শুধুই শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে থাকে, তাহলে তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বাইরে চলে যায়। আমাদের দেশে গণতন্ত্র যে ঠিকভাবে কাজ করে না, তার উদাহরণ নিকট অতীতেও রয়েছে। যে দল ক্ষমতায় যায়, তারাই যেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভুলে বসে। সে সময় বিরোধী দলকে যতটা পারা যায়, দমিয়ে রাখার অনুশীলন চলতে থাকে এবং তা-ও চলে গণতন্ত্রের নামে। নির্বাচন কাছাকাছি এলে এই সংকট ঘনীভূত হয়। অতীতেও নানা সময় এ ধরনের অস্থিতিশীল অবস্থায় পড়েছে দেশ। কোন দলের লক্ষ্য কী, সেটা জেনে জনগণ তাতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিয়েছে। কিন্তু যে দলগুলো এখন পরস্পরের সঙ্গে যুঝছে, তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য কী, সেটাই তো পরিষ্কার হচ্ছে না। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি আসলেই দেশের মানুষকে একটি স্থিতিশীল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা করেছে, সেটাই জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়।

> **রাজনীতি যদি শুধুই শক্তি প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে থাকে, তাহলে তা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বাইরে চলে যায়। আমাদের দেশে গণতন্ত্র যে ঠিকভাবে কাজ করে না, তার উদাহরণ নিকট অতীতেও রয়েছে। যে দল ক্ষমতায় যায়, তারাই যেন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ভুলে বসে। সে সময় বিরোধী দলকে যতটা পারা যায়, দমিয়ে রাখার অনুশীলন চলতে থাকে এবং তা-ও চলে গণতন্ত্রের নামে।**

আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের রাজনীতিতে পরস্পরবিরোধী দুটি ধারার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নির্বাচনে জয়লাভের চেয়েও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করাই উভয় শক্তির মূল লক্ষ্য, সেটি তাদের বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার। সেখানে এক পক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা ছাড়া নির্বাচনে অংশ নেবে না, করতে দেবে না—এমন দাবি করে যাচ্ছে। কতটা তারা শেষ পর্যন্ত সফল হবে তা বলা মুশকিল। অন্য পক্ষ সরকারি দল ব্যর্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অভিজ্ঞতায় দেশকে আর ফিরিয়ে না নেওয়ার অবস্থান থেকে সাংবিধানিকভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নির্বাচনের আর বাকি মাত্র কয়েক মাস। সরকারের মেয়াদও আর বেশিদিন নেই। কিন্তু দুই পক্ষের অনড় অবস্থান স্পষ্ট। এর মধ্যে বিদেশি নানা শক্তির তৎপরতা প্রায় এক বছর থেকেই জোরদার করছে। ফলে এবার দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের নানা অভিমত শোনা যাচ্ছে। বিরোধী দল বিদেশিদের কথায় অনেক সময় অনেক বেশি আশাবাদী হয়ে উঠছে, আবার কখনো কখনো হতাশ হয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ বিদেশিদের ব্যাপারে কখনো কখনো খুবই শক্ত অবস্থান নিচ্ছে, কখনো কখনো নমনীয়তা দেখাচ্ছে। এ অবস্থায় সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতি বিরোধীরা গ্রহণ করছে না, আবার সরকারও বিরোধীদের সঙ্গে সরাসরি কোনো আলোচনায় বসার পরিবেশ দেখছে না। এটাকে অনেকের কাছেই খুব একটা প্রাক-নির্বাচনী সুষ্ঠু পরিবেশ বলে মনে হচ্ছে না। তারা মনে করছে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ করতে সব পক্ষেরই আস্থা এবং অংশগ্রহণ কোনো না কোনোভাবে প্রয়োজন।

সেটি নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমেই করা যেতে পারে, যদি সরকার এবং বিরোধী পক্ষ ধীরে ধীরে তাদের মত পরিবর্তন করে। তা না হলে দেশে আবার ২০০৭-এর মতো অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু একটা ঘটে যাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তেমনটি ঘটলে রাজনীতি শুধু পিছিয়ে যায় না, ধ্বংসও হয়ে যায়। সেই সময় রাজনীতিবিদদের ওপর যে স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল তা একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু এটিও তো থাকবে না যদি অরাজনৈতিক শক্তি এসে মাথার ওপর চড়ে বসে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে রাজনীতির সমাধান কোনোকালেই আশা করা যাবে না। একইভাবে বিদেশিরাও বাংলাদেশের রাজনীতির সমাধান সরাসরি দেবে না। তবে তারা তাদের মতো করে যদি কিছু করে, সেটি তাদেরই স্বার্থরক্ষা করবে, বাংলাদেশের রাজনীতি বা জনগণের নয়। সুতরাং রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রকৃত রাজনীতিবিদদেরই করতে হবে রাজনৈতিক জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনা থেকে। সেটি করার এখনো সময় রয়েছে।

সরকারবিরোধী বিক্ষোভের এই আকস্মিক তীব্রতার নেপথ্যে কী রয়েছে এবং দেশের মঙ্গলে তার কেমন প্রভাব পড়বে? বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্ধমান এই রাজনৈতিক অসন্তোষে অবদান রাখলেও, জনবিক্ষোভের এই মাত্রা বৃদ্ধি আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার প্রতি বর্ধিত ক্ষোভ এবং ২০২৩ সালের শেষের দিকে বা ২০২৪ সালের শুরুর দিকে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন তারা কীভাবে পরিচালনা করতে পারে সে সম্পর্কে (জনমনে) ভীতিরই প্রতিফলন। সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে আসছে মাসগুলোতে ক্রমবর্ধমান সহিংসতায় সরকার সমালোচকদের উপর নিপীড়ন আরও বাড়তে পারে, পরিস্থিতির উপর ক্ষমতাসীন দলের নিয়ন্ত্রণে দুর্বলতাও দেখা দিতে পারে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট অসন্তুষ্ট নাগরিকদের একটি বড় ‘গ্রুপের’ জন্ম দিতে পারে যারা তাদের অভিযোগ দাখিলের উপায় খুঁজবে, আর ক্ষমতাসীন দল সম্ভাব্য সব উপায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে।

> **বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন, যা রাজনৈতিক মতবিরোধকে আরও জটিল করে তুলেছে। সরকার আগস্টে তেল ও জ্বালানি খাতে দাম বৃদ্ধি ঘোষণা করলে রাতারাতি জ্বালানির দাম ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়, ফলে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের শুরু।**

বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন, যা রাজনৈতিক মতবিরোধকে আরও জটিল করে তুলেছে। সরকার আগস্টে তেল ও জ্বালানি খাতে দাম বৃদ্ধি ঘোষণা করলে রাতারাতি জ্বালানির দাম ৫০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায়, ফলে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের শুরু। ২০২০ সালের মার্চ মাসে করোনা মহামারি শুরুর পর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম ক্রমবর্ধমানভাবে বাড়ার পর (জ্বালানির দাম) অভূতপূর্ব এই বৃদ্ধির ঘোষণা আসে। দেশটিতে অর্থনৈতিক সংকট নেই, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের বারবার এমন আশ্বাস সত্ত্বেও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পতন, রেমিট্যান্সের নিম্নগামী প্রবণতা এবং বাণিজ্য ঘাটতি সামনে কঠিন সময়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। মূল্যস্ফীতি কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চে পৌঁছেছে।

সবমিলিয়ে, বাংলাদেশের রাজনীতি অস্থির ভবিষ্যতকেই নির্দেশ করছে যেখানে অর্থনৈতিক দুর্দশা বাড়তে থাকবে এবং সাধারণ মানুষ ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জনগণ চায় এমন একটি দেশে বসবাস করতে, যেখানে থাকবে আইনের শাসন। কোনো স্বাভাবিক কাজে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হস্তক্ষেপের দরকার পড়বে না। আইন চলবে তার স্বাভাবিক পথে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি, বছরের পর বছর আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতার প্রবল অপব্যবহার। জনগণের জন্য দিক-নির্দেশনামূলক আহ্বান জানানো না হলে জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। সংঘাত নয়, আলোচনার মাধ্যমে এবং নিজেদের ভুলগুলো জনগণের সামনে স্বীকার করে নিয়েই সামনের পথটা মসৃণ করে তুলতে পারে রাজনৈতিক দলগুলো। অন্য কোনোভাবে নয়।

সময়ের সংকট, সুদূরের ভাবনা

মামুনুর রশীদ

রাজপথ আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অতীতের সব আন্দোলনের মতোই হরতাল, অবরোধে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ছে। এর সঙ্গে আছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং অনিশ্চয়তা। গ্রেপ্তার, মৃত্যু, সহিংসতা এসবই তার অন্তর্গত। এ অবস্থায় আমরা যারা শীতকালে সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করে থাকি, তারা একটা অনিশ্চয়তায় ভুগছি। নানান ধরনের অনুষ্ঠান এখনই বাতিল করতে হচ্ছে। এ এক অসহায় অবস্থা।

যে ভাষায় বিরোধী দল কথা বলছে, তার পাল্টাপাল্টি জবাবে সরকারও কথা বলছে। সেটা একটা রাজনৈতিক আচরণ বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা ভেবে দুই প্রতিপক্ষ কোনো মীমাংসায় পৌঁছাতে পারবে বলে এই মুহূর্তে সেটা মনে হচ্ছে না। তাহলে বিষয়টা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

পৃথিবীর অনেক দেশেই এ ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন চলে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য একটাই—সেটা হচ্ছে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো এবং জনজীবনকে স্বাভাবিক করে তোলা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ার কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না; বরং পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ছে। এই জটিলতার অবসান ঘটবে, সে রকম কারও কোনো সুচিন্তিত মতামত সাধারণ মানুষকে নিশ্চয়তা দিতে পারছে না।

আমাদের দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ঐতিহ্য রয়েছে। সেই ভাষা আন্দোলন থেকে আজ অবধি নানান আন্দোলন, সংগ্রাম এমনকি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। দীর্ঘ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও আমরা যুক্ত থেকেছি। যার মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্প-সাহিত্য উন্নত হয়েছে। মানুষ আন্দোলন থেকে প্রেরণা পেয়েছে। কিন্তু আজ আন্দোলন এবং আন্দোলন বিরোধিতার মধ্যে শুধু একটিই বিষয় তা হলো, নির্বাচন এবং ক্ষমতা।

ক্ষমতা মানে কী, সেটা আমরা অতীতেও দেখেছি এবং এখনো দেখছি। ক্ষমতা মানে অর্থ, ক্ষমতা মানে অপপ্রয়োগ এবং জনগণের স্বপ্নকে বারবার ভেঙে দেওয়া। বেশ কিছু লোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে, শিক্ষাব্যবস্থা ধসে যাবে, স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রস্তুতিহীন হয়ে পড়বে আর এর মধ্য দিয়ে বিদেশে অর্থ পাচারের পথটি আরও সুপ্রশস্ত হবে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, মোগল আমলেই অনেক সংস্কারকাজ হয়েছে। জনগণের রাজস্বের বিনিময়ে সুশাসন এবং অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি ঘটেছে। অনেক ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদ মনে করেন ধর্মীয় সংঘাত তাঁরা কমিয়ে আনতে পেরেছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দেশীয় রাজ্যগুলো স্বাধীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে। তারা নামমাত্র দিল্লির সম্রাটকে একটা রাজস্ব দিত। কিন্তু বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ইংরেজদের শঠতা ও স্থানীয় শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যখন ইংরেজ বণিকের কাছে দেশটা বিক্রি করে দেয়, তারপর থেকেই এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে নেমে আসে এক বিশাল দুর্যোগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীদের লাগামহীন মুনাফা এবং লুণ্ঠনের ফলে এই অঞ্চল দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে যায়। কোম্পানি সারা ভারতে সম্প্রসারিত হয়ে ভারতকে একটি দরিদ্র রাষ্ট্রে পরিণত করে।

দেশ ভাগের পর বাংলাদেশের রাজনীতি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকদের হাতে পরিচালিত হয়ে আসছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, সাবেক ছাত্রনেতা, আইনজ্ঞ এবং সর্বোপরি একদল দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। কালক্রমে তার জায়গা দখল করেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের চরিত্র ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ীদের থেকে স্বতন্ত্র হবে, এ কথা বিশ্বাস করা যায় না। যে একবার মুনাফার স্বাদ পেয়েছে, সে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিজের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের স্বার্থ হাসিল করবে, এটা কল্পনাই করা যায় না। তাই ব্যবসায়ীদের কাছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্বে থেকে নিজের দেশের চিন্তার চেয়ে ব্যক্তিগত চিন্তাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। দলগুলো পরিচালনা করতে গিয়ে একসময় যে গণচাঁদার ব্যবস্থা ছিল তা অনেক আগেই উঠে গেছে। এখন বড় বড় চাঁদা দিয়ে দলগুলো পরিচালিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিদেশি অর্থও আসে।

তাই দলগুলোকে শুধু ভোটের সময় ছাড়া কখনোই জনগণের কাছে যেতে দেখা যায় না।

ব্যবসায়ীরা দল পরিচালনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। অতীত ও বর্তমানে বড় বড় শিল্পপতি দেশের প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থেকে যান, বিশেষ করে শিল্প-বাণিজ্য-অর্থের। ফলে যাঁরা পেশাদার রাজনীতিক, তাঁরা যেভাবে জনস্বার্থকে মুখ্য করে দেখেন, সেখানে ব্যবসায়ীরা কখনোই জনস্বার্থকে মুখ্য করে দেখতে পারেন না। ফলে আমলা, ব্যবসায়ী এবং ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে একটা চমৎকার ঐক্য গড়ে ওঠে এবং দেশের অর্থ বিদেশে পাঠানোর একটা সুবর্ণ সুযোগ মিলে যায়। আর দেশপ্রেমিক রাজনীতিকেরা কোণঠাসা হতে হতে একসময় তাঁদের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। রাজনীতিতে মানবিকতা, সুশিক্ষা, সুশাসন ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণটা চলে যায় অর্থের কাছে। এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার মালিকানায়ও চলে আসেন ব্যবসায়ীরা।

একটি টেলিভিশন চ্যানেলের মালিক ব্যবসায়ী। তিনি মাসে কোটি টাকা ব্যয় করেন অথচ চ্যানেলটি কেউ দেখে না। কোনো সংবাদ পরিবেশনায় বা অনুষ্ঠানের মানের প্রতিও তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তিনি অকপটে স্বীকার করেন, ওই সবে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। তাঁর কারখানা চালাতে শত শত ট্রাকের প্রয়োজন হয়। প্রতি মাসে কয়েক কোটি টাকা বিভিন্ন সংস্থায়, বিশেষ করে পুলিশকে দিতে হয়। কিন্তু এখন একটি টাকাও কাউকে দিতে হয় না। কারণ তাঁর হাতে একটি টেলিভিশন চ্যানেল আছে। এই চ্যানেল হাতে থাকায় সেই সব ঝামেলা থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মিডিয়া চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে।

রাজনীতি করতে গেলে প্রথমেই একজন ব্যবসায়ী টার্গেট করেন তাঁর নিজস্ব এলাকাকে। একটি ভালো স্কুল প্রতিষ্ঠার বদলে তিনি একটি মাদ্রাসা বা মসজিদকে অবলম্বন করে নিজের পথ পরিষ্কার করতে চান, ক্ষমতার পাশাপাশি যাতে ইহলোক ও পরলোক দুটিই নিশ্চিত হয়। জনগণের অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে টাকা ঢেলে তিনি হয়ে যান দেশপ্রেমিক, জনদরদি। তাই কোনো না কোনোভাবে তাঁকে ক্ষমতায় আসতেই হবে। এই যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় যাঁরা আসেন, তাঁদের জনগণের প্রতি কোনো অঙ্গীকার থাকার প্রয়োজন আছে কি? এর মধ্যে দেশে যে গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি ১৯৯০ সালে সূচনা হয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে আমরা একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্ন রাজনীতিকদের হাতে পড়ে খান খান হয়ে গেছে।

দেশে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু এই অবকাঠামোকে ব্যবহার করতে যে সংস্কৃতির প্রয়োজন ছিল, সুশিক্ষার প্রয়োজন ছিল, তা হয়ে ওঠেনি। ফলে এখন শিক্ষার মান দেখলে রীতিমতো ভয় হয়। শিক্ষা যে শুধু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় নয়, চারদিকের সব ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণ করা বা কোনো আদর্শকে অনুসরণ করা—তার বিনিময়ে পড়া মুখস্থ, কোচিংয়ে যাওয়া, নম্বর পাওয়া এবং মুখস্থবিদ্যা দিয়ে একটি প্রশাসনিক পদ দখল করার মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়। এসব তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা কোনো দায়িত্বে গেলে প্রথমেই তাঁরা সহজে অর্থ উপার্জনের পথ খোঁজেন। কারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোনো আদর্শিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাই একজন তরুণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কিছু শিখবে না, শুধু মুখস্থ করবে, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শিখবে না, সামনে কোনো আদর্শ মানুষ থেকে শিখবে না, তাহলে তার পরিণতিই–বা কী?

আর এদিকে ক্ষমতা ধরে রাখা এবং ক্ষমতায় যাওয়া—এই টাগ অব ওয়ারের মধ্যে মানুষ আরও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আন্দোলনে মানুষের ক্ষোভ প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু কোনো স্বপ্ন তৈরি হয় না। আজকাল স্বপ্ন তৈরি করা এবং প্রতিবাদী মানুষের জন্ম দেওয়া কোনো রাজনৈতিক দলেরই উদ্দেশ্য নয়। তাই আশপাশে আমরা কিছু অর্থপিপাসু লোকদের দেখতে পাই। কিন্তু এর শেষ কোথায়? সবকিছু মিলিয়ে যদি একটি দুর্নীতিপরায়ণ সমাজই গড়ে ওঠে এবং সেখানে কিছু নিবেদিত প্রাণ সুরাজনৈতিক সংস্কৃতির স্বপ্ন যাঁরা এখনো দেখেন, তাঁদের কী হবে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া খুবই কঠিন।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের একটি উক্তি দিয়ে শেষ করি। তিনি বলেছেন, ‘শান্তিই সমস্ত ভালো কার্য্যের আরম্ভ। জাতীয় উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে, অধ্যবসায়ের সহিত সুদীর্ঘকাল সুনির্দিষ্ট পন্থার অনুসরণ করিতে হয়, এবং শক্তিমান, নিঃস্বার্থ ও পবিত্র হৃদয় মনীষীবৃন্দ যে পথে জাতিকে পরিচালিত করা কর্তব্য বিবেচনা করেন, সেই পথেই অগ্রসর হইতে হয়; অরাজকতা ও অশান্তি এই কল্যাণময় পথের পরম শত্রু। আর সব কারণ ছাড়িয়া দিলেও শুধু বর্তমান জগতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দেশবাসীকে দলবদ্ধভাবে দক্ষ, কর্মঠ হইতে হইবে। জাতীয় মুক্তির এই পথ।’

মামুনুর রশীদ, নাট্যব্যক্তিত্ব

সহিংসতা পরিহার করে হাঁটতে হবে নির্বাচনের পথেই

আহমেদ শমসের

দেশের রাজনীতিতে যে উত্তাপ-উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে তা শিগগিরই কমবে বলে মনে হয় না। বিএনপি যেমন সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন থেকে পিছু হটার মনোভাব দেখাচ্ছে না, তেমনি সরকার ও আওয়ামী লীগও বিএনপির সঙ্গে কোনো সমঝোতা দেখাতে চাইছে না। বিএনপির প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মনোভাব অত্যন্ত কঠোর।

মঙ্গলবার গণভবনে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যায়িত করে সহিংসতার জন্য উচিত শিক্ষা দেবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘যারা অগ্নি-সন্ত্রাস করছে, তাদের সাজাটা যাতে যথাযথ হয়, সেই ব্যবস্থাটা নিতেই হবে। শুধু ওই শাস্তি দিলে হবে না, যে হাত দিয়ে আগুন দেবে, সেই হাত পুড়িয়ে দিলে তাদের শাস্তিটা হবে। তাতে যে মানুষগুলোকে ওরা পুড়িয়েছে, তাদের কষ্টটা বুঝতে পারবে।’

গত ২৮ অক্টোবর বিএনপি সহিংসতা করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘নিজেরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে নিজেরাই পালাল। পালিয়ে আবার অবরোধের ডাক। কিসের অবরোধ? কার জন্য অবরোধ?’

চলমান সংকট সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোকে শর্তহীন সংলাপের অনুরোধ করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। সংবাদ সম্মেলনে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কার সঙ্গে ডায়ালগ করতে হবে? ট্রাম্প সাহেবের সঙ্গে কি বাইডেন ডায়ালগ করতেছে? যেদিন ট্রাম্প সাহেব আর বাইডেন ডায়ালগ করবে, সেদিন আমি ডায়ালগ করব।’

বিএনপি নির্বাচন থামাতে পারবে না জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘২০১৪ সালে পারেনি, ২০১৮ সালে পারেনি। এবারও পারবে না। নির্বাচন যথাসময়ে হবে।

তারা তো চাচ্ছে এটাই (নির্বাচন বানচাল)। তারা তা পারবে না। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে। জনগণ ওদের সঙ্গে নেই। জনগণকে কষ্ট দিয়ে রাজনীতি হয় না। এটা তারা ভুলে যায়।’

পোশাকশ্রমিকদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘হঠাৎ তাদের মাঠে নামানো এবং সেখানে আবার জ্বালাও-পোড়াও করা, কোনো কোনো কারখানায় আগুন দেওয়া...যে কারখানা দিয়ে রুটি-রুজি আসে, সেই কারখানা ধ্বংস করলে তোমাদের চাকরিটা থাকবে কোথায়? সব তো গ্রামে ফিরে যেতে হবে। এটা তো বাস্তবতা।’

দেশে নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির অভিযোগও তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কিছুটা কৃত্রিমভাবে করা হচ্ছে। এত আলু উৎপন্ন হচ্ছে। তারপর হঠাৎ দাম বাড়ানো। এখানে তো কিছু কাজ আছে। বর্ষাকালে মুরগি এমনিতেই একটু কম ডিম পাড়ে। ডিমের দাম বাড়ল কেন, সেটা নিয়ে চিৎকার। যখন বললাম আমদানি করব, তখন আমদানি আর করা লাগল না।

এর আগেই দাম গেল কমে। এখন আবার দেখলাম বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন, আলু আমদানি করবেন। পচাবে কিন্তু তারপরও দাম কমাবে না। এটা তো ঠিক না। সে জন্য বলেছি, দোকানে দোকানে নয়, যারা মজুত করছে, তাদের ধরতে হবে।’

বিরোধী দল দমনে সরকারকে যতটা সক্রিয় বা তৎপর দেখা যায়, ততটা তৎপরতা মজুতদার বা পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কেন দেখা যায় না, সে প্রশ্ন অবশ্য মানুষের মনে আছে।

দেশে বিএনপির যে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক অবস্থা তাতে সরকার পতনের আন্দোলনে তারা সফল হবে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। নির্বাচন যথাসময়ে যে হবে, সেটা এখন অনেকটাই স্পষ্ট। কিন্তু বিএনপিকে বাদ দিয়ে আরও একটি নির্বাচন করলে রাজনৈতিক সংকট বাড়বে না কমবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। যাঁরা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে তাঁরা মনে করেন, সব দলের অংশগ্রহণেই নির্বাচন হওয়া উচিত। তাঁরা এটাও মনে করেন, বিএনপির উচিত তাদের রাজনৈতিক কৌশল বদল করা। মানুষ যে তাদের হঠকারী আন্দোলনের সঙ্গে নেই, সেটা কয়েক দিনের ঘটনার মধ্য দিয়ে অনেকটাই পরিষ্কার হয়েছে। মানুষের সমর্থনের ওপর বিএনপির এত ভরসা, অথচ তারা কেন নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিচ্ছে না, সেটা অনেকেই বুঝতে পারে না।

দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হতে পারে না–এই ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে বিএনপিসহ সব দলেরই উচিত, দলীয় সরকারের অধীনে কীভাবে ভালো নির্বাচন করা সম্ভব, সেটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা। মানুষের শক্তি যে বড় শক্তি তা বিশ্বাস করে সুষ্ঠু ভোটের পরিবেশের জন্য মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করা দরকার। মানুষের মধ্যে জাগরণ তৈরি করাও যে একটি আন্দোলন, এটা সব রাজনৈতিক দলকে বুঝতে হবে। মানুষ যদি দলে দলে গিয়ে ভোট দেয়, নীরব ভোটবিপ্লব ঘটায় তাহলে প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ভারতের সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. এসওয়াই কোরাইশি সম্প্রতি বাংলাদেশে এসে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, ‘একটি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সব ক্ষমতা রয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ভারতের নির্বাচন কমিশনের যে সব ক্ষমতা আছে, সেই সব ক্ষমতা বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনেরও আছে। তাদের ওপর কেন বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না তার কোনো কারণ আমি দেখি না।’

ভারতের নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে কোরাইশি বলেন, ‘নির্বাচনকালীন ভারতের নির্বাচন কমিশন দৃশ্যত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মতো দায়িত্ব পালন করে। ভারতে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কমিশন সর্বময় ক্ষমতা পায়। কোনো প্রধানমন্ত্রী থাকে না, মুখ্যমন্ত্রী থাকে না, ইসির অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ভারতের ইসি ক্ষমতাসীন সরকারকে কার্যত অকার্যকর করে ফেলে, তারা নতুন কোনো স্কিম নিতে পারে না, কাউকে বদলি করতে পারে না। এতে নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা বাড়ে।’

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে তেমন কর্তৃত্ব সম্পন্ন করার কাজটিতে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর অনাগ্রহের কারণ বোধগম্য নয়।

আহমেদ শমসের, সাংবাদিক

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

বৃহস্পতিবার, ২ নভেম্বর ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

পাঠকদের সেরা স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন সারে নাউ-লিডার

উত্তর আমেরিকা অফিস

মানবিক প্রচেষ্টার হৃদয়গ্রাহী স্বীকৃতিতে, স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন (STHA) সারে নাও-লিডারের পাঠকদের দ্বারা স্থানীয় দাতব্য বিভাগে সেরা সমিতি- এর জন্য মর্যাদাপূর্ণ স্বর্ণের প্রশংসাপত্র প্রদান করেছে। দ্য সারে নাউ-লিডার, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সারে, নর্থ ডেল্টা এবং হোয়াইট রকের সম্প্রদায়কে পরিবেশনকারী একটি বিখ্যাত কানাডিয়ান মিডিয়া আউটলেট, আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থার কাছে এই সম্মানিত প্রশংসা পেশ করেছে।

STHA, BC-এর সোসাইটিজ অ্যাক্ট (রেজিস্ট্রেশন #এস ০০৬৬০২২) এবং সিআরএ রেজিস্ট্রেশন #৭৫০৫৯৩৯২৩আরআর০০০১ -এর অধীনে কানাডার একটি নিবন্ধিত দাতব্য সংস্থা, ২০১৬ সালে দারিদ্র্য দূরীকরণের একটি নিবেদিত মিশন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একটি অলাভজনক সত্তা হিসাবে কাজ করে, STHA সুবিধাবঞ্চিতদের সেবা করার জন্য রাজনৈতিক সীমানা এবং আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে, মানবতার প্রতি অঙ্গীকারের উদাহরণ যা কোন সীমানা জানে না।

STHA তার বছরের কার্যক্রম জুড়ে, নাইজেরিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে ব্যক্তি, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের উন্নতির লক্ষ্যে বিস্তৃত প্রোগ্রাম এবং পরিষেবাগুলি বাস্তবায়ন করেছে। এই বহুমুখী উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে যুব কর্মসংস্থান কর্মসূচি, শিক্ষাগত সহায়তা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন প্রকল্প, জীবিকা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত দুর্বলতা মোকাবেলায় জরুরি ত্রাণ প্রচেষ্টা। STHA এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি করা, দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং এই সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলি দারিদ্র্য হ্রাস করা।

সারে নাও-লিডার পাঠকদের কাছ থেকে সোনার প্রশংসাপত্র স্টেপ টু হিউম্যানিটি অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা পরিচালিত ব্যতিক্রমী কাজের প্রমাণ হিসাবে লাভ করে এবং এটি যাদের স্পর্শ করেছে তাদের জীবনে তা গভীর প্রভাব ফেলেছে এটি প্রতিফলিত করে। STHA তার মিশনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিশ্বব্যাপী মানবিক প্রচেষ্টায় অর্থপূর্ণ অবদান অব্যাহত রাখার জন্য উন্মুখ।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবে জাতিসংঘ বরাবরে চিঠি

উত্তর আমেরিকা অফিস

মালয়েশিয়ায় উন্নত জীবনের আশায় যাওয়া অনেক বাংলাদেশি শ্রমিকদের দিন কাটছে অনাহারে-অর্ধহারে। একদিকে কর্মহীন, অন্যদিকে মহাজন ও এনজিও ঋণের চাপে দিশেহারা এসব প্রবাসী যেন আধুনিক দাস। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের (ইউএনএইচআরসি) অধীন ওএইচসিএইচআরকে পাঠানো চিঠিতে এসব কথা উল্লেখ করেছেন অভিবাসী অধিকার কর্মী অ্যান্ডি হল।

তিনি বলেছেন, মালয়েশিয়ায় চাকরিহীন ও ঋণের জালে জড়িয়ে পড়া বাংলাদেশি শ্রমিকরা 'মানবেতর জীবন যাপন' করছেন। নোংরা পরিবেশে অল্প জায়গায় গাদাগাদি করে বহু মানুষ একসঙ্গে থাকছেন। অপর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, সামান্য খাবার এবং নিয়োগের অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে ঋণের বেড়াজালে পড়ে অসহায়ত্ব দিন যাপন করছেন তারা। গত ১৮ মাস বা এরও বেশি সময় ধরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা।

অভিবাসী অধিকার কর্মী বলেন, এ ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে ঘটতে পারে তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব সরকারের। তাছাড়া অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়োগ আবেদনগুলো যদি সঠিক সংখ্যার হয়, তাহলে দেশটিতে অতিরিক্ত শ্রমিক থাকার কথা নয়। সেক্ষেত্রে এমন মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতো না।

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন ইসমাইল বলেছেন, অভিবাসী শ্রমিক নেয়ার নীতিমালা শিথিল এবং এর সুযোগ নেয়ায় দেশটির কারখানা ও সেবাখাতে অতিরিক্ত আড়াই লাখের বেশি শ্রমিক রয়ে গেছেন।

একটি নথিভুক্ত অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়ে অ্যান্ডি হল বলেন, এক স্থানে ৪০০ জন বাংলাদেশি শ্রমিক রয়েছেন। তাদের থাকার ও খাবারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এমনকি স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান না থাকায় স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তারা।

তিনি বলেন, এছাড়া একটি ঘরে প্রায় ১৪ জন আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছ থেকে ভিডিও পেয়েছি। যে এজেন্ট তাদের এখানে নিয়ে এসেছেন, তারা তাদের প্রত্যেককে ২০০ টাকা দিয়েছেন। তারা খাবার কেনার জন্য যা খরচ করছেন। এতে তাদের বেশি দিন চলবে না।

অভিবাসী অধিকার কর্মী বলেন, শ্রমিকদের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে তাদের সম্পূর্ণ মজুরি পাওয়া উচিত। শ্রম আইন অনুযায়ী, সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করা উচিত। শ্রমিকদের কাছে বৈধ কাগজপত্র না থাকায় পুলিশি ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হতো। এমনকি তারা বাইরে কোনও কাজের সন্ধানেও বের হতে পারতেন না।

তৎকালীন সরকারের কিছু কর্মকর্তা নাইকো দুর্নীতিতে ইন্ধন জোগায়

ঢাকা অফিস

৩০ অক্টোবর সোমবার বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে নাইকো দুর্নীতি মামলায় সাক্ষ্য দেন কানাডিয়ান রয়েল পুলিশের সদস্য লয়েড শোয়েপ।

সাক্ষ্যতে তিনি বলেন, কানাডার তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কোম্পানি নাইকোতে তৎকালীন সরকারের কিছু কর্মকর্তা দুর্নীতি করতে ইন্ধন জোগায়। আমরা এ দুর্নীতির বিষয়ে জানতে পারি গণমাধ্যমের নিউজ দেখে। নাইকোর কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার দায়ে নাইকো রিসোর্সেস কানাডায় দুর্নীতির দায়ে সাজপ্রাপ্তও হয়েছেন।

সোমবার বেলা ১১টায় কেরানীগঞ্জ অস্থায়ী আদালতে যান কানাডিয়ান রয়েল পুলিশের দুই সদস্য কেবিন দুগ্গান ও লয়েড শোয়েপ। তাদের জবানবন্দি গ্রহণ করেছেন ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান। এরপর তাদের জেরা করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা।

মাহাবুবুর রহমানসহ কমিউনিটির সকল হত্যা কান্ডের বিচার দাবি

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি ফোরাম অব পেনসিলভেনিয়া, মাহাবুবুর রহমান সহ কমিউনিটির সকল হত্যা কান্ডের বিচার দাবি করেছে। বিবৃতিতে তারা বলেছে, ২৯ অক্টোবর রোববার সন্ধ্যায় আপারডার্বি এলাকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান দুর্বৃত্তদের গুলিতে মসজিদের পার্কিং লটে নিহত হয়েছেন।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে, মাহবুবুর রহমান ছাড়াও ইতিপূর্বে কমিউনিটির আরও পাঁচ ব্যক্তি পেনসিলভেনিয়ায় অপমৃত্যুর স্বীকার হয়েছেন। একমাত্র সাজু হত্যা বিচারের দাবি ছাড়া অন্যান্য হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রতিবাদ সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হয়নি। দিনের পর দিন হত্যা, হামলা ছিনতাইসহ এধরনের অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি প্রতিনিয়ত ঘটেই চলছে। আর কালক্ষেপণ না করে এখনই সকল সংগঠনসহ সবাইকে সম্মিলিতভাবে সকল হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ আইন শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে। বিটিএসপিকে এ নিয়ে উদ্যোগ নেয়ার জন্য বিবৃতিতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

কবি জহিরুলকে ঘিরে ঢাকায় ভক্তদের ভিড়

বিশেষ প্রতিনিধি

কবি ও ভাষাশিল্পী কাজী জহিরুল ইসলাম জাতিসংঘ সদর দফতরের কর্মসূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করেন। তিনি ছুটিতে ঢাকায় এলে তাকে ঘিরে কবিতাপ্রেমীদের ছোটো-বড়ো নানান আড্ডা জমে ওঠে শহরের এখানে-সেখানে। ২৬ অক্টোবর বিকেলে কাটাবনের কবিতা ক্যাফেতে এক আনুষ্ঠানিক আড্ডার আয়োজন করে প্রকাশনা সংস্থা জলধি। এতে যোগ দেন কবি জাহিদুল হক, কবি আতাহার খান, কবি জাহিদ হায়দার, কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন, গাজী লতিফ, কবি, অভিনেতা ও নির্মাতা তারেক মাহমুদ, সাংবাদিক দুলাল খান, সংবাদ পাঠক আবিদ আজম, কবি নাহিদা আশরাফী, মীর আব্দুর রাজ্জাক, শওকত আলী তারাসহ অডিটোরিয়াম উপচে পড়া কবির শুভানুধ্যায়ীরা। কবির কবিতা থেকে পাঠ করেন দেশের স্বনামধন্য আবৃত্তি শিল্পীরা, কবিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার দেন বিভিন্ন সংগঠন। কাজী জহিরুল ইসলাম শুধু বড়ো মাপের একজন কবিই নন, একজন ভালো বক্তা এবং নৈতিক চর্চায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ। তার সদা হাস্যোজ্জ্বল ও অমায়িক ব্যবহার তাকে সকলের কাছে ব্যপকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে, তিনি হয়ে উঠেছেন বাঙালিদের প্রিয় কবি। সম্প্রতি কাজী জহিরুল ইসলামের নতুন কবিতার বই "ভোরের হাওয়া" প্রকাশ করেছে জলধি। এই বইটি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অনুষ্ঠানে আগত প্রতিষ্ঠিত কবি, লেখকেরা। কবির প্রকাশিত ৯০টি গ্রন্থের একটি স্বল্পকালীন বইমেলাও হয়ে যায়। ভক্ত, অনুরাগীরা কবির অটোগ্রাফসহ তার রচিত বিভিন্ন বই সংগ্রহ করেন।

উল্লেখ্য, কবি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা নিউইয়র্কের জন জে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ২০১৮ সালে। এ-বছর বিশ্বখ্যাত শ্রী চিন্ময় সেন্টার তাকে "পিস রান টর্চ বিয়ারার" অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে কবিতার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক চর্চা ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য।

বক্তারা কাজী জহিরুল ইসলামের মধ্যে বাংলা ভাষার একজন প্রধান কবির আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, বহুদিন এই জনপদ একজন বড়ো কবির প্রতীক্ষা করছিল, আমরা বোধ হয় সেই কবিকে পেয়ে গেছি।

কাজী জহিরুল ইসলাম উপমহাদেশের প্রখ্যাত লেখক খুশবন্ত সিংয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমিও লেখালেখির ক্ষেত্রে তার মতো ৩টি নীতি অনুসরণ করি: মানুষকে তথ্য দেয়া, আনন্দ দেয়া এবং ক্ষেপানো। তিনি নীরদ সি চৌধুরীর কথা উল্লেখ করে বলেন, ভারত সরকার যখন তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাকে অনেক টাকার কাজ দিতে চাইলো, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'ভারত সরকার আমার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে, আমি তো ভারত সরকারের ওপর থেকে আমার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেইনি'। এটিই হচ্ছে একজন সৎ লেখকের চারিত্রিক দৃঢ়তা। এই সততাটা আমাদের এখানে বড়ো অভাব। তিনি নিজের জীবনের উল্লেখ করে বলেন, পরিবার হচ্ছে পাওয়ার হাউজ, প্রেমময় দাম্পত্য সম্পর্ক মানুষের শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। অসংখ্য ভক্ত অনুরাগী বই সংগ্রহ করে কবির অটোগ্রাফ নেন, সেল্ফি তোলেন। কবি জহিরুলকে ঘিরে কানায় কানায় পূর্ণ কবিতা ক্যাফেতে তৈরি হয় এক আবেগঘণ পরিবেশ।

হোলি আর্টিজান হামলায় ৭ জঙ্গির সাজা কমে আমৃত্যু কারাদণ্ড

ঢাকা ডেস্ক

সাত বছর আগে ২০১৬ সালের ১ জুলাই রাতে রাজধানীর গুলশানে হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞের ঘটনায় ৭ জনকে দেয়া নিম্ন আদালতের মৃত্যুদণ্ড রায় কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট।

৩০ অক্টোবর সোমবার বিচারপতি সহিদুল করিম ও বিচারপতি মো.মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন।

আমৃত্যু কারাদণ্ড পাওয়া আসামিরা হলেন- জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ, আব্দুস সবুর খান, রাকিবুল হাসান রিগ্যান, হাদিসুর রহমান, শরিফুল ইসলাম ওরফে খালেদ ও মামুনুর রশিদ।

এর আগে গত ১১ অক্টোবর বিচারপতি সহিদুল করিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ উভয়পক্ষের শুনানি শেষে রায়ের জন্য ৩০ অক্টোবর দিন ধার্য করেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী আমিনুল এহসান জোবায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। রাষ্ট্রপক্ষ বলছে, সব আসামির মৃত্যুদণ্ড যেন বহাল থাকে এমনটাই প্রত্যাশা তাদের।

২০১৯ সালে ২৭ নভেম্বর ঢাকার সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল সাত জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের মিজানুর রহমান ওরফে বড় মিজান নামে একজনকে খালাস দেওয়া হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জঙ্গিরা।

কারাগারে থাকা ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত সাত আসামি হলেন- জাহাঙ্গীর হোসেন ওরফে রাজীব গান্ধী, আসলাম হোসেন ওরফে র‍্যাশ, হাদিসুর

নিউইয়র্কে এলডিপি'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

উত্তর আমেরিকা অফিস

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি'র ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে দলটির যুক্তরাষ্ট্র শাখা। নিউইয়র্কে ২৬

অক্টোবর বৃহস্পতিবার ব্রুকলীনের রাধুঁনী পার্টি সেন্টারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবমুখর পরিবেশে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে যুক্তরাষ্ট্র এলডিপি'র নেতা-কর্মীরা।

এলডিপি'র যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি এমএ জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালী বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী ও এলডিপি'র চেয়ারম্যান ড. কর্ণেল (অব.) অলি আহমেদ বীরবিক্রম ।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপি নেতা ও তরুণ ব্যবসায়ী নাঈম টুটুল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এলডিপি'র যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। আরও বক্তব্য রাখেন কমিউনিটি এক্টিভিস্ট হারুন অর রশিদ আল হারুন সিআইপি, যুক্তরাষ্ট্র এলডিপি'র নেতা সাইফ ইসলাম, জাকির হোসেন সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ।

এলডিপি'র চেয়ারম্যান ড. কর্ণেল (অব.) অলি আহমেদ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, তারা দেশকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে। দেশকে বাঁচাতে হলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সত্যিকার দেশ প্রেমিক সরকার গঠন করতে হবে।

পরে এলডিপি'র যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি এমএ জাফর অতিথি ও দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন। এসময় দলীয় নেতা-কর্মীরা আনন্দ প্রকাশ করেন। তারা দল এবং এলডিপি'র প্রতিষ্ঠাতা ড. কর্ণেল (অব.) অলি আহমেদের নামে নানা শ্লোগান দেন।

এলডিপি'র যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি এমএ জাফর ও সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

যুক্তরাষ্ট্র এলডিপি'র সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী এতে অংশ নেন।

২৮ অক্টোবরের সহিংসতা

বিএনপি চিঠি দিয়েছে বিদেশি মিশনে

ঢাকা অফিস

বিএনপি ২৮ অক্টোবরের সহিংসতার জন্য সরকার ও পুলিশকে দায়ী করে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে চিঠি দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দূতাবাসকে ব্রিফিং করার আগেই বিএনপি দূতাবাসে চিঠি পাঠিয়েছে বলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে নিশ্চিত করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির এক সদস্য। তিনি বলেন, কীভাবে সরকার সহিংসতা সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণাদিসহ দূতাবাসগুলোতে পাঠানো হয়েছে। কোন প্রেক্ষিতে বিএনপিকে কঠোর কর্মসূচিতে যেতে হয়েছে চিঠিতে তাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সরকার পতনের একদফা দাবিতে ২৮ অক্টোবর বিএনপি ঢাকায় মহাসমাবেশের কর্মসূচি দেয়। একইসঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলও সমাবেশ করে। অন্যদিকে একই সময়ে শান্তি সমাবেশ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। বিশাল এই রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এতে একজন পুলিশ সদস্য ও এক রাজনৈতিক কর্মী নিহত হন। আহত হন অসংখ্য নেতাকর্মী, পুলিশ ও সাংবাদিক।

এ ব্যাপারে ২৯ অক্টোবর সোমবার বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। কূটনীতিকদের তিনি জানান, কূটনীতিকদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, '২৮ অক্টোবর যা হয়েছে, তাতে আমরা হতবাক। যদিও অতীতে বিএনপি-জামায়াতের ভয়ঙ্কর সহিংস ঘটনা দেখে আমরা বিস্মিত নই। তাদের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।'

রাজধানীর হেয়ার রোডে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সোমবার বিকালে দেশে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে জাতীয় পার্টির আহ্বান

বিএনপির সঙ্গে সংলাপ

ঢাকা অফিস

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে সংলাপে বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। এ জন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংলাপের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশনের সমাপনী দিনে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এ আহ্বান জানান মুজিবুল হক চুন্নু।

মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, 'জাতির পিতার কন্যা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর অনেক দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করবো কে কি বলল, কি সমালোচনা করল এগুলোর ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের বিষয়ে এক টেবিলে আলোচনা করার জন্য উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাই, দেশের মানুষ এ জিনিসটা চাইতেছে।'

বিএনপি প্রতি চুন্নু বলেন, 'আর বিরোধী দল. . মাঠে যে আছে বিএনপিসহ তাদেরকে বলব আপনারাও আল্লাহরস্তে জনগণের দিকে তাকিয়ে শর্ত বাদ দিয়ে, পূর্বশর্ত না করে শর্তগুলো টেবিলে এসে আলোচনা করেন। জাতীয় পার্টির মহাসচিব হিসাবে এটা আমাদের বলার দায়িত্ব। আমরা পাঁচ বছর বিরোধী দলে ছিলাম, একসঙ্গে অনেক বছর কাজ করেছি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটও করেছিলাম, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। তাই আমরা সেই প্রেক্ষিতে বলব সংলাপের পরিস্থিতি. ..।'

২৮ অক্টোবর পুলিশ নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে চুন্নু বলেন, 'এগুলো সহ্য হয় না। এ আন্দোলনের কারণে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষও মারা গেছে। এটাও গ্রহণযোগ্য না। আবার রোববার-সোমবার রাজনৈতিক কর্মসূচি দিয়েছেন। মানুষ আতঙ্ক ও শঙ্কার মধ্যে রয়েছেন।'

চুন্নু বলেন, 'বড় দল হিসাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের দিকে তাকিয়ে দফাতফা, ইগো বাদ দিয়ে এক টেবিলে বসে আলোচনা করে. . ইচ্ছে করলে এক টেবিলে বসে সংবিধানের মধ্যে থেকে একটা পথ বের করতে পারি, যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে সম্ভব। সেই কাজে যাতে প্রধানমন্ত্রী অগ্রণী ভূমিকা নেন এ দাবি জাতীয় পার্টির পক্ষে জানাই।'

সংসদের মেয়াদ দুই বছর বাড়ানোর প্রস্তাব জাপা এমপির

ঢাকা অফিস

করোনাভাইরাসের কারণে প্রায় তিন বছর সংসদ সদস্যদের কাজ করতে না পারার কথা তুলে ধরে জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ একাদশ জাতীয় সংসদের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে আলোচনায় অংশ নিয়ে জাপার আরেক সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নানের বক্তব্যের সূত্র ধরে তিনি এ প্রস্তাব করেন।

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে রওশন আরা মান্নান বলেন, 'আমাদের দুই বছর এমনি নষ্ট হয়ে গেছে করোনাভাইরাসের কারণে। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে আমরা কাজ করতে পারি নাই।' এ সময় পাশ থেকে কয়েকজন সংসদ সদস্যকে বলতে শোনা যায় দুই বছরের বেশি।

এ সময় রওশন আরা বলেন, 'আবার আসতে পারি কি না, হয়তো দেখা হবে। তবে এত বড় জায়গায় আল্লাহর হুকুম ছাড়া এখানে কেউ আসতে পারে না।'

হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, 'আমাদের সংসদ সদস্য রওশন আরা মান্নান বললেন দুই-তিন বছর নষ্ট হয়ে গেছে। উনি পরোক্ষভাবে সংসদের মেয়াদ দুই বছর বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলতে চাচ্ছেন। আমি যেটা বুঝেছি। উনি পরোক্ষভাবে বলেছেন, আমি সোজা মানুষ তো তাই সোজাভাবে বললাম। একটু বিবেচনা করে দেখতে পারেন।'

UCS Ultra Credit Solutions Inc.
CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার
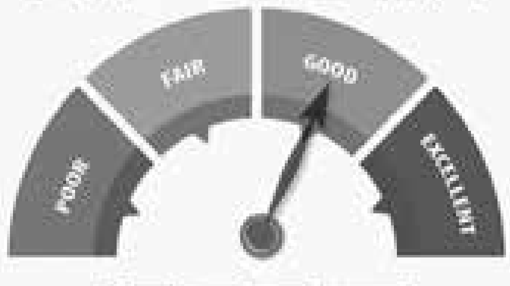

আমাদের সেবাসমূহ:
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, ষ্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)
Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination
929-386-6426
929-386-4705
37-18 73rd Street, Suite #2C (Floor 2nd)
Jackson Heights, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

■ প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
■ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
■ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member: naea

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

IRS e-file

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে
সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT
KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

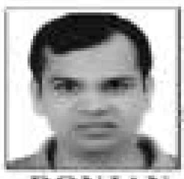
RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, কোমরের ব্যাথা, মাংসের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়াটিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ
B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সূযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

ওয়াশিংটনে আওয়ামী লীগ-বিএনপি মুখোমুখি অবস্থানে

বিশেষ প্রতিনিধি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী শান্তি সমাবেশ ও বিএনপি'র নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ সমাবেশ ঘটে। ৩০ অক্টোবর সোমবার বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীদের কঠোর অবস্থানের মধ্যে দিয়ে দুই দলের নেতাকর্মীরা তাদের সব অবস্থানে থেকে এ সমাবেশে অংশ নেয়। এই সময় দুই দলের শ্লোগানে কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করে। ওয়াশিংটনের ২২ স্ট্রিটের রাস্তা পুলিশ বন্ধ করে দেয়। স্ট্রিটের উত্তর পাশে অবস্থান নেয় বিএনপি এবং স্ট্রিটের দক্ষিণ পাশে আওয়ামী লীগ। মাঝে মাঝে দুই দলের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করলে পুলিশ দুই দলের কর্মীদের সরিয়ে দেয়।

সোমবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বোরোর নেতা-কর্মীরা সকাল থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টের ২২ স্ট্রিটের উত্তর পাশে অবস্থায় নেয়। বেলা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে কর্মীদের আগমন। হাতে ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার পক্ষে শ্লোগান তুলেন।

অন্যদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ দুপুর এগারোটা নাগাদ রাস্তার দক্ষিণ পাশে অবস্থান নেয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে দলের পক্ষে শ্লোগান দেয়। দুপুর দেড়টার দিকে বিএনপির একটি মিছিল রাস্তার মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগের সামনে আসলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পরে। এ সময় পুলিশ বিএনপি কর্মীদের রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট কার্য সময় শেষ হয়ে গেলে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মিছিল করে হোয়াইট হাউজের সামনে অবস্থান নিয়ে বর্তমান সরকারের পক্ষে শ্লোগান দেয়। অন্যদিকে বিএনপি নেতাকর্মীরা স্টেট ডিপার্টমেন্ট এর সামনের খোলা মাঠে অবস্থান নেয়।

বিএনপি সন্ত্রাসী দল, সংলাপের প্রশ্নই আসে না : কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল উল্লেখ করে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, তাদের সঙ্গে কোনো সংলাপ হতে পারে না। নির্বাচন কমিশন সংবিধান অনুযায়ী শিডিউল ঘোষণা করবে। এই শিডিউল সরকারের বিষয় না, নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ার।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাকক্ষে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কাদের এসব কথা বলেন। মেট্রোরেল এমআরটি লাইন ৬ আগারগাঁও টু মতিঝিল ও এমআরপি ৫ নর্দান রোডের নির্মাণকাজ উদ্বোধন উপলক্ষে এই সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

ওবায়দুল কাদের বলেন, 'আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অন্য কোনো দেশ কি আমাদের পরামর্শ শুনে তাদের ইলেকশনের ডেট ঠিক করে? অন্য কোনো দেশ কি আমাদের মতো দেশের পরামর্শ নেয়? কীভাবে ইলেকশন করতে হবে, কীভাবে বিরোধী দলের সঙ্গে সংলাপ করতে হবে, আলাপ করতে হবে? তারা যখন করে না, আমাদের সেই উপদেষ্টাদের...এর তো কোনো প্রয়োজন নেই।'

কাদের আরও বলেন, তারা (বিএনপি) বলে সংলাপ করে না। ৪ তারিখে আবার সব দলের সংলাপ ডেকেছে নির্বাচন কমিশন।

এ সময় এক সাংবাদিক বলেন, বিএনপি যাবে না। ওবায়দুল কাদের তখন বলেন, 'ওখানে যাবে না, এখন আমি ডাকব কেন? প্রেসিডেন্ট ডেকেছেন, তারা আসেনি। নির্বাচন কমিশন ডেকেছে, তারা আসেনি। আমরা গতবার একবারের জায়গায় দুইবার পর্যন্ত সংলাপ করেছি। রেজাল্ট কী—প্রশ্নবিদ্ধ। কী হলো, রেজাল্ট কী আসল বলেন।'

কাদের বলেন, 'ফখরুল সাহেব করলেন একটা নাটক। একই দলের এটা কোন ধরনের নীতি। ইলেকশন করলেন, জেনেশুনে। নির্বাচিত হলেন, সংসদে গেলেন। এই ডেমোক্রেসি কোথায় আছে? এই উদাহরণ আর একটা জায়গায় দেখান তো। এটা কোন নাটক? আন্দোলন করছেন। তাদের আন্দোলন তারাই পণ্ড করেছে। এই আন্দোলনটা পণ্ড করার জন্য আমি রাজনৈতিক লোক হিসেবে বলব দুইটা ঘটনাই যথেষ্ট, জনগণ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য।'

২৮ অক্টোবরের সহিংসতার প্রসঙ্গ টেনে কাদের বলেন, 'একটা হলো প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা, তারপর একজন পুলিশকে প্রকাশ্যে হত্যা করা। মরে যাওয়ার পরও ওই লোকটাকে পেটানো। এ দৃশ্যপট সবাইকে কষ্ট দিয়েছে। এই দুটি ঘটনাই আমি বলি যথেষ্ট। এরপর তাদের সঙ্গে জনমতের যা কিছু আছে সেটাও থাকার কথা নয়। একেবারে দলের লোক সেটা ভিন্ন কথা, আমি নিউট্রালের কথা বলছি।'

তিনি বলেন, তাদের আন্দোলন তারাই পণ্ড করেছে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।

আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মলের ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান

সুব্রত চৌধুরী

স্টিভেন এম ফুলপ

২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আটলান্টিক সিটির মাননীয় মেয়র মার্টি স্মলের ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান স্হানীয় ওশান ক্যাসিনো রিসোর্টের স্কাই ক্যাফেতে অনুষ্ঠিত হয়।

ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানে নিউ জার্সি রাজ্যের সিটি মেয়র স্টিভেন এম ফুলপ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন। এছাড়া আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারম্যান মাইক সুলেমান, মেয়রের চীফ অব স্টাফ আরনেষট করসি, আটলান্টিক সিটি কাউন্সিল সভাপতি এ্যারন রেনডলফ, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, বিএএসজে সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল, ষষ্ঠ ওয়ার্ডের কাউন্সিলম্যান পদপ্রার্থী জেফ ডরসি সহ বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্হিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে নিউ জার্সি রাজ্যের সিটি মেয়র স্টিভেন ফুলপ সুধীজনদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তৃতায় মেয়র মার্টি স্মলের গতিশীল নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁর সঠিক নির্দেশনায় আটলান্টিক সিটি সঠিক পথে ধাবিত হচ্ছে বলে জানান।

মেয়র মারটি স্মল তার বক্তৃতায় অনুষ্ঠানে উপস্হিত হয়ে ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠান সফল করায় সবাইকে ধন্যবাদ জানান। নৈশভোজের মাধ্যমে ফান্ড রাইজিং অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বৃটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে মঈন খানের বৈঠক

ঢাকা অফিস

ঢাকায় নিযুক্ত বৃটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। সম্প্রতি বৃটিশ হাইকমিশনে এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। তবে বৃহস্পতিবার বৈঠকের একটি ছবি বৃটিশ হাইকমিশনের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, হাইকমিশনার চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এদিকে বিএনপির একটি সূত্র জানিয়েছে, দুদিন আগে বৃটিশ হাইকমিশনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেড় ঘন্টাব্যাপী বৈঠকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কালিবাড়ীর দর্শকশ্রোতা ছবি : সংগৃহিত

বিজয়া দশমী উদযাপনের মাধ্যমে মিশিগানে শেষ হল দুর্গোৎসব

পার্থ সারথী দেব

বিজয়া দশমী উদযাপনের মাধ্যমে মিশিগানে শেষ হল দুর্গোৎসব। মিশিগানের বিভিন্ন স্থানে ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী বিভিন্ন সংগঠন ও মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে। প্রবাসের পূজা বেশীরভাগ সময়ই অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহের কর্ম দিবসে এবং উদযাপন করা হয় সপ্তাহান্তে। ২৮ ও ২৯ অক্টোবর মন্দিরগুলোতে আবার পূজা উদযাপন করা হয়। এতে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন পরিবেশনা। ছিল পূজা, অঞ্জলি, আরাধনা, আরতি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কার্যক্রম। মন্দির কমিটিগুলো পূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানের জনপ্রিয় শিল্পী, কলাকুশলী এনে ছিলেন।

দুর্গা মন্দির : শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপনের জন্য দুর্গা মন্দির ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল পূজা, অঞ্জলি, আরাধনা, আরতি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণসহ বিভিন্ন মাঙ্গলিক কার্যক্রম, চন্ডীপাঠ করেন পারিন্দ্র চক্রবর্তী, অমল কৃষ্ণ দেব ও বকুল পাল। ২৮ অক্টোবর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠাহে ছিল গান, নৃত্য, কবিতা আবৃতি, একক অভিনয়, সবশেষে ছিল কানাডার মনট্রিল থেকে আগত দেবপ্রিয়া কর রুমার একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। তিনি রাত ১২ টা পর্যন্ত পুরানো দিনের গান, লোকগান পরিবেশন করেন, তার গানগুলো দর্শকশ্রোতারা উপভোগ করেন। অনুষ্টান উপস্থাপনা করেন প্রদীপ চৌধুরী, উজ্জল সুত্রধর, অনামিকা দাশ ও শ্রাবনী দাশ। পরদিন ২৯ অক্টোবর ছিল কবিতা আবৃতি। কবিতা আবৃতি করেন নীলৎপল ভট্রাচার্য, পূজা দেব, রণেশ দে। এরপর ছিল শিশু কিশোর ও স্থানীয় শিল্পীদের গান, নৃত্য, গীতি আলেখ্য। ছিল আকর্ষণীয় ব্যতিক্রমী ফ্যাশন শো। অনুষ্টানটি দর্শকদের মন জয় করেছে। ছিল আকর্ষণীয় ধর্মীয় নাটক মণীষ ভট্টাচার্য নির্দেশিত 'দেবী দুর্গা'। ছিল আকর্ষণীয় কাঠিনাচ। অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন পার্থ দেব ও নিপেশ সুত্রধর। সবশেষে ছিল বিজয়ার প্রশস্তি বন্ধন ও মিষ্টিমুখ। সবার সাথে সবার কোলাকোলির মাধ্যমে এবারের দুর্গোৎসবের পর্দা নামে।

কালিবাড়ী : ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে। সপ্তাহান্তে গত ২৮ অক্টোবর শনিবার পূজা উদযাপন ও বিজয়া পূনর্মিলনী করা হয়। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলকাতার জনপ্রিয় কীর্তন শিল্পী অদিতি মুন্সী। জানা গেছে, বিকেল ৪টায় তিনি গান শুরু করেন। পিন পতন নীরবতায় কয়েকশ দর্শকের উপস্থিতিতে তিনি কীর্তন ও লোকগীতি পরিবেশন করেন। গানের সাথে সাথে তার কথা ও অমায়িক ব্যবহার দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তিনি বলেন, আপনারা বিদেশের মাটিতে বাংলা সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য তুলে ধরে নতুন প্রজন্মকে যে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন তা আমাকে আপ্লুত করেছে, মুগ্ধ করেছে। বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্টানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের সময় দর্শকশ্রোতাদের আবেগ আপ্লুত হতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে যৌথভাবে 'বিচিত্রা' ও কালিবাড়ী কমিটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সাথে আলাপকালে তারা জানান, এমন সুশৃঙ্খল ও অর্গানাইজ অনুষ্ঠান মিশিগানে নিকট অতীতে হয়নি।

শিব মন্দির : ২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী মন্দিরে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে। সপ্তাহান্তে গত ২৯ অক্টোবর রোববার পূজা উদযাপন ও বিজয়া পূনর্মিলনী করা হয়। এতে গান, কবিতাপাঠ, ধামাইল পরিবেশিত হয়। রাতে সবাই নৈশভোজে অংশ গ্রহণ করেন।

ফিরোজ-আলমগীর পরিষদ জয়ী

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফিরোজ আহমেদ হোসাইন আলমগীর

সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচনে ফিরোজ-আলমগীর পরিষদ পুরো প্যানেলে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেল এমলাক-আমজাদ প্যানেলের প্রার্থীদের চেয়ে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ ভোটের ব্যবধানে ফিরোজ-আলমগীর প্যানেলের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। সভাপতি পদে বিজয়ী ফিরোজ আহমেদ পেয়েছেন ১৭৮১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এমলাক হোসেন ফয়সল পেয়েছেন ১৪২৬ ভোট। সাধারন সম্পাদক প্রার্থী হোসাইন আলমগীর পেয়েছেন ১৭৪০ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বি আমজাদ হোসাইন পেয়েছেন ১৪৫০ ভোট। ফিরোজ-আলমগীর প্যানেলের অন্যান্য বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন মনজুর কাদের সোহাগ (সিনিয়র সহসভাপতি), আব্দুল মান্নান (সহসভাপতি), আলমগীর হোসাইন (সহসভাপতি), আব্দুস সালাম লাবু (সহসভাপতি), ইঞ্জিনিয়ার নাসির উদ্দীন (যুগ্ম সাধারন সম্পাদক), জসিম উদ্দীন (সাংগঠনিক সম্পাদক), আলাউদ্দীন ফারুক (সহ সাংগঠনিক সম্পাদক), আনোয়ারুল ইসলাম (কোষাধ্যক্ষ), মুহাম্মদ সোহেল (সহ কোষাধ্যক্ষ), নাজিম উদ্দীন সুজন (সমাজ কল্যান সম্পাদক), ফরহাদ হোসেন (শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক), নাজিম উদ্দীন (ক্রিড়া ও স্বাস্থ্য সম্পাদক),মুহাম্মদ আরিফ (প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান সম্পাদক), ইমরুল হাসান আরফান (প্রচার সম্পাদক), আজমীর হোসাইন(দফতর সম্পাদক) , আরিফুজ্জামান (আইন বিষয়ক সম্পাদক) ও রেহান উদ্দীন সোহেল (তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক)।

২৯ অক্টোবর রোববার সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ব্রুকলিনের কেনিংস্টনস্থ পিএস ১৭৯ স্কুলে ভোট প্রদান করেন সন্দ্বীপ সোসাইটির ভোটাররা।এতে ৫০২৪ জন ভোটারের প্রায় ৩২০০ ভোট প্রদান করেন। রাত সাড়ে ১১টায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোস্তাক হায়দার প্রায় ৫ শতাধিক সন্দ্বীপবাসীর উপস্থিতিতে ফলাফল ঘোষণা করেন। ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী সভাপতি ফিরোজ আহমেদ বিজিত প্রার্থী এমলাক হোসেন ফয়সলকে বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করেন। ফিরোজ আহমেদ কমিউনিটিতে অতি পরিচিত মুখ। জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) একজন সিনিয়র নেতা। ফোবানার এক্সিকিউটিভ কমিটির কোষাধ্যক্ষ। কমিউনিটি বিভিন্ন কল্যানমূলক কর্মকান্ডে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। নির্মান ব্যবসায়ও তার সাফল্যতা ব্যাপক।

এথনিক সংবাদ মাধ্যমের সাথে এনওয়াইপিডির সংযোগ প্রাতরাশ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক পুলিশের কার্যক্রম কমিউনিটির কাছে দ্রুত পৌঁছানোর বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটিতে কর্মরত এথনিক মিডিয়া প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে নিউইয়র্ক পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পাবলিক ইনফরমেশন) তারিক শেপার্ড বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম জনমিশ্রণের সিটিতে পুলিশের কাজ ভিন্ন। বহু কমিউনিটি আছে যাদের মধ্যে মূলধারার ইংরেজি সংবাদমাধ্যম নয়, নিজেদের ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ মাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যম বেশী জনপ্রিয়। তিনি বলেন, প্রথম প্রজন্মের অনেক অভিবাসী তাদের নিজেদের ভাষায় তথ্য পেতে আগ্রহী।

২৬ অক্টোবর ম্যানহাটনের সিটি পুলিশের সদর দপ্তর ওয়ান পুলিশ প্লাজায় আয়োজিত প্রাতরাশ বৈঠকে কমিশনার তারিক শেপার্ড এসব কথা বলেছেন। সিটিতে বিভিন্ন ভাষার সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক ও প্রতিনিধিরা এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন লেফটেনেন্ট মিংগ জ্যাংগ, সার্জেন্ট কার্লোস নাইভস , সার্জেন্ট আনোয়ার ইসমাইল, সার্জেন্ট আনোয়ার ইশমায়েল, সার্জেন্ট এডুইন রেমন্ড, ডিটেকটিভ, এনেট শেল্টন, ডিটেকটিভ, আর্লিন মুনিজ, অফিসার শাওন দেলওয়ার প্রমুখ।

বহু ভাষার মিশ্রণে নিউইয়র্ক সিটির জনগোষ্টিকে পুলিশের সেবা ও কার্যক্রমের তথ্য প্রদান সহজ করা হচ্ছে। এখন থেকে যে কেউ ফোন করে নিজেদের ভাষায় কথা বলার জন্য অনুরোধ করতে পারবে। সিটিতে বসবাসরত কমিউনিটির প্রধান প্রধান ভাষা জানেন এমন ভাষার লোকজনের মাধ্যমে তথ্য বিনিময় করা যাবে। এরমধ্যেই বাংলাসহ প্রধান প্রধান ভাষার জন্য দোভাষী কর্মকর্তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তারা সার্বক্ষণিক এ সেবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

কমিশনার শেফার্ড তাঁর বক্তৃতায় বলেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে চলমান ঘটনার দ্রুত প্রভাব পড়ে নিউইয়র্কে। কোন দেশে কোন ঘটনা ঘটলে সেদেশের অভিবাসীদের উপর তাদের প্রভাব পড়ে, প্রতিক্রিয়া হয়। এসব মোকাবেলা করার জন্য নিউইয়র্ক পুলিশ দ্রুত কমিউনিটির সংগে সংযোগ স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এ উদ্যোগ আরও সম্প্রসারিত করা হবে বলে সভায় জানানো হয়।

বাংলাদেশ কমিউনিটি শান্তা কলোমা বার্সেলোনার অভিষেক

বকুল খান, স্পেন

মানুষ ও মানবতার কথা বলবো- এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে শান্তা কলোমার স্হানীয় অডিটরিয়মে ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবার বাংলাদেশ কমিউনিটি শান্তা কলোমা বার্সেলোনার অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আওলাদ শিকদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুরশিদ আলম বাদল, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাস মাদ্রিদ স্পেন এর কাউন্সিলর শ্রম সচিব মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি অনারারি কনস্যুলেট বাংলাদেশ দুতাবাস বার্সেলোনা স্পেন শাখার সিনিয়র রামন পেদ্রো।অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাউদ্দিন হক নেছা, শফিকুর রহমান, উত্তম কুমার, সোহেল গাজী, কামরুল মোহামেদ, সাব্বির আহমেদ দুলাল সহ সাংগঠনিক ও সাংবাদিক ব্যাক্তি বর্গ।

খুরশিদ আলম বাদল সভাপতি, মোখলেছুর রহমান নাসিম সিঃ সহ সভাপতি, বখতিয়ার রহমান সহ সভাপতি, আওলাদ শিকদার সাধারন সম্পাদক

হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ

শেখ শফিকুর রহমান

২৮ অক্টোবরে বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াতের বর্বরোচিত পুলিশ হত্যাকান্ড, প্রধান বিচারপতির বাড়ী আক্রমন হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ এবং যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন প্রশাসনকে জানান দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটন ডিসিতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং পরে হোয়াইট হাউসের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগ,নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ ও বিভিন্ন স্টেট আওয়ামীলীগের উদ্যোগে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩০ অক্টোবর সোমবার নিউইয়র্ক থেকে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড.সিদ্দিকুর রহমানের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীরা বাস যোগে গিয়ে ওয়াশিংটন ডিসিতে এ শান্তি সমাবেশ করেন। প্রথমে সরাসরি দুপুরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সামনে নেতা কর্মীরা বিভিন্ন

শ্লোগানে মুখরিত করে বেশ কিছু সময় সেখানে অবস্থান করেন।তারপর সেখান থেকে পদভ্রমনে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফের্টুন ব্যানার প্রদর্শন করে তারা ছুটে যান হোয়াইট হাউসের সামনে এবং সেখানে আবারো শ্লোগান মিছিল দিয়ে প্রকম্পিত করে তুলেন। সমাবেশ শেষে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামীলীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাথে কথা বলেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে জানান মুলত বিএনপির বর্বরোচিত হত্যাকান্ড জো বাইডেন প্রশাসনকে অবহিত করার জন্যই আমাদের এই শান্তি সমাবেশের আয়োজন করা।

এ মহাসমাবেশে অংশগ্রহন করেন নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামীলীগ, মেট্রো ওয়াশিংটন, ভার্জিনিয়া, মেরিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, সাউথ জার্সি মেট্রো, কানেকটিকাট, জর্জিয়া, ফ্লোরিডা আওয়ামী লীগ।

জাপা যুক্তরাষ্ট্র শাখার উপজেলা দিবস পালন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৩ অক্টোবর রোববার এ্যাষ্টোরিয়া বৈশাখী রেস্টুরেন্ট মিলানায়তনে সন্ধ্যা ৭ টায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় সাবেক রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ উপজেলা পরিষদ গঠন করেছিলেন। উপজেলা দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা গিয়াস মজুমদার, সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম চৌধুরী, সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক শফিউল আলম, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, সদস্য আবদুল মোতালেব, সদস্য মহসিন আলী, মহিলা সভানেত্রী ডা. নারগিস আহমেদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান। সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলে উপজেলা প্রতিষ্ঠাতা পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মানবতার কথা উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, পল্লীবন্ধু উপনিবেশ ব্যবস্থা ভেঙে সাধারণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি দপ্তরে বিসিএস কর্মকর্তা নিয়োগ করে মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। শহরের সেবা গ্রামীণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছিলেন পল্লীবন্ধু। উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ স্থাপন করে আইনি সেবা মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করেছেন পল্লী বন্ধু এরশাদ। পল্লীবন্ধু এরশাদ উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক একটি শাসন সৃষ্টি করেছিলেন।

সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব প্রণোদনার ঘোষনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বৈধ পথে বিদেশ থেকে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সোনালী ব্যাংক, প্রেরিত রেমিটেন্সের উপর, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ২.৫০% প্রণোদনার অতিরিক্ত আরও ২.৫০% প্রণোদনা প্রদানের কথা ঘোষনা করেছে।

এর ফলে সোনালী ব্যাংকের চ্যানেলে রেমিটেন্স পাঠালে প্রাপকগন বাংলাদেশে প্রেরিত টাকার উপর সরকারী প্রণোদনা সহ মোট ৫.০০% অর্থাৎ প্রতি এক হাজার টাকায় ৫০.০০ টাকা প্রণোদনা বোনাস পাবেন।

প্রণোদনা বাবদ প্রদত্ত এ অতিরিক্ত ২.৫০% সোনালী ব্যাংক নিজস্ব তহবিল থেকে বহন করবে।

উল্লেখ্য যে, এ জন্য রেমিটেন্স প্রেরককে কোন প্রকার ডকুমেন্ট জমা দিতে হবে না এবং প্রাপ্য প্রণোদনা সরাসরি গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। সোনালী ব্যাংক জানিয়েছে, ২২ অক্টোবর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং যারা এ তারিখের পর টাকা পেয়েও এখনও প্রণোদনার অর্থ পাননি, তাদের প্রাপ্য অর্থ অতি সহসাই তাদের হিসাবে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা হবে এবং যারা ক্যাশ পিক আপ করেছেন তাঁরাও এ প্রণোদনা যথানিয়মে পাবেন এবং ব্যাংকের শাখা থেকে এ বিষয়ে তাদের জানানো হবে।

স্বেচ্ছাসেবকরা শহরে ভালোবাসা ছড়িয়ে দিচ্ছে-এরিক অ্যাডামস্

এইচ বি রিতা

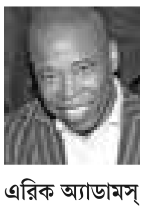

এরিক অ্যাডামস্

এ বছরের মার্চ থেকে এ পর্যন্ত, প্রায় ৩০ হাজার নিউইয়র্কবাসী শহরের মানুষদের প্রয়োজনে সাহায্য করতে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ঘন্টারও বেশি সময় দিয়েছেন। মেয়র এরিক অ্যাডামস্ এর 'স্প্রেড লাভ ক্যাম্পেইন' এ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যারা সাহায্য করেছেন, তাদের প্রতি তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ৩০ অক্টোবর সোমবার কমিউনিটি অপ:এড-এ তিনি বলেন, "স্বেচ্ছাসেবকদের আত্মত্যাগের জন্য আমাদের শহর আগের চেয়ে ভাল অবস্থানে ফিরে এসেছে। সর্বকালের উচ্চতায় পৌঁছেছে চাকরি এবং অপরাধ কমেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের নিঃস্বার্থ কাজের কারণে আমরা মহামারীর সঙ্কটময় দিনগুলি অতিক্রম করেছি। তবে, এখনো আমাদের যুবক, পরিবার এবং বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক সম্প্রদায়ের জন্য অনেক কিছু করার আছে। প্রতিটা নিউইয়র্কবাসী যদি সপ্তাহে এক ঘণ্টা করে হলেও সেবা দেন, তবে অনেক কিছু ঘটতে পারে।"

অ্যাডামস্ বলেন, "কমিনিউনিটির সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে জড়িত থাকার অনেক উপায় আছে। আপনি চাইলে একজন বয়স্ক প্রতিবেশীকে বেলচা হাতে তুষারপাত তুলে দিতে পারেন। চাইলে আপনার স্থানীয় পার্ক পরিষ্কার করে কমিউনিটিতে সাহায্য করতে পারেন। যদি আপনার সময়ের অভাব থাকে, তবে আপনি নিউ ইয়র্কবাসীদের প্রয়োজনে, কমিউনিটি অর্গানাইজেশনে খাদ্য সামগ্রী, পোশাক, স্বাস্থ্যবিধি পণ্য, প্রযুক্তিগত জিনিস সরবরাহ করতে পারেন। শীতকালে নিউইয়র্কবাসীকে উষ্ণ রাখতে আপনার অতিরিক্ত কোট বা জ্যাকেটগুলো দান করতে পারেন।"

তিনি বলেন, "বিতরণের লক্ষ্য নিয়ে গত সপ্তাহে আমরা 'এনুয়্যাল নিউইয়র্ক কেয়ারস্ কোট ড্রাইভ' চালু করেছি এবং ২ লক্ষ ৫০হাজার কোট সংগ্রহ করেছি। আপনি পুরানো বা অব্যবহৃত কোটগুলি দান করতে পারেন। নিজ এলাকার কোথায় কোটগুলো ড্রপ করবেন তা খুঁজে পেতে এই সাইটে যেতে পারেন- newyorkcares.org/coat-drive."

অ্যাডামস্ নিজেও প্রতি বুধবার, শহরের অভাবীদের জন্য খাবার বিতরণ করে থাকেন। এটি তাঁর সবচেয়ে অর্থবহ মুহূর্তগুলির মধ্যে একটি বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, "সেই কারণেই প্রতিটি নিউ ইয়র্কবাসীকে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত থাকতে সাহায্য করতে আমরা 'We <3 নিউইয়র্ক ক্যাম্পেইন' চালু করেছি। প্রতিবেশীদের সাহায্য করতে আমাদের শহরের প্রশাসনিক অফিস আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে।

সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্কের (কিউনি) সিনেটর নির্বাচিত হলেন শোয়াইব আহমেদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

দ্যা সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক-লাগুয়ার্ডিয়া সিনেট নির্বাচনে জয় লাভ করেছেন প্রফেসর শোয়াইব আহমেদ ভূঁইয়া। গত ২ থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত চলা এই নির্বাচনে মোট ভোটার ছিলেন প্রতিষ্ঠানের ২১৬১ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় পলিসি প্রণয়ন ও বাজেট নির্ধারণ সিনেটের প্রধান কাজ।

নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সিনেটর-এট-লার্জ নির্বাচিত হলেন এই বাংলাদেশি-আমেরিকান। উল্লেখ্য, সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক, আমেরিকার সবচেয়ে বড় আরবান- পাবলিক ইউনিভার্সিটি। যেখানে বিশ্বের প্রায় ১৪২ দেশের ২ লাখ ৭৫ হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ টি ক্যাম্পাসে পড়াশুনা করেন। কিউনির প্রফেসর ও এলামনাইরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত ১৪ টি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ।

প্রফেসর শোয়াইব কিউনি ছাড়াও পেস ইউনিভার্সিটি ও কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সের এডজাঙ্কট প্রফেসর হিসেবে অধ্যাপনা করছেন। তাছাড়া তিনি বাচ্চাদের ক্লোথিং ফ্যাশন লাইন 'কটনি' (Cottony) এর সিইও। এর আগে বাংলাদেশে তিনি জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল এর সেক্রেটারি, রোটারি ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও ইথিক্স ক্লাব বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশে ব্যবসায়-সফল বিজ্ঞাপনী সংস্থা এড রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠাতা সিইও ছিলেন তিনি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম মহাকাব্য নিখিল রায়ের

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'শেখ মুজিবের বাংলায়' (In the Bengal of Sheikh Mujib)'-এর প্রকাশনা উৎসব পালিত হলো। অনুষ্ঠানে কোন সভাপতি বা প্রধান অতিথি ছিলেন না, উপস্থিত সবাইকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে ঘোষণা করা হয়। 'শেখ মুজিবের বাংলায়' মহাকাব্য-র মোড়ক উন্মোচন করেন উপস্থিত সকল মুক্তিযোদ্ধা। কবিকে সম্মান জানাতে মঞ্চে শুধুমাত্র মহাকাব্যের রচয়িতা নিখিল রায় উপবিষ্ট ছিলেন। অনুষ্ঠানটি হয় ২৭শ অক্টবর শুক্রবার জ্যাকসন হাইট্সের নবান্ন পার্টি সেন্টারে। ব্যতিক্রমী এ অনুষ্ঠানটি আমেরিকান ষ্টাইলে সফল উপস্থাপন করেন আশরাফুল আলম বুলবুল।

এ মহাকাব্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন ওবায়দুল্লাহ মামুন এবং শিতাংশু গুহ। ওবায়দুল্লাহ মামুন বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম মহাকাব্য, ধন্যবাদ কবিকে। তিনি অসীম সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। মহাকাব্যের সবকিছুই এতে আছে, সমালোচনার জায়গা প্রচুর। অনেক ঘটনা কবি হয়তো ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছেন। শিতাংশু গুহ বলেন, আমি কবিতা বুঝিনা, কিন্তু কবি নিখিল রায়ের মহাকাব্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। কারণ, একজন বাঙ্গালী হিসাবে মহাকাব্যের মহানায়ককে আমি চিনি। 'মুজিবের জীবনী মানে পুরো বাংলার সংগ্রামী ইতিহাস, মহাকাব্যে তাই উঠে এসেছে। কবি তাঁর মহাকাব্যে বঙ্গবন্ধুকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সাঁজিয়েছেন, এবং তাঁর বর্ণনায় কল্পকাহিনী স্থান পায়নি।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, কবি নিখিল রায় চেষ্টা করেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বইটি উপহার দিতে পারেননি, যদিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, কনসাল জেনারেল, এবং ক'জন নেতাকে তিনি বইটি দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা ড: মহসীন আলী, মুক্তিযোদ্ধা খুরশিদ আলম বাবলু, মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য্য, মুক্তিযোদ্ধা নুরুল আমিন, আরো অনেকে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, নবেন্দু দত্ত, আইরিন পারভীন, ড: দ্বিজেন ভট্টাচার্য্য, খান শওকত; টি, মোল্লা, হাকিকুল ইসলাম খোকন, সুশীল সাহা প্রমুখ।

সর্বশেষ কবি নিখিল রায় তার বক্তব্যে কেন তিনি এ মহাকাব্য লিখতে উৎসাহী হলেন তাঁর বিশদ ব্যাখ্যা দেন, তাঁর মতে বাঙ্গালী রচিত রামায়ণ, মহাভারত, বিষাদসিন্ধু, মেঘনাদবধ মহাকাব্য হলেও এর মহানায়করা সবাই অবাঙ্গালী। তিনিই প্রথম বাঙ্গালী যিনি একজন বাঙ্গালী মহানায়ক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মহাকাব্য রচনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি কতটা পেরেছি তা ভবিষ্যৎ বলবে, তবে আমি চেষ্টা করেছি। অনুষ্ঠান শেষে মনিকা রায় চৌধুরী, শাহ মাহবুব ও সবিতা দাস সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ সমিতি, মাদ্রিদের নতুন কমিটি

জিয়াউল হক জুমন, স্পেন প্রতিনিধি

বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ সমিতি, স্পেন- মাদ্রিদ এর পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে , রাজধানী মাদ্রিদের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে ৩১ অক্টোবর সোমবার রাতে এ সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সংগঠনের আহবায়ক গোলাম মোস্তফা জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মুমিনুল ইসলাম স্বাধীন এর সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন, আবুল কালাম যুবরাজ , বাবুল আহমেদ, মোঃ সেলিম , মোঃ গুলজার হোসেন ,শামসুজ্জামান (শামসু), সহ বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ সমিতির আনশিকক কমিটি ঘোষণা করেন, সংগঠনের আহবায়ক ও সদস্য সচিব, বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ সমিতির নবনির্বাচিত

সভাপতি পিয়ার হোসেন সৌরভ, সিনিয়র সহ সভাপতি মো:স্বপন হোসেন, সহ সভাপতি মো: রাজু, মো: সানোয়ার, মো: সেলিম হাওলাদার , সাধারন সম্পাদক মো: রাজু মিয়া, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক মাকসুদ সর্দার সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মো: গোলাম হাবিব সুমন, কোষাধ্যক্ষ মো: মহি উদ্দিন, ক্রীড়া সম্পাদক রতন হোসেন।

ঢাবি এলামনাই এসোসিয়েশনের নির্বাচন কমিশন গঠন

উত্তর আমেরিকা অফিস

১০ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সাইদা আক্তার লিলির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক গাজী সামসউদ্দিনের পরিচালনায় জ্যামাইকা ষ্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে কার্যকরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কার্যকরী কমিটি ২০২৪-২০২৫ নির্বাচনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়, তারা হলেন চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল সিদ্দিকী, ডেপুটি চেয়ারম্যান খোরশেদ চৌধুরী এবং ডেপুটি চেয়ারম্যান ড. মোঃ আরিফ। নির্বাচনের তফসিল অচিরেই ঘোষনা করা হবে। কার্যকরি পরিষদ আগামী ১৯ নভেম্বর রোববার রাত ৮ টার মধ্যে সংগঠনের নির্দিষ্ট ফরম পূরন করে সদসপদ গ্রহন/নবায়ন করে ভোটার হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এলামনাই এসোসিয়েশন।

নিউইয়র্কে আমেরিকা-বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের অভিষেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) জটিলতা নিরসনে কাজ করছে সরকার । প্রবাসীদের এনআইডি সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিতভাবে জানানো হয়েছে । আশা করি দ্রুত সময়ের মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের এ সমস্যা সমাধান করা হবে।

ব্রুকলিনের ওসা স্কুলের হলরুমে আমেরিকা-বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরাম (এবিএসএফ) এর ২০২৩-২৪ সালের নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসের কাউন্সিলর ইসরাত জাহান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এ সভায় সংগঠনের দুই বছরের জন্য ৯ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়।

বিশিষ্ট কলামিস্ট সামসুউদ্দীন আজাদের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহীন হাওলাদারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারের সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আবুল হাসেম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি লিডার মামুনুর রশীদ মামুন , কমিউনিটি লিডার জাহাঙ্গীর আলম, ব্যবসায়ী সোলতান আহম্মেদ, ব্যবসায়ী মোহাম্মদ পারভেজ, ওয়া স্কুলের সত্বাধিকারি ইয়াসের আরাফাত সহ প্রমূখ। পূর্ণাঙ্গ এই কমিটির এস এ টিভি'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি শরীফ উদ্দীন সন্দ্বীপি কে সভাপতি এবং একুশে টিভি সিনিয়র রিপোর্টার আউয়াল চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক পদে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত

কমিউনিটির অন্যরা হলেন, সহ সভাপতি পদে জাগো নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার মুরাদ হোসেন , যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে বিজনেস পোষ্টের নিজস্ব প্রতিবেদক শাহীন হাওলাদার,কোষাধ্যক্ষ পদে এ টি এন বাংলার সাংবাদিক আলমগীর কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে (আবু সায়েম),প্রচার সম্পাদক পদে জাফর উল্যাহ (যুগান্তর) এবং কার্যনির্বাহি পদে মাজহারুল ইসলাম (জয়যাত্রা) ও কামরুল ইসলাম ।

অনুষ্ঠানে ইসরাত জাহান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যে কয়েকটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে তার অন্যতম রেমিটেন্স বা প্রবাসীদের পাঠানো আয়। সম্প্রতি আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসীরা বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন। তাদের কস্টার্জিত অর্থ বাংলাদেশের উন্নয়নের সহায়ক হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রবাসীদের সুবিধা অসুবিধা দেখা আমাদের দায়িত্ব। সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কনসুলার অফিসে সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজনে কাজে এসে কেউ যাতে ভোগান্তির শিকার না হয় সেদিকে আমরা সর্বদা সচেষ্ট। সেবার মান আরো কিভাবে বাড়ানো যায় সে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকার কাজ করছে বলে জানান তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ আবুল হাসেম বলেন, নিউইয়র্কে দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বসবাস করছে। সাংবাদিকরা সঠিক তথ্য তুলে ধরে সংবাদ প্রকাশ করা তাদের নৈতিক দায়িত্ব। তারই অংশ হিসেবে ব্রুকলিনে প্রবাসীদের সুখ দুখ তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন ইসলামিক কর্মকান্ডের সংবাদ প্রচার করার আহ্বানও জানান তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন,তিন অর্থবছর থেকেই সৌদি আরবের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স পাচ্ছে বাংলাদেশ । প্রবাসীদের এসব অবদানের কথা বিভিন্ন মিডিয়ায় আমরা দেখছিনা। বর্তমানে সাংবাদিকতার নামে অপসাংবাদিকতা চলছে। হলুদ সাংবাদিকতা করার ফলে এ পেশার সম্মান দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমরা চাই আমারিকা বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরামের আত্নপ্রকাশের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব বজায় রাখবো। বাংলাদেশ কমিউনিটির একটি বিরাট অংশ নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বসবাস করে। তাদের সুখ দুঃখ সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করবে আমেরিকা-বাংলাদেশ সাংবাদিক ফোরাম (এবিএসএফ) ।

মিট অ্যান্ড গ্রিট অনুষ্ঠানে '১৯৭১ সেই সব দিন' সিনেমার কলাকুশলীরা

ভার্জিনিয়া

মো. মোস্তাফিজুর রহমান

যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়াতে সিনেমা প্রচারণায় ১৯৭১ সেই সব দিন এর কলাকুশলীরা।

১৯৭১ সেই সব দিন- সিনেমার টাইটেলটা শোনা মাত্রই আমরা যেন ভাবনার জগতে ডুবে যায়। ৭১ এর পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে শুরু করে ৭১ এর পরবর্তী প্রজন্ম সবার মাঝেই ফুটে উঠে ৭১। তবে ভাবনার জগৎ প্রতিটি মানুষেরই ভিন্ন, ভিন্ন আঙ্গিকে মানুষ একাত্তরকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। সিনেমার কাহিনী লেখক ও পরিচালক তার সিনেমায় ১৯৭১ এর গল্পকে নতুন প্রজন্মের কাছে তাদের ভাবনার আদলে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন অভিনয় শিল্পী তারিন জাহান।

গত ২৯ অক্টোবর রোববার ভার্জিনিয়ার স্টারলিংয়ে ক্লব রেস্টুরেন্টে বেঙ্গল ইভেন্টের সহযোগিতায় উত্তর আমেরিকায় বাংলা সিনেমার পরিবেশক বায়োস্কোপ ফিল্মস আয়োজন করেছে '১৯৭১ সেই সব দিন'এর প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান। এবারই প্রথম বাংলা সিনেমাকে আমেরিকায় বসবাসরত দর্শকদের কাছে প্রচার করার জন্য সিনেমার পরিচালক ও কাহিনী রচয়িতা হৃদি হক, প্রযোজক ও সহকারী পরিচালক কামরুজ্জামান রনি, অভিনেতা লিটু আনাম, সাজু খাদেম এবং অভিনেত্রী তারিন জাহান আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রচার কাজ শুরু করেছেন। এ ধরনের প্রচার মূলত আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটি বিবেচিত হয়েছে দেখে

আগামী ৫ নভেম্বর ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সের সিনেমা আর্টস থিয়েটারে বিকেল ৪ঃ১৫ তে প্রচারিত হবে ১৯৭১ সেই সব দিন।

উপস্থিত দর্শকরা তাদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রচারনা অনুষ্ঠানে পরিচালক হৃদি হক বলেন, তার বাবা ইনামুল হকের লেখা গল্প থেকে অনুপ্রানিত হয়ে, নতুন প্রজন্মের কাছে ১৯৭১ এর গল্পগুলোকে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি। তিনি আরো বলেন, সিনেমাটি তৈরিতে কোনও ধরনের পুরোনো ক্লিপস ব্যবহৃত হয়নি। শুরু থেকে শেষ অবদি চিত্রায়িত করা হয়েছে, গল্পের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী স্পট সাজানো হয়েছে। গল্পটি যেন নতুন প্রজন্মের কাছে ১৯৭১ কে নতুন করে উজ্জীবিত করে তুলে সে বিষয়টি মাথায় রেখে প্রজন্মগত যে চিন্তা শক্তির ব্যবধান এর সবকিছুই একটি ফিউশন আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

অভিনেতা সাজু খাদেম বলেন, নির্মাতা হিসেবে সিনেমা জগতে হৃদি হকের প্রথম পদক্ষেপ হলেও তার কাজ অনেক নিপুন। তিনি সিনেমাটি নির্মানের জন্য দীর্ঘ ৫ বছর ধরে গবেষনা করে বছরের উপর সময় নিয়ে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি আরও বলেন, অভিনয় করার পূর্বে আমরা অনেকেই কিছু কিছু কাহিনী নিয়ে শংকিত ছিলাম যে, কি করে চিত্রায়িত করা হবে। কিন্তু হৃদি সেটি সাবলীলভাবেই করে দেখিয়েছেন এ ধরনের কঠিন বিষয়টিও পর্দায় তুলে আনা সম্ভব।

আমেরিকায় বাঙ্গালীদের নতুন প্রজন্ম ভাষাগত জটিলতায় বাংলা সিনেমা দেখতে আগ্রহী নাও হতে পারে। সে বিষয়ে সিনেমাটি তাদের কাছে প্রদর্শনের জন্য কি ব্যবস্থা রয়েছে জানতে চাওয়া হলে অভিনেতা লিটু আনাম বলেন, প্রথমত, অভিনয়ের যে নিজস্ব ভাষা রয়েছে তা সবার কাছেই গ্রহনযোগ্য। তারপরও সিনেমাটিতে সাবটাইটেল রয়েছে। তিনি এটিও উল্লেখ করেছেন, ব্যক্তিগতভাবে তিনি সাবটাইটেলের পক্ষে নন। তিনি মনে করেন সাব টাইটেল পরতে গিয়ে অনেক সময় সিনেমার মূল কনসেপ্ট থেকে দূরে সরে যাওয়া হয়। তার চেয়ে অভিনয়কে লক্ষ্য করলে গল্প ভাল বুঝা সম্ভব।

বায়োস্কোপ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউশনের কর্নধার রাজ হামিদ ও রুবানা রশিদ সবার সামনে উত্তর আমেরিকায় নানা প্রতিকুলতা অতিক্রম করে বাংলা সিনেমা প্রচারের কাজ কিভাবে করে যাচ্ছেন তা তুলে ধরেন। তারা বলেন, আমরা এ কাজটি করছি কেবল মনের ভেতরে দেশের প্রতি যে টান অনুভব করি সেটিকে মূল্যায়ন করার জন্য। তারা আরো বলেন, আমরা জানি, আমাদের মত সব বাঙ্গালীরা সেটি অনুভব করেন। তাই সিনেমা দেখতে আসুন। আমরা সবাই মিলে ফিরে যাই সেই ১৯৭১ এর দিনগুলোতে। আগামী ৫ নভেম্বর ভার্জিনিয়ার ফেয়ারফ্যাক্সের সিনেমা আর্টস থিয়েটারে বিকেল ৪ঃ১৫ তে প্রচারিত হবে ১৯৭১ সেই সব দিন।

সবশেষে তারিন জাহান ও কামরুজ্জামান রনি 'যাচ্ছো কোথায়' গানটি গেয়ে শুনানোর পর বাংলা ইভেন্টের কর্নধার ও ভার্জিনিয়ায় সিনেমাটি প্রদর্শনের আয়োজক তারেক মেহেদি সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

ঢাকায় আর্ন্তজাতিক শেফ উৎসবে যোগ দিলেন শেফ খলিল

ঢাকা ডেস্ক

খলিল বিরিয়ানীর কর্ণধার খলিলুর রহমান ঢাকায় অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক শেফ উৎসবে যোগ দিলেন । ২০ অক্টোবর ঢাকার শেরাটন হোটেলে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রুনাই এর ঢাকাস্থ হাই কমিশনার হাজি হারিস বিন হাজি ওথম্যান। শেফ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তা ছিলেন নিউইয়র্কের খলিল ফুড ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান। উল্লেখ্য ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফেডারেশনের অন্যতম উপদেষ্টাও তিনি। অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা হিসেবে খলিলুর রহমান তার দীর্ঘ পথ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনও শেফরা সামাজিক পর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে অথনৈতিক নিশ্চয়তা পায় নি। অথচ উন্নত বিশ্বে শেফদের মর্যাদাশীল পেশা হিসেবে গন্য করা হয়। অনেক উচ্চ বেতনে শেফরা মাথা উচুঁ করে কাজ করছেন। এ পেশাকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রেই শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে শেফ হিসেবে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তির 'কুলিনারি স্কুল ও কলেজ'। বাংলাদেশেও সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। আশার কথা হচ্ছে, বর্তমানে অনেক ইয়ং ছেলেমেয়েরা এ পেশার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। আগামীতে হসপিটালিটি

ম্যানেজমেন্ট তথা শেফ পেশা অনেকদূর এগিয়ে যাবে। বর্হিবিশ্বে অনেক শেফ করপোরেট সিইওদের সমান পরিমান অর্থ আয় করেন। বাংলাদেশেও বাবা মা'রা একদিন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারের মতো ছেলেমেয়েদের শেফ স্কুলে পাঠাবেন।

খলিলুর রহমান

খলিলুর রহমান তার দীর্ঘ পথ চলার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখনও শেফরা সামাজিক পর্যাদা ও কর্মক্ষেত্রে অথনৈতিক নিশ্চয়তা পায় নি।

শেফ ফেডারেশন অব বাংলাদেশ এর সভাপতি শেফ জহির খানের সভাপতিত্বে এ উৎসবে প্রায় ৭শ শেফ অংশ নেন। অতিথি ছিলেন ৩ শতাধিক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মোঃ বোরহান খান।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির শীত বস্ত্র বিতরণ

উত্তর আমেরিকা অফিস

করোনায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নিউইয়র্কে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর এস্টোরিয়ায় মাইগ্র্যান্ট ও এসাইলাম সেইকারসহ বিভিন্ন কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষের মাঝে বিনামূল্যে এসব শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দীনের পরিচালনায় এবং সভাপতি সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে এসময় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, সালেহ চৌধুরী, সহ-সভাপতি কয়েস আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মইনুল হক চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, প্রচার সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, সদস্য ফয়ছল আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট শমশের আলী, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির উপদেষ্টা তোফায়েল চৌধুরী প্রমুখ। অ্যাপেলো ইন্সুরেন্স ব্রোকার্স'র শমসের আলী এই আয়োজন স্পনসর করেছেন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান, প্রায় চার শ লোকের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। তিনি জানান, করোনা মহামারি শুরুর পর থেকে এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে করোনা ক্ষতিগ্রস্ত বিপুল সংখ্যক পরিবারের মধ্যে গ্রোসারি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সাহিত্য একাডেমির সভায় আসাদ চৌধুরীকে স্মরণ

পলি শাহীনা

আলোচনা, আবৃত্তি ও স্বরচিত পাঠের মধ্য দিয়ে ২৭ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায়, জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো 'সাহিত্য একাডেমি নিউইয়র্ক'র মাসিক সাহিত্য আসর। পুরো আসর পরিচালনায় ছিলেন একাডেমির পরিচালক মোশাররফ হোসেন। আসরের শুরুতেই সদ্য আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে চলে যাওয়া কবি আসাদ চৌধুরীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

এবারের আসরে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত লেখক ও মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী। আলোচনার শুরুতে তিনি বলেন, কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, তাঁর স্নেহভাজন হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি ছাত্র রাজনীতি করতাম। স্বাধীনতা, মুক্তি সংগ্রাম বিষয়ক কবিতা আমাকে আকৃষ্ট করতো। কবি শামসুর রহমান, কবি নির্মলেন্দু গুণের মতো আসাদ চৌধুরীর রাজনৈতিক কবিতাগুলো আমাকে আকৃষ্ট করতো। ঢাকার বইমেলা, আমেরিকা, কানাডা সহ আমার বাসায় তাঁর সঙ্গে প্রচুর আড্ডা হয়েছে, এবং তাঁকে আরও গভীরভাবে জানার সুযোগ পেয়েছি। আমার কাছে তিনি একজন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক। বাংলা ভাষায় সাহিত্য যতদিন থাকবে আসাদ চৌধুরী ততদিন আমাদের মাঝে চির জাগরুক থাকবেন। তিনি একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরুষ্কার সহ অন্যান্য আরও পুরষ্কার পেয়েছেন। আশা করি তিনি মরনোত্তর স্বাধীনতা পুরষ্কারও পাবেন।

তিনি বলেন, আজ সাহিত্য একাডেমিতে এসে খুব আরাম বোধ করছি। কারণ, এখানে সব লেখক ও সাহিত্যপ্রেমী রয়েছেন। আমার লেখালেখি মূলত মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। আমার গ্রন্থসংখ্যা তেইশটি। কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আমরা দেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করেছি, আমাদের কোন সাপ্লাই লাইন ছিল না। আমার উপর দায়িত্ব ছিল ভারতে গিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করা, এটা খুব রিস্কি ছিল। এই চ্যালেঞ্জটা ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকারে হাঁটার মতো। দুই সপ্তাহ শেষে দেড়শো মাইল পথ অতিক্রম করে প্রথম বার অস্ত্র সংগ্রহ করি। অস্ত্রগুলো হাতে পেয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা মহাখুশি হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে যেমন বিজয়ের আনন্দ ছিল তেমনি বিপন্নতাও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাই লিখেছি আমার বইয়ে। আমার বইগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে রয়েছে। আপনারা এবং আপনাদের ছেলেমেয়েরা যদি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা জানতে চান, আমার বইগুলো পড়লে জানতে পারবেন।

প্রবীন সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ সাম্প্রতিক গাজা প্রসঙ্গে বলেন, মনুষ্যত্ব, মানবতা এই দুটি শব্দ এখন আর ব্যাবহার করা যাবে না! পাশ্চাত্যে থেকেও আমরা আজ স্বাধীন না! ১৯৭১ সালে বর্বরতা দেখেছি, হিটলারের বর্বরতা দেখেছি। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবচেয়ে বর্বর প্রাণী আমরা!

জাতিসংঘের একটি সাংবাদিক কর্মশালায় ২০১১ সালে গাজা ভ্রমণের কথা বর্ণনা করে লেখক হাসান ফেরদৌস বলেন, সারাহ নামের মেয়েটির কথা এখনো বেশ মনে আছে। সে কিছুটা আড়ষ্ট, অজ্ঞাত কোন দ্বিধায় কুঁকড়ে ছিল। একদিন লেগেছিল সেই ভাব কাটিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে। সারাহ বলেছিল, ' আমি এখান থেকে বেরোতে চাই। আমি আরও পড়তে চাই। বুক ভরে শ্বাস নিতে চাই। আর হামাস নয়, শান্তি চাই। ' তিনি বলেন, ফিলিস্তিন- ইসরায়েলের মধ্যে সংঘাত চলছে প্রায় ৭৫ বছর ধরে। আমি জানি, সারাহ এখনো মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস গ্রহণের অপেক্ষায়। তাঁর জন্য, তাঁর মতো অসংখ্য ফিলিস্তিনির জন্য আশায় বুক বাঁধা ছাড়া আর কী পথ আছে!

ঠিকানা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান বলেন, শারীরিক অবস্থা একদম ভালো নয়, তবুও সাহিত্য একাডেমিতে এসে ভালো লাগছে। সারা জীবন যুদ্ধের বিপক্ষে ছিলাম, এবং শান্তির পক্ষে স্লোগান দিয়েছি, এখনও দেব।

লেখক, সাংবাদিক এবং প্রবীন সম্পাদক মনজুর আহমেদ বলেন, কবি আসাদ চৌধুরী আমার বাল্যবন্ধু ছিল, ১৯৬০ সাল হতে আসাদ আমার বন্ধু। আমরা একই সংগঠনে সাহিত্য চর্চা করতাম। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে যে সকল উর্দু কবি বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন আসাদ তাঁদের অনেকের কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছে। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

কবি কাজী আতীক বলেন, প্রকৃতিতে হেমন্ত চলছে, কিন্তু হেমন্তের কবিতা লিখতে বসলে মন, কলম অন্যদিকে চলে যায়। এমন এক আদিম আধারে ডুবে আছি আমরা। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

লেখক কুলদা রায় বলেন, গল্পের মধ্যে যেমন কবিতা থাকে, কবিতার মধ্যেও গল্প থাকে। আমি গল্পকার হলেও কবিতা পড়ি, এবং আমার অনেক প্রিয় কবি আছেন। কবি শব্দ নিয়ে খেলা করেন। কবিতা হলো শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা। তিনি উৎপল কুমার বসুর একটি কবিতা পাঠ করেন।

সাঈদা উদিতা বলেন, সাহিত্য একাডেমিতে এলে মনে হয় আমার ভাষাটা যেন এখানে উপস্থিত সকলে বুঝতে পারেন, বোঝার চেষ্টা করেন। তিনি ফিলিস্তিনি কবি মাহমুদ দারবিশের একটি কবিতা পাঠ করেন।

এবারের আসরে কবি আসাদ চৌধুরীর কবিতা আবৃত্তি করেন তাহরীনা পারভীন প্রীতি, এবং কবি শামসুর রহমানের কবিতা আবৃত্তি করেন পারভীন সুলতানা।

আসরে স্বরচিত কবিতা, ছড়া ও লেখা পাঠ করেন, নীরা কাদরী, এ.বি.এম সালেহ উদ্দিন, মৃদুল আহমেদ, মিনহাজ আহমেদ, বেনজির শিকদার, ফারহানা হোসেন, সুরীত বড়ুয়া, রিমি রুম্মান, মনিজা রহমান, সবিতা দাস, জেবুন্নেসা জ্যোৎস্না, লুৎফা শাহানা, সুমন শামসুদ্দিন, সুলতানা ফেরদৌসী, রাজিয়া নাজমী, জুঁই ইসলাম, সুমা রোজারিও, পলি শাহীনা প্রমুখ।

আসরে উপস্থিত ছিলেন, জিনাত নবী, ফেরদৌস সাজেদীন, রেখা আহমেদ, হুসনে আরা, রানু ফেরদৌস, আদনান সৈয়দ, রাহাত কাজী শিউলি, আবু সায়ীদ রতন, শুক্লা রায়, নাসির শিকদার, ফরহাদ হোসেন, আকবর হায়দার কিরণ, শহীদ উদ্দিন, মোহাম্মদ সাঈদ, আমিরুল ইসলাম কামাল, রুপা খানম, আকলিমা রানা চৌধুরী, স্বপ্ন কুমার, ইমাম চৌধুরী, মিয়া জাকির, মাহফুজুর রহমান, আলভান চৌধুরী, আবু রায়হান প্রমুখ।

সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহ আগামী আসরের আমন্ত্রণ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানেন মোশাররফ হোসেন।

ইসরায়েলকে তহবিল দেওয়ার শুনানিতে ব্লিঙ্কেনকে বাধা দিলেন যুদ্ধ–বিরোধীরা

উত্তর অনলাইন ডেস্ক

মার্কিন সিনেটে শুনানির সময় আজ মঙ্গলবার দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে বাধা প্রদান করেছেন যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভকারীরা।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিনেটে শুনানির সময় অসংখ্য মানুষের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক নারী 'এখনই যুদ্ধবিরতি' বলে চিৎকার শুরু করেন। সে সময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিঙ্কেন এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন হোয়াইট হাউসের ১০৬ বিলিয়ন ডলার জাতীয় নিরাপত্তা তহবিল অনুমোদনের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন। এই অর্থের মধ্যে হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে সহযোগিতা করার জন্য ১৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়—বাধার মুখে একাধিকবার সাক্ষ্য থামিয়ে দিতে বাধ্য হন ব্লিঙ্কেন। একপর্যায়ে ক্যাপিটল হিলের পুলিশেরা ওই কক্ষ থেকে বিক্ষোভকারীদের বের করে দেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ডার্কসেন সিনেট অফিস ভবনের ভেতরে অবৈধভাবে বিক্ষোভ করার জন্য ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারা শুনানিতে বাধা দিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন যুদ্ধবিরোধী গ্রুপ কোডপিঙ্ক-এর সঙ্গে যুক্ত। তারা ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছে।

গোলাপি পোশাক পরা বিক্ষোভকারীদের অনেকেই 'গাজা অবরোধে না' স্লোগান লেখা ফেস্টুন প্রদর্শন করেন।

যুদ্ধ বিরোধী সংগঠন কোডপিঙ্ক নিশ্চিত করেছে যে, তাদের বেশ কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের অনেকেই রক্তের প্রতীক হিসেবে হাতের তালু লাল রং করে এসেছিলেন।

এদিকে ব্লিঙ্কেন তার বক্তব্যের শেষে প্রতিবাদকারীদের আবেগের প্রতি সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই নাগরিক জীবন রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা সবাই এর অবসান দেখতে বদ্ধপরিকর।'

তবে ব্লিঙ্কেন এটাও যোগ করেছেন যে—মিত্রদের পাশে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশিদের ভিসা দেওয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ওমানের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাংলাদেশি নাগরিকদের সব ধরনের ভিসা দেওয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে উপসাগরীয় দেশ ওমান। গতকাল মঙ্গলবার ওমান সালতানাত এই সিদ্ধান্ত নেয় এবং দেশটির রয়্যাল পুলিশ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ওমানের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ওমানের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

ওমানের রয়্যাল পুলিশ জানিয়েছে, ওমানের রাজকীয় এই নির্দেশনা গতকাল মঙ্গলবার থেকেই কার্যকর হয়েছে।

রয়্যাল ওমান পুলিশের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পর্যটক ও ভ্রমণ ভিসার যেসব বিদেশি ইতিমধ্যে ওমানে এসেছেন, তাঁদের জন্য 'ভিসা পরিবর্তন' কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এর আগে পর্যটন ও ভ্রমণ ভিসায় ওমানে এসে প্রবাসীরা কর্মী ভিসা নিতে পারতেন। এই সুবিধা স্থগিত হওয়ায় এ রকম যাঁরা ওমানে অবস্থান করছেন, তাঁদের দেশে ফিরে কাজের ভিসা নিয়ে আবার ওমানে ফিরতে হবে বলে জানিয়েছে আরওপি।

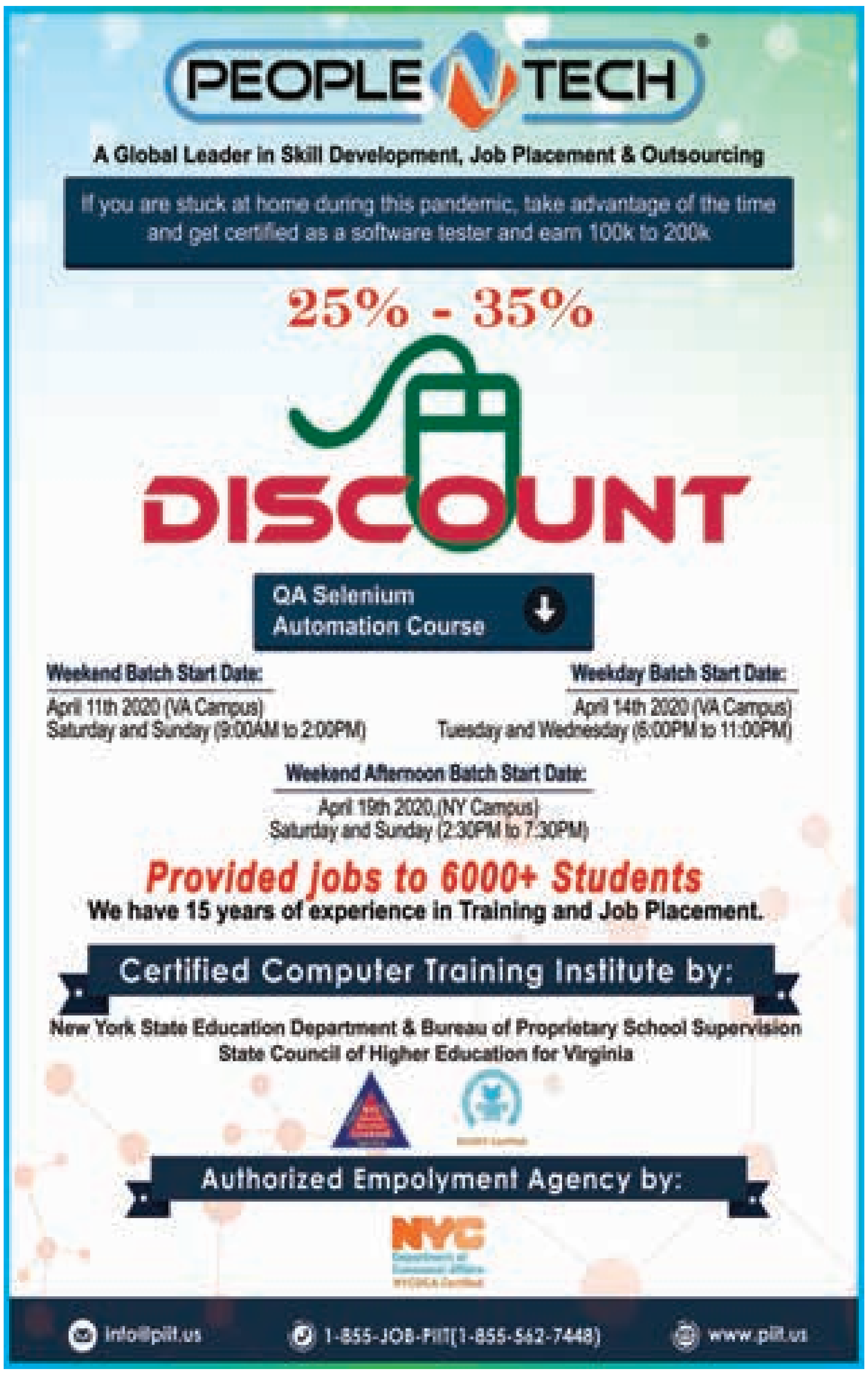
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020 (NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহঃ
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ন ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহঃ
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনশন

উত্তর আমেরিকা অফিস

উৎসাহ-উদ্দীপনায় সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (এসওএমসিএএ) অব নর্থ আমেরিকা'র নবম কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী ২০২৪-২০২৫ সালের জন্য নতুন কার্যকরী পরিষদ ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ডা. রোকাইয়া চৌধুরী এবং জেনারেল সেক্রেটারি মনোনীত হয়েছেন ডা. শফিকুল হক চৌধুরী। ২৯ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের আগ্রা প্যালেসে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সংগঠনটির বিপুল সংখ্যক সদস্য যোগ দেন। তাদের সাথে দেশের অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের একাধিক এলামনাই যোগ দেয়ায় কনভেনশনটি প্রবাসী বাংলাদেশি ডাক্তারদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

ব্যতিক্রমী এই কনভেনশনের মূল আকর্ষণ ছিল ছিল অব নর্থ আমেরিকার নতুন কমিটি ঘোষনা এবং বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ন্যান্সীর একক সঙ্গীত। কনভেনশনের কো-কনভেনর ডা. মোহাম্মদ মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ডা. জুন্নুন চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কনভেনর ডা. মুহাম্মদ সাদুজ্জামান চৌধুরী। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ভরপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. রোকাইয়া চৌধুরী। পরবর্তীতে আগামী দুই বছরের জন্য নতুন কমিটি ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ডা. ইবরুল চৌধুরী। তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশনের অপর দুই সদস্য ছিলেন ডা. মহিবুর চৌধুরী ও ডা. এহতেশামুল তালুকদার (মুকুট)।

নতুন কমিটি ঘোষণার আগে নির্বাচন কমিশনের চেয়ারম্যান ডা. ইবরুল চৌধুরী বলেন কমিশনের কাছে একটি প্যানেল জমা হওয়ায় এবং কোন পদের বিপরীতে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা না পড়ায় যারা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তারদেরকেই আগামী দুই বছরের (২০২৪-২০২৫) জন্য নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। পরে তিনি নির্বাচিতদের শপথ বাক্য পাঠ করান। নির্বাচিতরা হলেন, সভাপতি ডা. রোকাইয়া চৌধুরী, সহ সভাপতি ডা. মোহাম্মদ হোসেন (নিউইয়র্ক), জেনারেল সেক্রেটারি ডা. শফিকুল হক চৌধুরী (নিউইয়র্ক), কোষাধ্যক্ষ ড. এমাদ ইউ আহমেদ (জর্জিয়া), সাংস্কৃতিক সম্পাদক- ডা. মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন (মিন্টু), কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে ডা. শামসুল হাসান জায়গীরদার (কানাডা), ডা. মুসতাক এ বড়ভূইয়া (নিউইয়র্ক) ও সিনা ইবনে আলম (ফ্লোরিডা)।

পরবর্তীতে নবনির্বাচিত সভাপতি ডা. রোকাইয়া চৌধুরী তার বক্তব্যে নতুন দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা কামনার পাশাপাশি নর্থ আমেরিকায় বসবাসকারী এসওএমসিএএ'র সকল এলামনাইদের সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি এবারের কনভেনশন সফল করতে যারা বিশেষ সহযোগিতা করেছেন তাদের নাম উল্লেখ করে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে ছিলো জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী ন্যান্সীর একক সঙ্গীতানুষ্ঠান। এতে শিল্পী ন্যান্সী অনুরোধের গান ছাড়াও তার কয়েকটি পছন্দের গান পরিবেশন করে উপস্থিত ডাক্তার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মুগ্ধ করেন। ন্যান্সী তার গানের ফাঁকে ফাঁকে তার বাবার চাওয়া ডাক্তার না হয়ে শিল্পী হওয়ার গল্পসহ জীবনের বিভিন্ন কাহিনি সংক্ষেপে তুলে ধরেন। উপস্থিত সকলে তার গান ও কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেন। ন্যান্সীর গানের আগে কয়েকজন ডাক্তার একক ও যৌথভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এই পর্বে বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতায় ছিলেন নিউইয়র্কের জনপ্রিয় 'মাটি ব্যান্ড'র শিল্পীরা।

বিশ্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ পিটকেয়ার্ন, মানুষ মাত্র ৪৭ জন!

রোমেনা রোজী

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে - সবচেয়ে সুন্দর করুণ'- লিখেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। 'সুন্দর করুণ' শব্দযুগল আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে নির্জন এক স্থানের ছবি, যেখানে জনমানবহীন প্রান্তরে থেকে থেকে দোলা দিয়ে যায় উদাসী বাতাস।

পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গা আছে যার রহস্য হাজার বছর পেরিয়ে গেলেও সমাধান হয়নি। এমনই একটি দ্বীপ রয়েছে, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে প্রশান্ত মহাসাগর। সাগরের মাঝে ছোট্ট জায়গা করে নিয়েছে সে। এই ভাবেই মহাসাগরের বুকে মাথা উঁচু করে নিজের অস্তিত্ব ধরে রেখেছে বিশ্বের অন্যতম বিচ্ছিন্ন দ্বীপ পিটকেয়ার্ন।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে আগ্নেয় শিলা দিয়ে তৈরি চারটি দ্বীপ রয়েছে। এই দ্বীপগুলি হল পিটকেয়ার্ন, হেন্ডারসন, ডুসি এবং ওয়েনো। এর মধ্যে একমাত্র পিটকেয়ার্নেই মানুষের বাস রয়েছে।

বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপ পিটকেয়ার্ন নিয়ে জনমানসে কৌতূহলের অন্ত নেই। পিটকেয়ার্ন দ্বীপের মধ্যে একটি গ্রাম হল অ্যাডামসটাউন। এটি পিটকেয়ার্নের রাজধানী। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসের তথ্য অনুযায়ী অ্যাডামসটাউনে স্থায়ী ভাবে ৪৭ জন মানুষের বাস। জনসংখ্যার নিরিখে বিশ্বের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম রাজধানী এটি।

দক্ষিণ আমেরিকা থেকে অ্যাডামসটাউনের দূরত্ব সাড়ে পাঁচ হাজার কিমি। অ্যাডামসটাউনের কাছে রয়েছে তাহিতি দ্বীপ। দূরত্ব প্রায় ২১৫০ কিমি। অ্যাডামসটাউনে কোনও বিমানবন্দর নেই। একমাত্র নৌকা করেই যাওয়া যাবে পেটকিয়ার্ন দ্বীপে। প্রতি তিন মাস অন্তর ওই দ্বীপে একটি জাহাজ আসে। ওই জাহাজে করে খাবার-সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয় । যা দ্বীপের বাসিন্দাদের সরবরাহ করা হয়।

২০০৪ সালে এই দ্বীপে বাধ্য হয়ে কারাগার তৈরি করা হয়েছিল। কারণ, দ্বীপে অপরাধের ঘটনা বাড়ছিল। তবে অপরাধীরা আগাম মুক্তি পাওয়ায় কারাগারের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। বর্তমানে কারাগারটিকে হোস্টেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পিটকিয়ার্ন দ্বীপটি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে রয়েছে। দ্বীপে নিজেদের সাধ্যমতো চাষবাস করেন বাসিন্দারা। এই দ্বীপে টেলিভিশন, স্যাটেলাইট ইন্টারনেট এবং টেলিফোন পরিষেবা রয়েছে। তবে যোগাযোগের জন্য মূল মাধ্যম হল হ্যাম রেডিয়ো।

পিটকেয়ার্ন দ্বীপের ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, ১৭৮৯ সালে ব্রিটিশ নৌসেনার একটি দল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ব্রিটিশ নৌসেনার তাহিতিগামী জাহাজের দখল নিয়েছিলেন বিদ্রোহীরা। ওই বিদ্রোহী নৌসেনারা তাহিতি চলে গিয়েছিলেন। তবে সেখানে বেশি দিন থাকেননি। ব্রিটিশ প্রশাসনের শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা পিটকেয়ার্নে চলে যান। সেই সময় থেকেই নাকি ওই দ্বীপে মানুষের বাস শুরু। প্রকৃতির মাঝে পিটকেয়ার্ন দ্বীপের সৌন্দর্য অসীম। চারদিকে জল আর মাঝে ছোট্ট সবুজ। যাকে বলে মনোরম পরিবেশ।

HELP WANTED

MANAGER - SUPERMARKETS (BRONX) (3-4 years' work experience required)
MANAGER – RESTUARANTS (BRONX) (3-4 years' work experience required)
OPERATIONS MANAGER – RESTUARNT (All Locations) (5 years' work experience required)

Very Attractive Salary and Incentives waiting for the right candidate

email your resume to HR@PremiumGroupNYC.com
or Call 718-679-9983 for details.

আবশ্যক

ম্যানেজার - সুপারমার্কেটস (ব্রঙ্কস) (৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (ব্রঙ্কস) (৩-৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)
অপারেশন ম্যানেজার - রেস্তোরাঁ (সকল অবস্থানসমূহে) (৫ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন)

অনেক আকর্ষণীয় বেতন এবং প্রণোদনা সঠিক প্রার্থীর জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার জীবন বৃত্তান্ত ইমেল করুন HR@PremiumGroupNYC.com
অথবা বিস্তারিত জানার জন্য ৭১৮-৬৭৯-৯৯৮৩ নম্বরে কল করুন।

Florida তে মুভ করবেন ?
হাসান মাহমুদের কাছে আসুন ।

We INSURE
HOME | AUTO | BUSINESS

OBAMACARE

আপনি কি ফ্লোরিডায় মুভ করবেন? আপনার মেডিক্যাল ইন্সুরেন্স, বাড়ী ও গাড়ীর ইন্সুরেন্স নিয়ে চিন্তিত? আপনি ঝামেলা মুক্ত হতে এখনি কল করুন।

You can get Obamacare Now!!

9404 S Orange Blossom Trail Ste B
Orlando, FL 32837
o 407.409.7227
c 407.600.8955, f 877.399.8214

hasan.mahmud@weinsuregroup.com
weinsuregroup.com/ hasan.mahmud

Hasan Mahmud
Agency Owner

Bangladesh Law Society USA, Inc.
বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ, ইনক

সাধারণ সভা ২০২৩

Annual General Meeting

১৮ ই নভেম্বর ২০২৩, শনিবার বিকাল ৫টা
স্থান: মামা'স পার্টি সেন্টার (বাংলাদেশ প্লাজা)
37-15, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372

সুধী / বিজ্ঞ সদস্য।

আসছে ১৮ই নভেম্বর ২০২৩ শনিবার বিকাল ৫টায় বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ইউএসএ ইনক এর বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ ও সংবিধান সংশোধনী সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় আপনার উপস্থিতি সংগঠনকে আগামীতে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
অতএব, সকল বিজ্ঞ সদস্যদের উক্ত সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

এডভোকেট মো: নাসির উদ্দিন আহমেদ
সভাপতি
917-312-8322

এডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেল
সাধারণ সম্পাদক
929-374-5933

বি:দ্র: আসন্ন নির্বাচন ২০২৩-এ ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সর্বশেষ তারিখ ২০ নভেম্বর ২০২৩। সকল বিজ্ঞ সদস্যকে নবায়ন ফি বাবদ ২০ ডলার উল্লেখিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হইল। ২০ নভেম্বরের পরে কেউ নবায়ন ফি পরিশোধ করলে অথবা নতুন সদস্য হলে তারা কেবল মাত্র সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। তবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

sunman express
global money transfer
টাকা পাঠানো
এখন আরো
সহজ
DOWNLOAD
MOBILE APP
SUNMAN EXPRESS MOBILE APP
sunmanexpress.com
718-505-2224
DHAKA BANK LIMITED
EXCELLENCE IN BANKING
aibl
UCB
bKash

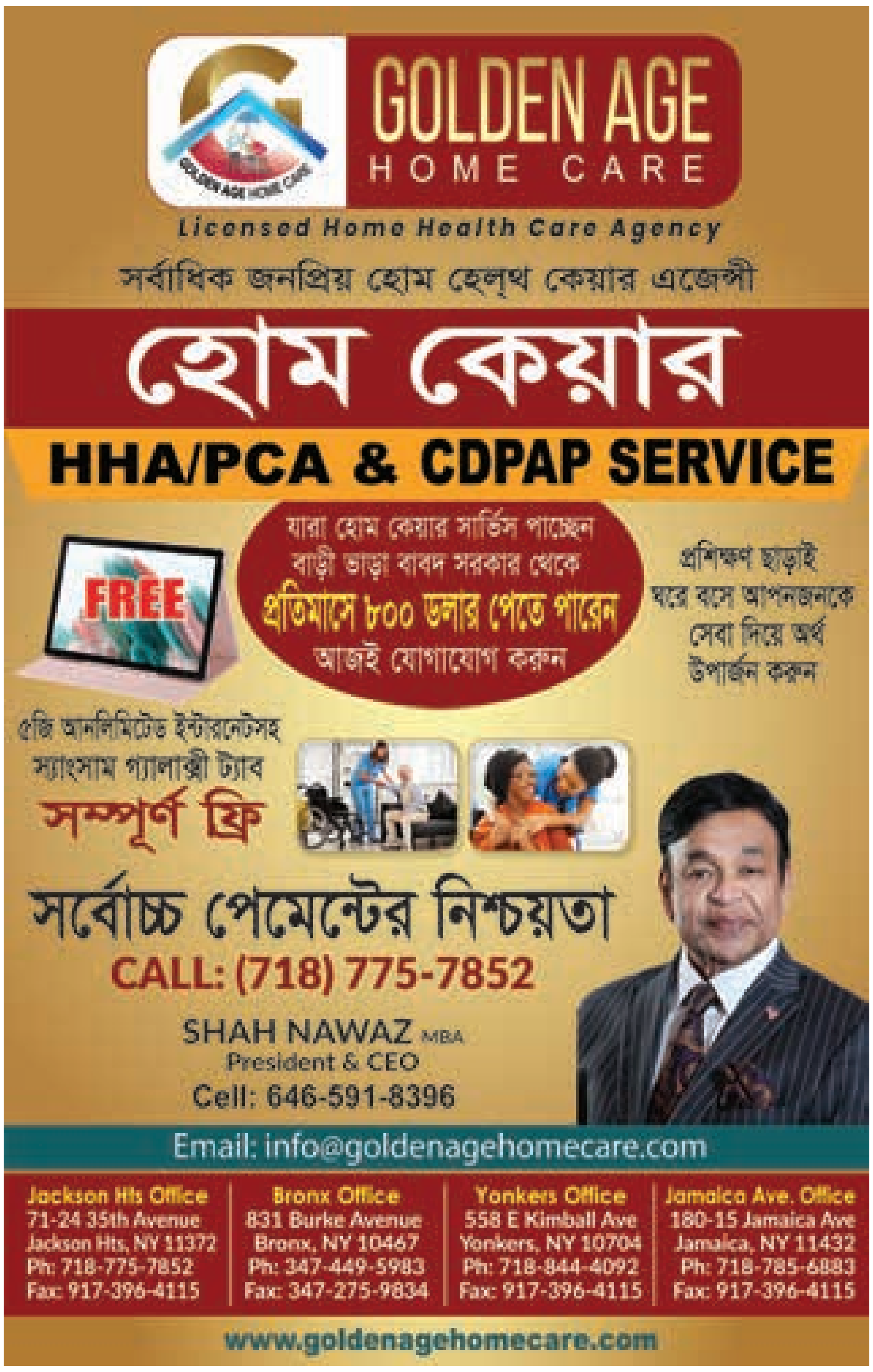
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

নিউইয়র্কে শিল্পী জারিন মাইশার একক সঙ্গীত সন্ধ্যা

উত্তর আমেরিকা অফিস

'সুরের খেয়ায় বর্ণালী সন্ধ্যা' শীর্ষক শিল্পী জারিন মাইশার একক সঙ্গীত সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উডসাইডের কুইন্স প্যালেস মিলনায়তনে ২৯ অক্টোবর রোববার এই সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মাইশার একক এ সঙ্গীত সন্ধ্যায় মিলনায়তন কানায় কানায় ভরে যায় দর্শকে। শিল্পীও সুরের ভুবনে মাতিয়ে রাখেন দর্শকদের। আর দর্শকদের একে একে গেয়ে শোনান 'ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা,' 'দুটি মন আজ নেই দুজনার,' ফুলের কানে ভোমর এসে চুপি চুপি বলে যায়,' 'আমারও পরানো যাহা চায়, তুমি তাই তাই গো,' আকাশের ঐ মিটি মিটি তারার সনে কইব কথা' এর মত জনপ্রিয় ও স্মৃতি জাগানো গানগুলো। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে কুইন্স বোরো অফিসের পক্ষ থেকে জারিন মাইশার হাতে সম্মাননা তুলে দেয়া হয়।

জারিন মাইশার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। চার বছর বয়সে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ পারফর্মিং আর্টস থেকে (বিপা) বাংলা ভাষা, গান ও নাচের প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন। নাচ, গান ও বাংলা পড়া এবং লেখার বিষয়ে পাঁচ বছরের কোর্স করেছেন। ২০১১

সালে মাইশা বিপার শ্রেষ্ঠ ছাত্রী হিসেবে পুরস্কৃত হয়। বর্তমানে মাইশা বিপার নৃত্য প্রশিক্ষক। তার আছে নাট্যকার জামালউদ্দিন আহমেদের নির্দেশনায় নাটক করার অভিজ্ঞতা। ২০১৫ ও ২০১৭ সালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমিতে নাচের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেছেন মাইশা । ২০১৭ সালে বিপার উদ্যোগে একক গানের অনুষ্ঠান 'উত্তরাধিকার' এ গান পরিবেশন করেন। মাইশা শব্দ রিসাইটেশন ইনস্টিটিউট অ্যান্ড কালচারাল মিডিয়া ইনক থেকে আবৃত্তি প্রশিক্ষণ নেন ইভান চৌধুরীর কাছে। মাইশা দুই বছর নাচের গুরু মায়া মিশ্রর কাছ থেকে শাস্ত্রীয় কথক নৃত্য শিখেছেন এবং বর্তমানে ভার্চুয়াল কথক শিখছেন ঢাকার হাসান ইশতিয়াক ইমরানের কাছে।

ফ্লোরিডায় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট এর প্রস্তুতি সম্পন্ন

জুয়েল সা

ফ্লোরিডার নাম শুনলে অনেকেই আবেগী হয়ে উঠেন। বীচের রাজধানী ফ্লোরিডার মায়ামীর পাশেই ক্লিয়ারওয়াটারে বসছে প্রবাসীদের মিলন মেলা থ্যাংকসগিভিং উইকএন্ড এ। তৃতীয়বারের মতো আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ক্লিয়ার ওয়াটার ২০২৩।

আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর, ফ্লোরিডার ক্লীয়ার ওয়াটারে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফিস্ট এ দেশ বিদেশের শত শত প্রবাসী উপস্থিত থাকবেন। ওয়ার্ল্ড ফেয়ার এন্ড ফেস্ট ক্লিয়ার ওয়াটার প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং তরুণ প্রজন্ম একত্রিত হয়ে আনন্দময়, শিক্ষনীয় একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে কাজ করা। আমেরিকার নানা শহরে আমাদের দেশের প্রবাসী বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, নানা প্রফেশনালরা নানা শহরে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছেন। তাদের সকলকে একত্রিত করে বছরে একবার বা একাধিকার ভিউ এক্সচেঞ্জ এর ভুমিকা তেরী করা।

এরই ধারাবাহিকতায় তৃতীয় কনভেশন ক্লিয়ার ওয়াটারে অনুস্থিত হবে ২৫ - ২৬ নভেম্বর।

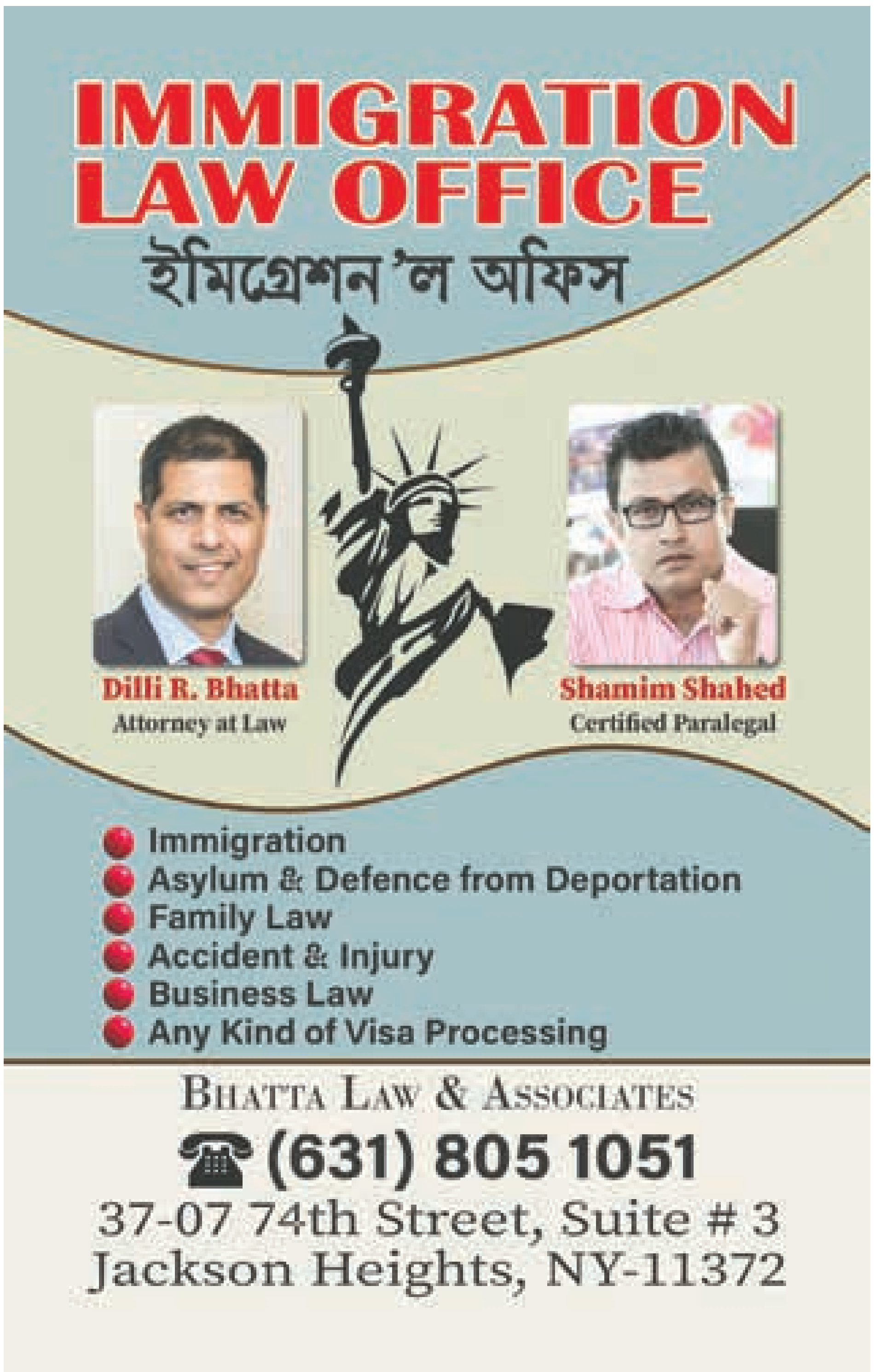

তিন হাজার শিশুর মৃত্যুর পরও কীভাবে নীরব থাকে বিশ্ব!

প্রশ্ন মাহমুদ আব্বাসের

উত্তর আমেরিকা অফিস

ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় গাজা উপত্যকায় এ পর্যন্ত সাড়ে ৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে আছে ৩ হাজারেরও বেশি শিশু। এই ধ্বংসযজ্ঞকে 'গণহত্যা' বলে অভিহিত করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। তার প্রশ্ন , তিন হাজার শিশুর মৃত্যুর পরও কীভাবে নীরব থাকে বিশ্ব!

টানা তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। বিপুলসংখ্যক বেসামরিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। প্রতিদিনই বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এ অবস্থায় ইসরায়েলি বাহিনীকে হামলা বন্ধের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। ২৮ অক্টোবর শনিবার রামাল্লায় পিএলও নির্বাহী কমিটির এক বৈঠকে আব্বাস এই আহ্বান জানান বলে ফিলিস্তিনেরতার সরকারি সংবাদ সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে।

মাহমুদ আব্বাস বলেন, এই সংকটের শুরু থেকেই সমাধানের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ। বিশ্বনেতাদের সঙ্গে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরালো করা, মানবিক সহায়তা প্রদান, বাস্তুচ্যুতি রোধ এবং জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী ও বাহিনীর আক্রমণ বন্ধের জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আহ্বান জানানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী বিপুল পরিমাণ গোলাবর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। কেড়ে নিচ্ছে হাজার হাজার নিরীহ মানুষের প্রাণ। হাসপাতালে বোমা হামলা, ধ্বংসযজ্ঞ ও ৩ হাজারের বেশি শিশুর মৃত্যুর পরও পুরো বিশ্ব কীভাবে নীরব থাকতে পারে!'

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত এই 'জঘন্য' যুদ্ধের বিরুদ্ধে ঐক্য ও সহনশীলতা প্রদর্শনের জন্যও গাজা, পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। বাস্তুচ্যুতি থামানো এবং চলমান নাকবা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে মাহমুদ আব্বাস প্রতিশ্রুতি দেন, ধ্বংস হয়ে যাওয়া সবই আবারও গড়ে তোলা হবে।

এদিকে গাজায় চলমান আক্রমণ আরও বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল। এই পরিস্থিতিতে গাজার বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষিত করার জন্য জরুরি আবেদন জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেড ক্রসের (আইসিআরসি) প্রেসিডেন্ট মিরজানা স্পোলজারিক। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'মানুষের দুর্ভোগের অসহনীয় মাত্রায় আমি মর্মাহত এবং সংঘাতরত পক্ষগুলোকে এখনই এই দুর্ভোগ প্রশমিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

সংঘাতের মধ্যে আন্তর্জাতিক মানবিক আইনকে সম্মান করার অনুরোধও করেন মিরজানা স্পোলজারিক। তিনি বলেন, 'এত বেসামরিক মানুষের মর্মান্তিক ক্ষতি দুঃখজনক। ব্যাপক বোমাবর্ষণের মধ্যে গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের যাওয়ার জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা না থাকাটা অগ্রহণযোগ্য।'

তিনি আরও বলেন, 'সামরিক অবরোধ জারি রাখার ফলে গাজায় বর্তমানে পর্যাপ্ত মানবিক কর্মকাণ্ড চালানো সম্ভব নয়। এই সর্বনাশা ব্যর্থতা সহ্য করা উচিত নয় বিশ্বের।' তিনি ফিলিস্তিনিদের রক্তপাত বন্ধে ইসরায়েলের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

জেবি ফ্যাশন হাউসের যাত্রা শুরু

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৮ অক্টোবর শনিবার দিনব্যাপী ওপেন হাউজের মাধ্যমে মেট্রো ওয়াশিংটনের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সিলভার স্প্রিং-এর বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল অনলাইনভিত্তিক জেবি ফ্যাশন হাউস (https://www.facebook.com/jb.fashion.house.2023)। এখানে রয়েছে সব বয়সীদের দেশি পোশাক। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসে আকর্ষণীয় ডিজাইন আর দেশি পোশাকের সংগ্রহ নিয়ে বঙ্গ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছোঁয়ায় সাজানো হচ্ছে অনলাইনভিত্তিক জেবি ফ্যাশন হাউস।

প্রবাসের মাটিতে ক্রেতাদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে নতুনত্বের শৈল্পিকতায় বাংলাদেশ এবং ভারত থেকে আমদানি করা হচ্ছে মেয়েদের শাড়ি, কামিজ , থ্রি-পিস, জুয়েলারি এবং ছেলেদের পাঞ্জাবি, ফতুয়া। রয়েছে রুচিসম্মত আধুনিক ডিজাইনের ফ্যাশনেবল এবং রুচিশীল নতুন নতুন সব কালেকশন। সম্পূর্ণ দেশীয় ঐতিহ্য ধারণ করে ডিজাইনে আনা হয়েছে ভিন্নতা। পোশাকে ফুটে তোলা হয়েছে হাতের কাজ, ব্লক-বাটিকসহ বিভিন্ন সৃষ্টিশীল কাজ। নিজ বাসভবনের বেসমেন্টে শোরুমের পাশাপাশি অনলাইনেও পাওয়া যাবে জেবি ফ্যাশন হাউস-এর সব পণ্য।

নিজের বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশেই শুরু হয়েছে এ হাউসের কার্যক্রম। ক্রেতা বলতে স্থানীয় পরিচিত মানুষ কিংবা আত্মীয়স্বজন। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে এর চাহিদা। জেবি অনলাইন ফ্যাশন হাউস -এর স্বত্বাধিকারী এবং উদ্যোক্তা স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত জিনিয়া গনছালভেস বলেন, অনলাইন ফ্যাশন হাউস-এর চিন্তাটা সম্প্রতি আমার মাথায় এসেছে বিশেষভাবে আমার সন্তান হওয়ার পর। স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকজন যারা অনলাইনভিত্তিক ফ্যাশন হাউস পরিচালনা করছে যেমন লিজা, ডায়না, জিনিয়া, নিয়তি, ঢঙ্গি কথা এবং বাংলাদেশ থেকে ইভা এবং তার ক্রিস্টেবেল ফ্যাশন দেখেও আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তবে মূলকথা ধরা-বাঁধা কাজ থেকে বের হয়ে এসে সন্তানকে আরও সময় দেয়ার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তা করেছি। একই সাথে আমার মায়ের অনুপ্রেরণায় এবং আমার বয়স্ক শাশুড়ির যেন ভাল সময় কাটে এ কথা বিবেচনা করে এ ব্যবসায় এগিয়ে যাচ্ছি। দূর প্রবাসে আমার শাশুড়ি যেন একাকী অনুভব না করে বরং ব্যবসায় জড়িত হয়ে আরো আনন্দ উপভোগ করে। ক্রেতাদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে নিত্য নতুন ডিজাইনের বাহারি সব পোশাক এবং অন্য সব সামগ্রীর সেবা প্রদান করবো। আর বিশ্বমানের দেশি পোশাক সুলভ মূল্যে ফ্যাশন সচেতন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হবে জেবি ফ্যাশনের মূল লক্ষ্য। সারা বিশ্বেই নারীরা এখন সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। নারীরা যখন কোনো কাজে হাত দেয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে কমিটমেন্ট ও সততা। ফ্যাশন উদ্যোক্তা হিসেবে আমিও সর্বোচ্চ মেধা ও শ্রম দিয়ে চেষ্টা করবো তবে আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন কামনা করছি।

বিএনপি নৈরাজ্য চালিয়েছে বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে অভিযোগ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

ঢাকা ডেস্ক

বিএনপি ২৮ অক্টোবর সারা দেশে নৈরাজ্য চালিয়েছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল করার জন্য বলে অভিযোগ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন। বিএনপির ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশ ঘিরে সহিংসতা এবং পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ২৯ অক্টোবর সোমবার বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেছেন তিনি।

ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, কানাডা, ইতালি, জাপান, চীন, ভারত, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, তুরস্ক, স্পেন, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতিক এবং জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অপর দিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পাশাপাশি আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

সূচনা বক্তব্যে আব্দুল মোমেন বলেন, '২৮ অক্টোবর যা ঘটেছে, তাতে আমরা মর্মাহত। যদিও অতীতে বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতার অভিজ্ঞতা থাকায় আমরা অতটা বিস্মিত হইনি। দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম তারা বদলাবে, কিন্তু তারা পাল্টায়নি।'

ব্রিফিংয়ের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার নাম নিয়ে বিএনপি যেসব সংঘাত-সহিংসতা করেছে, তার তীব্র নিন্দা জানাই এবং তাদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনা দরকার। গত কয়েক দিনে তারা যা করেছে, তার মূল উদ্দেশ্য নির্বাচন যেন অবাধ ও সুষ্ঠু না হয়। নির্বাচন বানচাল করার জন্য তারা এ ধরনের অপকর্ম করেছে। আমরা সে জন্য বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের ডেকেছি। তাদের বলেছি, ২৮ তারিখে এখানে কী হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মিথ্যা উপদেষ্টা হিসেবে একজনকে নিয়ে কী কী করা হয়েছে, সেটাও তুলে ধরেছি।'

এরপর আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের বিষয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে প্রতিশ্রুতি কূটনীতিকদের কাছে পুনর্ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। তিনি জানান, এ সময় কূটনীতিকেরা কোনো প্রশ্ন করেননি।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন, 'আমরা ২৮ তারিখে যেসব ঘটনা ঘটেছে, ওই দিন তাৎক্ষণিক যেসব ফুটেজ পাওয়া গেছে, সেগুলো বিদেশি মিশনগুলোতে পাঠিয়েছি। আজকে আবার তাঁদের সহিংসতার ভিডিও ফুটেজ, ছবিসহ নানা ডকুমেন্ট দেখানো হয়েছে।'

তাদের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা গেছে, তারা এসব দেখে 'স্তব্ধ হয়ে গেছেন', বিদেশি কূটনীতিকদের বক্তব্য কী ছিল—জানতে চাইলে শাহরিয়ার আলম এসব কথা বলেন।

নিউজার্সির পেরামাস স্কুলবাস দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ২০ মিলিয়ন

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউজার্সির পেরামাস স্কুলবাস দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিবারগুলো প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে। পেরামাস পাবলিক স্কুল কর্তৃপক্ষ ঐ দুর্ঘটনায় নিহত দশ বছর বয়সী মিরেন্ডা ভারগাসের পরিবারের সাথে ৭ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে সমঝোতায় পৌঁছেছে বলে জানান এটোর্নি ব্রুস ন্যাগাল। তিনি আরো জানান, একই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আসের মাজিদ'র পরিবারের সাথে ১২.৫ মিলিয়নে সমঝোতায় এসেছে কর্তৃপক্ষ।

ন্যাগাল বলেন, দুঃখজনক ঐ দূর্ঘটনার পর পাঁচ বছরের আইনী লড়াই শেষে এই সমঝোতায় আসতে পেরে আমার মক্কেলরা আনন্দিত। ঐ দূর্ঘটনা দুটি পরিবারকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং এর সত্যিকার ক্ষতিপূরণ আসলে কখনোই সম্ভব নয়। ২০ জন শিক্ষার্থীর বেশ আহত হওয়া ঐ দূর্ঘটনার সবচেয়ে বড় এই সমঝোতা ৪ অক্টোবর সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৭মে, পেরামাসের 'ইস্ট ব্রুক মিডল স্কুল' এর ৫ম গ্রেডের শিক্ষার্থীদের ফিল্ডট্রিপে নিয়ে যাচ্ছিলেন ৭৭ বছর বয়সী বাসচালক হুডি মালড্রো সিনিয়র। স্টেনহপ-এর ঐতিহাসিক 'ওয়াটার লু ভিলেজ'-এ ছিল এই ফিল্ডট্রিপ। মাউন্ট অলিভেররুট-৮০তে এক্সিট মিস করার পর মালড্রো হাইওয়ের তিনটি লেন পাস করে দ্রুত হাইওয়ের অন্য পাশে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আর তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় ৫১ বছর বয়সী সোল স্টাডিস টিচার জেনিফার ইউলিয়ামস এবং ভারগাসের মৃত্যুহয়। মাজিদ সহ আরো ৪৩ জন শিক্ষার্থী ও কর্মী আহত হয়।

নিউজার্সিতে বুলি'র ক্ষতিপূরণ ৩০ হাজার

কুলসুম আক্তার সুমী

নিউজার্সির 'পলসবোরো বোর্ড অব এডুকেশন' এবং 'পলসবোরো জুনিয়র হাই স্কুল'-৩০ হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে একটি বুলি'র মামলায় সমঝোতা করেছে। পলসবোরো জুনিয়র হাইস্কুলের প্রাক্তন এক শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীরা কটুক্তি, অপমান সহ প্রহারের মাধ্যমে অবচেতন করেছিল, কিন্তু ডিসট্রিক কর্মচারীরা এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেননি। এর প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর বাবা অভিযোগে মামলা করেন।

শিক্ষার্থীর বাবা 'পলসবোরো বোর্ড অব এডুকেশন'র বিরুদ্ধে ২০২১ সালে মামলা করেন। অভিযোগে বলা হয়, 'শিক্ষক, পরিচালক ও গ্লোচেস্টার কাউন্টি ডিস্ট্রিক্ট শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।' দীর্ঘ আড়াই বছরের আইনী লড়াইয়ের পর দুইপক্ষ ২০ সেপ্টেম্বর এই সমঝোতায় পৌঁছেছে বলে আদালতের নথি থেকে জানা যায়। চুক্তি অনুযায়ী এটর্নির ফি কেটে বাকি ২২হাজার ডলার শিক্ষার্থী ট্রাস্টে জমা রাখা হবে।

এছাড়া পলসবোরো বোর্ড অব এডুকেশন, ও পলসবোরো জুনিয়র হাইস্কুল ঐ শিক্ষার্থীর বিকল্প হাইস্কুলিংয়ের মাধ্যমে গ্রাজুয়েশন করা পর্যন্ত অর্থায়ন করবে।

এ ব্যাপারে এটোর্নি কিংবা স্কুল ডিস্ট্রিক্ট কারোই কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার খাতিরে তার নাম, পরিচয়, বয়স, লিঙ্গ এ সবকিছুই উহ্য রাখা হয়েছে।

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ঐ শিক্ষার্থী পলসবোরো জুনিয়র হাইস্কুলে ভর্তি হয়। এ সময় একদল মেয়ে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় সে। নানাভাবে তাকে উত্তক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীর বাবা স্কুলে এ ব্যাপারে অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পাননি, বরং ঐ শিক্ষার্থীকে উত্তক্তকারীদের এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেয় অ্যাডমিনিসট্রেশন। দিন দিন পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে যার চূড়ান্তরূপ দেখা যায় ২০১৯ সালে।

এ সময় ঐ শিক্ষার্থীকে একইদিনে উপর্যুপরি দু'বার প্রহারের ঘটনা ঘটে; যা শুধুমাত্র তার শারীরিক ক্ষতিই করেনি বরং দীর্ঘস্থায়ী ভাবে মানসিক দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বিষণ্নতার মতো অসুস্থতাও তৈরি করতে পারে বলে, মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সমঝোতার পর প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট, প্রাক্তন স্কুলের অধ্যক্ষ, বর্তমান অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যক্ষ এবং গাইডেন্স কাউন্সেলরের বিরুদ্ধে দাবিগুলি শিক্ষার্থীর বাবা খারিজ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদের আলোচনা সভা

৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

উত্তর আমেরিকা অফিস

৩০ অক্টোবর সোমবার নিউইয়র্কে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ সেন্টারে যুক্তরাষ্ট্র জাসদের এ আলোচনা সভায় আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম জিকুর পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সিলেট জেলা জাসদের অন্যতম নেতা আজাদ উদ্দিন আহমদ।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সিনিয়ার সহ সভাপতি মো. শহিদুল ইসলাম, মনসুর আহমদ চৌধুরী, শাহনুর কোরেশী, শাহ মহি উদ্দিন সবুজ, যুক্তরাষ্ট্র জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুবজোটের আহ্বায়ক আবুল ফজল লিটন, সৈয়দ আজমল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, বিএনপি-জামায়াত চক্র আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাচ্ছে। এরা আসলে নির্বাচন চায় না। এরা একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরী করে যেনতেন ভাবে ক্ষমতায় যেতে চায়। বক্তারা আগামী জাতীয় নির্বাচন সংবিধান অনুযায়ী যথাসময়ে সম্পন্ন করার জোর দাবী জানান।

বক্তারা বলেন, জাসদের ৫১ বছর গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যদিয়ে কেটেছে। বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায়, সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিতে জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি ও বৈষম্য অবসানে জাসদের সংগ্রাম চলমান।সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী নিরীহ ফিলিস্তিন জনগণের ওপর ইসরাইলি বর্বরতার নিন্দা জানিয়ে বলেন, এর প্রভাব পড়বে বিশ্বব্যাপী রাজনীতি ও অর্থনীতিতেও।

ইতালিতে জাতীয় পরিচয়-পত্রের আবেদন শুরু ২রা নভেম্বর থেকে

লাবন্য চৌধুরী, ইতালি

ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশিরা এখন প্রবাসে থেকেই জাতীয় পরিচয়পত্র এন আই ডি কার্ড হাতে পাবেন। ২ নভেম্বর থেকে বিনামূল্যে এই কার্যক্রম টি দূতাবাসের অফিস থেকেই শুরু হবে। ইতালি ই ইউরোপের প্রথম দেশ যেখানে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে। এতে উচ্ছ্বসিত প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

রোমের বাংলাদেশ দূতাবাসের কার্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত একটি মত বিনিময় সভায় দেশটিতে নব নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মোঃ মনিরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা দেন যা ২ নভেম্বর থেকে এই কার্যক্রম শুরু হবে। এই সময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ। ঢাকা থেকে আগত আইডিইএ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাচন কমিশন সচিলবালয়ের কর্মকর্তা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি।

মত বিনিময় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পর্ব ইউরোপীয় আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি কে এম লোকমান হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক জি এম কিবরিয়া, ইতালি আওয়ামী লীগের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মাহতাব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন সহ সামাজিক নেতৃবৃন্দ।

বিনামূল্যে এই সেবা কার্যক্রমটি চালু হওয়ায় প্রবাস বান্ধব সরকার কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

জরুরী ডকুমেন্টস তৈরি, ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা, জমি কেনা বেচা থেকে শুরু করে প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র টি সংগ্রহে যেন হয়রানির স্বীকার হতে না হয় পাশাপাশি এই এন আই ডি তথ্য সংশোধন কার্যক্রম দ্রুত চালু করার ও অনুরোধ জানান কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা।

বর্তমানে এই কর্মসূচি তে যারা নতুন পরিচয় পত্র করতে চান, তারাই দূতাবাসে আবেদন করতে পারবে, কোন তথ্য ভুল হলে তা সংশোধন করতে পারবে না দূতাবাস।

আটলান্টিক সিটিতে আর্লি ভোটিং কিক অফ পার্টি

সুব্রত চৌধুরী

নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে গত ২৮ অক্টোবর শনিবার থেকে শুরু হয়েছে আগাম ভোট গ্রহন । আগাম ভোট গ্রহন চলবে আগামী ৫ নভেম্বর, রোববার পর্যন্ত। সোমবার থেকে শনিবার সকাল দশটা থেকে রাত আটটা এবং রোববার সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত আগাম ভোট গ্রহন চলবে।আগামী ৭ নভেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে সাধারন নির্বাচন ।

আটলান্টিক সিটির ১৫, উত্তর জর্জিয়া এভিনিউতে অবস্হিত কোয়ারেমবা হলে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটাররা সহ অন্যান্য ভোটাররা আগাম ভোট দিয়েছেন। আগাম ভোট গ্রহন উপলক্ষে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর শনিবার সকাল সাড়ে দশটায় উত্তর জর্জিয়া এভিনিউতে আর্লি ভোটিং কিক অফ পার্টির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে আটলান্টিক কাউন্টি ডেমোক্র্যাটিক দলের সভাপতি মাইকেল সুলেমানের সঞ্চালণায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সিনেটর প্রার্থী কারেন ফিংজ প্যাটরিক, এসেম্বলিম্যান প্রার্থী আলফনসো হ্যারেল, এসেম্বলিওম্যান প্রার্থী লিসা বেনডার, শেরিফ পদপ্রার্থী এরিক শেফলার, আটলান্টিক সিটি ডেমোক্র্যাটিক দলের চেয়ারওম্যান কনস্ট্যানস চ্যাপম্যান, সিটি কাউন্সিল এট লারজ স্টিফেনি মার্শাল, পঞ্চম ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলম্যান প্রার্থী এম আনজুম জিয়া ও ষষ্ঠ ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলম্যান প্রার্থী জিওফ ডরসি, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ড সদস্য প্রার্থী ওয়ালটার জনসন ও মোঃ এ সিদ্দীক, টিম আলেকজানডার প্রমুখ।

বক্তারা তাদের বক্তব্যে ভোটারদেরকে আগাম ভোট প্রদানের এবং বি কলামে ভোট দিয়ে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য আহ্বান জানান। আগাম ভোট গ্রহনের প্রথম দিন অনুকূল আবহাওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিসহ এশিয়ান অভিবাসীদের আগাম ভোট প্রদান সহ নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহন ও কর্মতৎপরতা ছিল বেশ লক্ষ্যণীয় ।

মিয়ানমার জান্তার তেল-গ্যাস কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মিয়ানমারের সামরিক শাসকের বৈদেশিক রাজস্বের প্রধান উৎসে প্রথম সরাসরি আঘাত করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। জান্তানিয়ন্ত্রিত তেল-গ্যাস কোম্পানি মিয়ানমার অয়েল অ্যান্ড গ্যাস এন্টারপ্রাইজের (এমওজিই) ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ থেকে গত মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে এই নিষেধাজ্ঞার কথা জানায়। আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর হবে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় তেল ও গ্যাস এন্টারপ্রাইজের যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু আর্থিক পরিষেবা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ট্রেজারি বিভাগ। এসব পরিষেবার মধ্যে আছে ঋণ, অ্যাকাউন্ট, বিমা, বিনিয়োগ ও অন্যান্য পরিষেবা। ওয়াশিংটন এর আগে মালিকানা নিয়ে প্রশ্ন তুললেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এটিই প্রথম সরাসরি পদক্ষেপ।

সংবিধান মেনে শর্তহীনভাবে সংলাপে রাজি সরকার

ব্রিটিশ হাইকমিশনারকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা অফিস

আসাদুজ্জামান খান

সংবিধানের কাঠামোয় থেকে শর্তহীনভাবে কোনো রাজনৈতিক দল সংলাপে এলে স্বাগত জানানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। আজ বুধবার সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'উল্লেখযোগ্য কোনো আলাপ হয়নি। তিনি বলেছেন, সংলাপ হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। আমরা বলেছি, আমরা সব সময় সংলাপকে স্বাগত জানাই। সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে আমরাও মনে করি।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, 'সংবিধান যেভাবে কাঠামো করে দিয়েছে, সেটা অনুসারে সংলাপ করতে হবে। সংলাপের বিকল্প নেই। সব অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার কথা তিনিও বলেছেন। এটা কোনো পরামর্শ না, এটা আলাপচারিতা হয়েছে।'

আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় বলছেন, আমরা সবকিছু শান্তিপূর্ণভাবে করতে চাই। সংবিধান মাথায় রেখে আলোচনা করতে চাই। আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই, সহিংসতা চাই না। তিনি আলাপ-আলোচনা করার জন্য সব সময় নির্দেশ দেন, যাতে পরিস্থিতি শান্ত থাকে, সেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।'

নিউইয়র্কারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ

শেষ পৃষ্ঠার পর

মানুষ ব্যবহার করেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯৮ মিলিয়নেরও বেশি লোক ব্যবহার করেন। নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গৃহিত যেখানে জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছেন।

এ নিয়ে মেয়র অ্যাডামস্ বলেন, "আমাদের প্রশাসন "গ্যাটিং স্টাফ ডান'-এ বিশ্বাসী। এর মাধ্যমে আমরা নিউ ইয়র্কবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে কী করছি-তা জানাতে চাই। আমাদের প্রশাসন নিউইয়র্ক সিটিকে সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার মধ্যে অভিবাসী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়গুলি রয়েছে। তারা প্রতিদিন যোগাযোগ করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। ইংরাজী এবং স্প্যানিশ ভাষায় এই আপডেইট যোগাযোগকে আরো উন্নত করবে যা দ্বারা নিউ ইয়র্কবাসীরাও জানবে সরকার তাদের জন্য কী করছে। সেই সাথে কীভাবে পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে হবে, ইভেন্টগুলিতে যুক্ত হতে হবে এবং নিউইয়র্ক সিটিতে কী ঘটছে তা সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারবে।"

হোয়াটস্অ্যাপের এই নতুন আপডেটের মাধ্যমে অ্যাডামস্ প্রশাসন সমস্ত নিউইয়র্কবাসীর সাথে যোগাযোগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বলে মনে করছেন কমিউনিকেশন ডেপুটি মেয়র ফ্যাবিয়ান লেভি। তিনি বলেন, "নিউইয়র্কবাসীর জন্য আমরা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগের অ্যাপসগুলির মধ্যে একটি ব্যবহার করছি। লক্ষ লক্ষ নিউ ইয়র্কবাসী হোয়াটস্অ্যাপ ব্যবহার করেন। এমনকি আমিও বন্ধু ও পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে এটি ব্যবহার করি। সরাসরি ই-মেইলিং থেকে 'Hear From Eric', 'Text With Eric'-এর মাধ্যমে SMS টেক্সটিং, 'Get Stuff Done-cast' ডিজিটাল সম্প্রচার এবং 'Hear From The Mayor' -এর মাধ্যমে মাসে মাসে পাবলিক ব্রডকাস্ট নিয়ে আসছি আমরা। আমরা ক্রমাগত নতুন কিছু যোগ করছি নিউ ইয়র্কবাসীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য।"

চিফ টেকনোলজি অফিসার ম্যাথিউ ফ্রেজার বলেন, "মেয়র অ্যাডামসের নতুন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল তথ্যের অ্যাক্সেসকে গণতান্ত্রিক করার জন্য, আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রশাসন নিউ ইয়র্কবাসীদের পক্ষে সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করছে।"

বর্তমান ঘোষণাটি সিটির কাছে প্রশাসনকে আরো উন্মুক্ত করে তুলতে অ্যাডামস্ এর বিবেচনা ও একাধিক পদক্ষেপের উপরভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। আগস্টে, মেয়র অ্যাডামস এসএমএস-ভিত্তিক যোগাযোগ প্রোগ্রাম "Text With Eric" চালুকরেছেন, যা নিউ ইয়র্কবাসীদের নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশাসনের সাথে কথা বলার সুযোগ দেয়। জুলাই মাসে, মেয়র অ্যাডামস "হিয়ারফ্রম দ্য মেয়র" চালু করেন। এটি একটি লাইভ, কল-ইন রেডিও শো, যেখানে নিউ ইয়র্কবাসী প্রয়োজনে কল করতে পারেন এবং মেয়রের সাথে তাদের প্রয়োজনীয় আলোচনা করতে পারেন। জানুয়ারিতে, অ্যাডামস "হিয়ার ফ্রম এরিক" এবং "গেট স্টাফডন-কাস্ট" উভয়ই চালু করেছিলেন। "হিয়ার ফ্রম এরিক"-ইমেল-ভিত্তিক সরাসরি যোগাযোগ প্রোগ্রাম যা দ্বারা নিউ ইয়র্কবাসী স্থানীয় সমস্যা এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে যোগাযোগ করতে পারেন। "গেট স্টাফ ডন-কাস্ট" একটি পডকাস্ট, এখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের নিউ ইয়র্কবাসীরা সিটিকে উন্নত করতে যে বিস্ময়কর কাজগুলো করছেন, তা তিনি তুলে ধরেন।

এছাড়াও মে মাসে, মেয়র অ্যাডামস জননিরাপত্তা সম্পর্কিত কমিউনিটি কথোপকথনে "টক উইথ এরিক" শুরু করেছিলেন।

সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সম্পাদকদের প্রতি তথ্যমন্ত্রীর আহ্বান

বিশেষ প্রতিনিধি

সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সম্পাদকদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ। একইসাথে সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মামলার পরামর্শ দেন তিনি।

১ নভেম্বর মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহের সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এসময় মন্ত্রী বলেন, 'দেশে বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা চলছে এবং গত ২৮ অক্টোবর ঢাকা শহরে বিএনপির সমাবেশের নামে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে এবং কার্যত রাষ্ট্রের ওপর হামলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা, হাসপাতালে, জাজেস কমপ্লেক্সে হামলা আগে কখনো ঘটেনি। রাষ্ট্রের ওপর এই হামলাকারীরা চিহ্নিত, তারা বিএনপি জামাতের নেতা-কর্মী। এটাকে নিছক রাজনীতি বলে এর দায় আমরা এড়াতে পারবো না, ঐতিহাসিকভাবে ভুল হবে।'

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পাশে ডা. নাহরীন আহমেদ

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রদানে তাদের সীমাহীন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সম্পূর্ণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা, চিকিৎসা সামগ্রীর অভাব, ডাক্তার নার্স সহ জরুরি চিকিৎসা সহযোগিতা দ্রুত পৌঁছানো না হলে বিপন্ন এলাকায় মানুষের মৃত্যু বাড়বে বলে সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ইসরাইলের হামলায় বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের মানবিক সংকটের ভয়াবহ বাস্তবতা উঠে এসেছে এ সংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে।

ডা. নাহরীন আহমেদ ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার পালমুনারি অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। তিনি যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলে কাজ করা চিকিৎসা বিষয়ক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মেড গ্লোবেলের মেডিকেলের প্রধান। যুদ্ধাক্রান্ত অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য এর আগে ডা. নাহরীন উইক্রেন, সুদান, ইয়েমেন এবং সিরিয়ার দুর্গত এলাকায় উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন।বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাদের হাসপাতাল ও তিনি

সংবাদ মাধ্যমে ডা. নাহরীন আহমেদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশিরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

পরিচালনা করেন।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আমেরিকান ডা. নাহরীন আহমেদ গাজায় ইসরাইলের হামলা শুরু হলে তার চিকিৎসক দল নিয়ে মিশরে পৌঁছেছেন। চরম সীমাবদ্ধতা নিয়ে তারা প্রতিদিন যুদ্ধাহত লোকজন সহ গাজা থেকে উদ্বাস্তু হওয়া লোকজনের চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

এমএসএনবিসি টিভিতে বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের জীবন রক্ষার জন্য চিকিৎসার অপ্রতুলতার কথা তুলে ধরা হয়। সাপ্লাই, জনবল এবং অবকাঠামো সমস্যার কারণে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা দুরূহ বলে কর্মরত স্বাস্থ্যসেবীরা জানিয়েছে। ডা. নাহরীন আহমেদ বিশ্ব সম্প্রদায়কে গাজার বিপন্ন লোকজনের কাছে চিকিৎসা সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন ।

ডা. নাহরীন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় বসবাসরত বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদের কন্যা। ডা. নাহরীনের দাদা শহীদ ডা. শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালে যুদ্ধাহত লোকজনের চিকিৎসা দেয়া রত অবস্থায় পাক হানাদার বাহিনীর হাতে হাসপাতালের ভিতর নিহত হয়েছিলেন।

সংবাদ মাধ্যমে ডা. নাহরীন আহমেদের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশিরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। যুদ্ধাহত এবং ইসরাইলের হামলায় বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ডা. নাহরীনকে একজন গর্বিত বাংলাদেশি আমেরিকান প্রজন্ম বলে অনেকেই গর্বের সাথে উচ্চারণ করছেন এবং তার জন্য শুভকামনা জানাচ্ছেন।

ডিসট্রিক্ট- ২৫ এ আমাকে

শেষ পৃষ্ঠার পর

যেতে বাধ্য করা হচ্ছে। এটি এখন বিস্ময়কর শুনায় যে একসময় নিউইয়র্ক পালিয়ে আসা দাসদের আশ্রয়ের আবাস ছিল। কিছুদিন আগেও আমাদের রাজ্য ছিল অভিবাসী স্বপ্নবাজদের স্বপ্নের আবাসস্থল। সারা বিশ্ব থেকে আসা লোকজনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জায়গা আমেরিকা। আজ এই স্বপ্ন আমাদের সবার জন্য দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। শ্রমজীবী মধ্যবিত্তের জন্য আমেরিকার স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

তিনি জানান, একই প্রার্থীর জন্য ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান পার্টির কাছ থেকে ক্রস এনডোর্সমেন্ট এসেছে। একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সুযোগ আটকানোর জন্য নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনি জেলা-৩০ এর প্রার্থী নির্বাচনের জন্য উভয় দলের প্রার্থীর নাম এক ব্যালটে দেয়া হয়েছে। এটি একটি উদাহরণ ! কর্মজীবী পরিবার, রক্ষণশীল এবং মেডিকা ফ্রিডম পার্টি ককাস গঠন করে আরও বিভাজন ঘটিয়েছে। যাতে ভোটারগণের বেলট পেপারে তাদের প্রার্থী বাছাই করতে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। এ, বি, ডি এবং এফ কলামের নিচে ব্যালটে ভোটাররা একই নাম দেখতে পাবেন। ফাতিমা বারিয়াবের নাম ব্লক করে রাখতে এবং লুকিয়ে রাখতেই যেন এ ব্যবস্থা।

ফাতিমার জন্ম আশেপাশের এলাকায়। জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা এলাকায় বহুজনমিশ্রণের জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি ফাতিমা। বিভিন্ন ঐতিহ্যের, বিশ্বাসের এবং রাজনৈতিক আদর্শের সংমিশ্রণের জনগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রতিনিধি ফাতিমা।

'K' কলামে ফাতিমা ফাতিমা বারিয়াবের(Fatima Baryab) জন্য আপনার ভোট তাদের প্রতারণামূলক অনুশীলনকে পরাস্ত করবে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে সহায়তা করবে।

জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজাকে সবার জন্য গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ফাতিমা তার পিতামাতার সাথে সহ-প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কাজ করেন। ফাতিমা তার পরিবারের সাথে আমেরিকানদের 'এ রিজন টু সেলিব্রেট আমেরিকা' দিয়েছেন। ডাইভারসিটি প্লাজা- 'এ স্মল সিটি ব্লক হোল্ডস দ্য ওয়ার্ল্ড' ২০১৬ সালের টাইম ম্যাগাজিনের জুলাই সংস্করণে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ফাতিমা বারিয়াবের নির্বাচনি লড়াই বহু জাতির বৈচিত্র্যকে একীভূত করার জন্য। তার প্রতিপক্ষ এবং ক্ষমতার ধারাবাহিকতা রাখার লড়াইয়ে থাকা ব্যক্তি ছদ্মবেশী। ডাইভারসিটি প্লাজা তৈরিতে ফাতিমা এবং তার পিতামাতার কাজ এবং প্রচেষ্টাকে তারা চুরি করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নিউইয়র্ক সিটির প্রতি দুইজন নাগরিকের মধ্যে একজন, হয় নিজে অভিবাসী বা তাদের অভিবাসন ঐতিহ্য রয়েছে। এসব নাগরিকরা একটি অপরাধমুক্ত ও মাদকমুক্ত এলাকা নিশ্চিত করার ন্যায্য দাবিদার। পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ বান্ধব সবুজ রাস্তা, নিরাপদ সাবওয়ে, কমিউনিটি সেন্টার, ক্ষুদ্র ব্যবসার সুযোগ সুবিধা, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বর্ধিত সুবিধা, উন্নত হাসপাতাল, নিরাপদ পাবলিক স্কুল, উন্নত আবাসন ও পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তার দাবি এলাকার জনগণের।

অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষ তিনটি এজেন্ডা রয়েছে বলে তিনি জানান।

অপরাধ: জননিরাপত্তা আমার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। 911 কল উন্নত করা এবং কলের পর দ্রুত সাড়া পাওয়া নিশ্চিত করা। আমি NYPD বাজেট বর্ধিত করা সহ কমিউনিটির সাথে সম্পর্ক প্রসারিত করার জন্য কাজ করে যাব। অপরাধের শিকারদের জন্য আরও অর্থনৈতিক সংস্থান এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করব। গ্যাং, মাদক এবং মানসিক সমস্যা নিরসনে যুব কর্মসূচিতে আমাদের আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে বলে আমি মনে করি।

মুদ্রাস্ফীতি: জীবনযাত্রা ও খাদ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয় সর্বত্র শ্রমজীবী পরিবারগুলিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সিটি সেলস ট্যাক্স, পার্কিং টিকেট, এক- এবং দুই-পরিবারের বাড়ির জন্য কর হ্রাস করার জন্য কাজ করা হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এবং আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ট্যাক্স হলিডে সহ নতুন ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে সিটি সরকার সহায়তা করার জন্য কাজ করবো।

গণতন্ত্র রক্ষা: আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করতে হবে যাতে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি বোর্ডে নেতা হতে সাহায্য করা যায়। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র নিশ্চিত করার জন্য, কমিউনিটি বোর্ডে সদস্যদের মনোনয়নের অবসান ঘটাতে হবে। প্রতিনিধিত্বহীনদের মধ্যে থেকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যোগ্যতার ভিত্তিতে কমিউনিটি বোর্ডে স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য প্রতিস্থাপন করতে হবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সময়ে সবকিছু টেকনোলজি নির্ভর হয়ে পড়েছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সম্প্রচার 'টক অব দ্যা উইক' অনুষ্ঠানে MIT নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো জানিয়েছেন মাহবুব সিদ্দিক। অতিথিদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন, মাসুদ হক এবং তানজিমা রহমান প্রিয়াঙ্কা। মাসুদ হক, লিড কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার, গভর্মেন্ট এন্ড হেল্থকেয়ার বিশেষজ্ঞ, আইটি। তানজিমা রহমান প্রিয়াঙ্কা MIT স্টুডেন্ট, জব মার্কেট। সফটওয়্যার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ক্যারিয়ার এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেছেন তারা।

কোয়ালিটি এস্যুরেন্স(QA) ফিল্ড সাধারণত বিজনেস এবং টেকনোলজির মিশ্রণ। IT বা QA- জবে যে কেও আসতে পারেন, তাদের কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার দরকার পড়ে না। এ নিয়ে মাহবুব সিদ্দিক বলেন, আমি মনে করি আইটি ক্যারিয়ারে যে কেউ যে কোন ক্ষেত্র থেকে আসতে পারে। তবে বিষয়টা খুব বেশি মাত্রায় সহজ না। কেউ যদি সঠিক স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করে কঠোর পরিশ্রম করে তবে সফলতা সম্ভব। আমাদের ছাত্ররা বিজনেস, ফাইন্যান্স, হেলথ কেয়ারের মতো বিভিন্ন ফিল্ড থেকেএসেছে, অন্তত ৮৫ শতাংশ ছাত্রদের কোন কলেজ ডিগ্রি নেই। এমনকি তারা কম্পিউটার ফিল্ড থেকেও আসেনি।

মাসুদ হক সফটওয়্যার কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার। এই পেশায় আসতে তাকে কী কী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে, অধ্যাবসায় করতে হয়েছে- এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, হাইস্কুল শেষ করার পর কলেজে আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শুরু করেছিলাম। কিন্তু প্রবল আগ্রহের কারণে পরে কম্পিউটার সাইন্সে পরিবর্তন করে ফেলি। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডের টেস্টিং ফিল্ড আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে। অনলাইনে রিসার্চ করে জেনেছি QA খুব ভালো একটা ফিল্ড, প্রতিনিয়ত আপডেট হচ্ছে বিষয়টা। একজন QA হিসাবে আমি একটা প্রডাক্টের কোয়ালিটি মেইন্টেইন করতে পারছি। এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল। সবসময়ই ভেবেছি অন্য সবাই যদি করতে পারে, আমি পারবো না কেন? আমি আমার ইচ্ছা অনুযায়ী পড়াশোনা করতাম, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতাম না। এইভাবেই আমি নিজেকে তৈরি করেছি, উন্নতি সাধন করেছি।

মাসুদ হক বর্তমানে একজন টিম লিডার এবং সিনিয়র ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। যারা 'কিউ এ' বা 'আই টি' হিসেবে কাজ করছেন, পেশাগত জায়গায় এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমার পরামর্শ হবে, টেকনিকাল, লিডারশিপ ওসফট-স্কিল এই তিনের সমন্বয়ে নিজেকে প্রস্তুত করা।

অনুষ্ঠানের আরেকজন অতিথি তানজিমা রহমান ট্রেনিং এবং জব মার্কেটে সম্পর্কে বলেন, "আমি ফার্মেসি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। তিন বছর আগে আমেরিকায় আসি, তখনো আমার ইচ্ছা ছিল ফার্মেসি নিয়ে পড়ার। এমআইটিতে আমি কয়েকটা ক্লাশ করলাম। তখন মনে হলো আমার পুরো ভবিষ্যৎ আইটি সম্পৃক্ত। এই সেক্টর নিয়ে রিসার্চ করে দেখলাম এখানে শেখার অনেক কিছু আছে। ভবিষ্যতে আরো উন্নত বিষয়গুলো আসবে।

ক্যারিয়ারের লক্ষ্যে পৌছাতে 'মেটা ইনফো টেক' এর ট্রেইনার কিভাবে সাহায্য করে এবং প্রতিদিনের রুটিন সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি সকাল দশটা থেকে কাজ শুরু করি। আমি মনে করি বাসায় থেকে ক্লাশ করলে অন্যদিকে মনোযোগ যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ওখানের শব্দহীন পরিবেশ আমাদের প্রশিক্ষণের সুবিধা বাড়িয়ে তোলে। গ্রুপস্টাডি ও ডিসকাশন করার সুযোগ আছে প্রচুর। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমরা জবের জন্যে আবেদন করতে পারি, স্টাডি ব্রেকের সুযোগ আছে।

প্রতিযোগীতামূলক চাকরির বাজারে নিজের সাফল্যের জন্য প্র্যাক্টিকাল স্ট্রাটেজি সম্পর্কে মাহবুব সিদ্দিক বলেন, আমাদের এখানে যারা কাজ করছে তাদের সাথে প্রচুর ওয়ার্কশপ হয়। প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা সবসময়ের জন্যে সেরা। অনলাইনে যে কেউ প্রশিক্ষণ নিতে পারে, কিন্তু হ্যান্ডস অন প্র্যাক্টিক্যাল- সবসময়ই কার্যকর। এখানে অন্য একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারভিউ সামলানো। নিজের অভিজ্ঞতায় বলবো, আমরা গ্রুপ ইন্টারভিউ, মক ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রস্তুত করি। একজন যত বেশি জবের ইন্টারভিউ দেবে সে তত সাহস ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। আজকাল আইটি জব মার্কেট প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে। আইটি জবের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে আমি মনে করি কমিউনিকেশন বড় ব্যাপার। এটা একটা টিম ওয়ার্ক, সবাই একসাথে টিমের সাথে কাজ করে।

মাসুদ হক আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে নিজেকে সিনিয়র ম্যানেজার পজিশনে দেখতে চান। এতে করে তিনি কিছু সংখ্যক টিমকে ম্যানেজ করতে পারবেন, ম্যানেজমেন্ট স্কিল বাড়াতে পারবেন। পরবর্তীতে নিজেকে ভিপিও হিসাবে দেখতে চান। যেখানে একইসাথে টিম ম্যানেজমেন্ট এবং প্রডাক্টের মান নির্ধারণ ও উন্নয়ন ম্যানেজ করতে পারবেন বলে, জানান তিনি।

তানজিমা রহমান যেহেতু জব মার্কেটে আছেন এবং প্রতিদিনই ইন্টারভিউ এর মুখোমুখি হচ্ছেন, তাই উনার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কারা এই ইন্টার্ভিউগুলো নিয়ে থাকেন এবং একজন চাকরিপ্রার্থী সাধারণত ইন্টারভিউ-তে কি ধরনের ভুলগুলো করে থাকেন এবং 'মেটা ইনফো টেক' সেক্ষেত্রে কিভাবে সাহায্য করছে? এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, আমাদের ইন্টারভিউ কেমন হবে সেটা নির্ভর করে আমরা কোন জায়গায় কাজ করছি। বেশিরভাগ ইন্টারভিউ রিমুটে থেকে হচ্ছে। আমার দেখা মতে কোম্পানির সিচুয়্যাশনাল প্রশ্নে অনেকেই আটকে যান। যারা ইতোমধ্যে জবে আছেন তারা আমাদেরকে এই প্রশ্নের ব্যাপারে সাহায্য করছেন।মিটিং এরেঞ্জ করে আমরা আলোচনা করি কিভাবে ইন্টারভিউ-তে আমরা সফল হবো। MIT ট্রেইনার আমাদেরকে বিশ্বাসী হতে সাহায্য করেন। তানজিমা রহমান মূলত হেলথকেয়ার, ফিন্যানশিয়াল, টেলি কমিউনিকেশন, মিডিয়া লাইন এইসব জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তবে তার মূল ফোকাস হচ্ছে হেলথ কেয়ার সেক্টরে।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে MIT সম্পর্কিত নানান কার্যক্রম ও সুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন রোকেয়া দীপা এবং কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন এইচ বি রিতা। মাসের প্রতি বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক সময় রাত ন'টায় প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার "টক অফ দ্য উইক" অনুষ্ঠানটি সরাসরি ফেসবুক পেইজে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে।

বাসা ভাড়া

বাসা হবে। জ্যামাইকায় হলিস এভিনিউতে ৩ বেড, ২ বাথরুম বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 917- 724-3329.

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সম্পুর্ণ রেনোভেটেড একটি এক বেডরুমের বেইসমেন্ট এপার্টমেন্ট (১ টা বেডরুম, ১ টা লিভিং রুম, ১টা কিচেন, ১ টা ফুল বাথরুম) জ্যামাইকার ৯১ এভিনিউ আর ১৮৭ স্ট্রিটের কোনায় প্রাইভেট বাসার বেইসমেন্টে এখন থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া মাসিক ১,২০০ ডলারস গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, হিট, ওয়াইফাই সহ। দয়া করে কল করুন সাঈদ: ৩৪৭-২৬১-৪০৬৭। ব্রোকার ফি নাই। মসজিদ, বাস, ট্রেন, সুপারমার্কেট, পাবলিক এবং ইসলামিক স্কুল বাসার নিকটে।

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া

২১-২৩-৪৭ স্ট্রিট, ডিটমার্স এভিনিউ, এ্যাস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক এ দুইজন বাচেলারের জন্য ১ fi নভেম্বর থেকে ওয়াকিং লেভেল সেমি বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। N যোগাযোগ: 347-671-3578

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটের 37 Ave আপনা বাজারের কাছাকাছি একজন ছাত্রী/কর্মজীবি মহিলার কাছে রুম ভাড়া দেওয়া হবে।রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: 347-237-3171

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড 184 এস্টেট, স্টুডিও এটাচ বাথরুম সহ একটি রুম ভাড়া হবে, একজন অথবা ২ জনের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে যোগাযোগ: 718-880-1468

গ্যাস স্টেশন এবং কনভিয়েন্স স্টোর বিক্রয়

জরুরী ভিত্তিতে কানেকটিকাটে মনোরম এবং ব্যস্ত লোকেশনে দুইটি গ্যাস স্টেশন এবং কন-ভেনিয়েন্স স্টোর বিক্রয় হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন: 646-403-6818

শিশু পার্ক ও খামার বিক্রয় হবে

রাজবাড়ী পাংশা-নাঙ্গলবাধ নির্মাণাধীন ব্রীজের সন্নিকটে শৈলকুপা রোডে ৪৮০ শতাংশ জমিসহ শিশু পার্ক (সরকারী অনুমোদিত) ধানের চাতাল, মাছের চাষ, নয়টি পুকুর, গরুর খামার, ৭০০ ফলাদি ও বনজ গাছসহ বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ: 516-814-1931 ঢাকা: +8801712371951

বাণিজ্য চুক্তি থেকে চার দেশকে বহিষ্কার করল যুক্তরাষ্ট্র

মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বাণিজ্য চুক্তি থেকে চারটি দেশকে বহিষ্কার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। চারটি দেশই আফ্রিকার দেশ। দেশগুলো হলো উগান্ডা, গ্যাবন, নাইজার ও মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ও গণতান্ত্রিক শাসনের দিকে কোনো অগ্রগতি না থাকায় দেশ চারটিকে বাণিজ্য চুক্তি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০০০ সালে আফ্রিকার দেশগুলোকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ দেখাতে ও সহযোগিতা করতে আফ্রিকার গ্রোথ অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট (অ্যাগোয়া) করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। সেই চুক্তির আওতায় এই চারটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুবিধা পেয়ে আসছিল। এই সুবিধার আওতায় সাব-সাহারা অঞ্চলের দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রে বিনা শুল্কে ১৮ শতাধিক পণ্য রপ্তানি করতে পারত।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, নাইজার ও গ্যাবন—উভয় দেশই চলতি বছরে সামরিক অভ্যুত্থানের পর বর্তমানে সামরিক শাসনের অধীন—অ্যাগোয়া চুক্তির জন্য অযোগ্য। কারণ, এই দেশ দুটি রাজনৈতিক বহুত্ববাদ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ধারাবাহিক অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও উগান্ডাকে বাণিজ্য চুক্তি থেকে বহিষ্কারের বিষয়ে বাইডেন বলেন, এই দেশ দুটির সরকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারের মানদণ্ড চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে।

গত মে মাসে মার্কিন সরকার জানিয়েছিল, উগান্ডা সমলিঙ্গবিরোধী আইন পাস করায় তারা দেশটির ওপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার চিন্তাভাবনা করছে। পাশাপাশি অ্যাগোয়া থেকে দেশটিকে বহিষ্কার করার কথাও ভাবছে।

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজের 210 স্টিটে দুই রুম, ফুল বাথ, রান্নাঘর কমন স্পেস ভাড়া হবে। যোগাযোগ 917-293-6640

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১৪০ স্ট্রীট, ১৩০ এভিনিউর কর্নারে মনোরম পরিবেশে ২য় তলায় ৩ বেডরুম, লিভিং/ ডাইনিং, কিচেন/ বাথরুমসহ পুরো ফ্লোর ভাড়া হবে অতিসত্বর। যোগাযোগ: 516-495-0341, 929-372- 0451.

বাসা ভাড়া

আপনি কি বাসা ভাড়া দিতে চাচ্ছেন? আমার সাথে যোগাযোগ করুন, আমি আপনার বাসা অতিদ্রুত ভাড়া দিতে সাহায্য করবো। যোগাযোগ: জান্নাত রহমান (Realtor) 917-582- 2582.

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে
দুই- বেডরুম, এক- বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে। Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 to schedule a visit

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা পার্সন্স বুলেভার্ড এলাকায় এফ ট্রেনের কাছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের বড় বেডরুম নভেম্বর মাস হতে ভাড়া হবে। একজন মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী যোগাযোগ করতে পারেন। 347-656-0360

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

বাসা ভাড়াউডসাইডে সুন্দর ও মনোরম 1 পরিবেশে ৪৬ স্ট্রীট ৭ টেনের কাছে ১লা অক্টোবর হতে ২ বেডরুমের বাসা ভাড়া a দেয়া হবে। যোগাযোগঃ 718-808-2049, 718-808-3360.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউড ৮৭ এভিনিউ এবং ১৫০ স্ট্রিটের ইন্টার সেকশনে সুন্দর পরিবেশে সেমি বেজমেন্টে ২ বেডরুম, ওপেন স্পেস, কিচেন ও ফুল বাথরুম সহ পহেলা অক্টোবর থেকে ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশ পথ, E ও F ট্রেন ও মসজিদ সন্নিকটে। ছোট পরিবার অথবা স্টুডেন্ট অগ্রাধিকার যোগ্য। যোগাযোগ :929-321-3450

এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া

বাসা এভিনিউ/১৭০ স্ট্রীট এফ ট্রেনের কাছে ৩য় তলায় এক বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার । 646-256-1766, 718-844- 8731.

রুম ভাড়া

বড় দুটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে।কিচেন শিয়ার।সার্টফিন ব্লোবার্ড এবং হিলসাইড এবিনিউতে।F,E,air train ,bus station, মসজিদ,মাদ্রাসা,বাঙ্গালী গ্রোসারী সব কিছু অতি নিকটে।বাসা এখন খালি আছে। ৯২৯৩২৮৫০৪২

বেসমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় নতুন বেসমেন্ট ভাড়া হবে (109-47156 st) নতুন বাসায় ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ছোট পরিবারের নিকট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-774- 6684 OR 570-8170-821

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউহাইড পার্ক, হি- লসাইডের সাথে সম্পূর্ণ নতুন. রিনোভেটেড এবং ফুল ফার্নিশড করা ১ বেড রুম, কুইন সাইজ বেড এবং বড় সাইজের লিভিং রুম, সাথে সিঙ্গেল বেড ফুল কিচেন ও বাথরুম আলাদা এন্ট্রেন্স, ফুল এসি ও হিটিং, কার পার্কিংসহ অক্টোবর থেকে ভাড়া দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন মেয়ের নিকট। যোগাযোগ: 929-474-4750

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিস্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকার হলিসে ৯৯ এভিনিউ এবং ২০৫ প্লেসে প্রাইভেট হাউজে ১টি রুম ১জন অধূমপায়ী মুসলমান ব্যাচেলার ছেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। মসজিদ অতি কাছে। সাবওয়ে, বাস এবং গাড়ি পার্কিং এর আছে। 718-413-5088

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

২১০ স্ট্রীট এবং ১৩ এভিনিউ, কুইল ভিলেজ-এ নিরি- বিলি পরিবেশে ২ বেডরুমের ইট-ইন কিচেন সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন রিনোভেটেড। যোগাযোগ: 917-617-1414.

বেসমেন্ট ভাড়া

১লা নভেম্বর থেকে জ্যামাইকা হলিসে ১০৪ এভিনিউ ও ১৮৮ স্ট্রিটে একটি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ছোটো ২ ব্লকের মধ্যে Q3 বাস। ১৭৯ স্ট্রিটে F ট্রেন ৫ মিনিট । শুধু মাত্র ব্যাচেলার দের জন্য। যোগাযোগ: 929-712-2065/ 929-602-5404

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

183-42 Ar- cade Ave. Saint Albans, Q-83 and Q-3 Bus সংলগ্ন একটি ১ বেডরুম, কিচেন, ১ বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-421-9451, 516-430-3221.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

165 st and liberty ave, Jamaica. Close to Subway (7 min) and bus (1min) station. সম্পূর্ন নতুন 2 master বেডরুম এবং লিভিং রুম সাথে ডাইনিংয়ের জায়গা। Ready to move Contact: 929-485-5608.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার - মান্নান গ্রোসারী, টেলিপার্ক এবং এফ ট্রেনের সন্নিকটে দু রুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। 347-259-2954,

বেসমেন্ট ভাড়া

২ বেডরুম, বড় লিভিং এবং কিচেন। সেমিবেসমেন্টে ফ্যামিলি আবশ্যক। নভেম্বর ১ তারিখ থেকে। হিলসাইড থেকে ৮/৯ ব্লক এবং কিউ- ৩ বাস বাসার সামনে। জ্যামাইকা Farmers Blvd. and 104 Ave. যোগাযোগঃ 917-582- 4293.

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের অতি নিকটে (৬৯-১৭ নর্দার্ন বুলেভার্ড) একটি বাংলাদেশী গ্রোসারীতে কাজ করার জন্য মিট কাটার/ স্টোর হেলপার আবশ্যক। 646-250-7975.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

ঢাকায় বসবাসরত এবং ইডেন কলেজে স্নাতক (প্রথম বর্ষ) অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর কাকা New York

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

প্রফেসর পিতামাতার কন্যা, ডাক্তারি কমপ্লিট, রেসিডেন্সির করার অপেক্ষায় আছে, স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসরত, বনেদি পরিবারের (২৬-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি পাত্র চাই । +8801644971287
(WhatsApp + Viber) biyerk-hon@gmail.com

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। ৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগঃ 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্রী চাই

বাংগালি আমেরিকান অবিবাহিত ধার্মিক প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনিয়ার ৪০ পাত্রের জন্য অনুদ্ধ ৩৫ বয়সী কানাডা আমেরিকান মার্জিত, সুশ্রী ধার্মিক পাত্রীর সন্ধানে। ফোন 203-559-6862

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩8 + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ এআর ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার। যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স
- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেলস ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন
- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীণকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE — NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়

সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile · h2o · T-Mobile · univision mobile · Lycamobile

Ph: (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন

নিউজার্সির হেল্ডন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউজার্সির হেল্ডন সটিতে বাংলাদেশি কমিউনিটি সংগঠক জালাল উদ্দিন শহরের প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে শপথগ্রহণ করেছেন। ২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার হ্যাল্ডন সিটি হলে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জালাল উদ্দিন শপথ গ্রহণ করেছেন। সিটি মেয়র মাইকেল জনসন শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

জালাল উদ্দিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁর বোন, নিউজার্সির একমাত্র বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নির্বাচিত কাউন্সিল উওম্যান শেপা উদ্দিন সহ পরিবারের লোকজন উপস্থিত ছিলেন। জালাল উদ্দিনের জন্ম নিউজার্সির প্যাটার্সনে। বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার কচুয়া গ্রামের লম্বা বাড়ির মরহুম হাজী আজম উদ্দিন তাঁর বাবা। জালাল উদ্দিনের গর্বিত মা ফৌজিয়া উদ্দিন প্যাটার্সনেই বসবাস করেন।

উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির গোড়াপত্তনে মরহুম আজম উদ্দিন এক পথিকৃতের নাম। ২০২২ সালের ১৬ মে তিনি ইন্তেকাল করেন। একজন সমাজসেবী এবং কমিউনিটি গঠনে দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় আজম উদ্দিন প্যাটার্সনের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে গেছেন।

হেল্ডন সিটির প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেয়ার পর জালাল উদ্দিন তাঁর মরহুম পিতাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমাদের বাবা চাচারা যে কমিউনিটির জন্য কাজ করে গেছেন, সে কমিউনিটির জন্য নিজেকে নিবেদিত করা নিজের কর্তব্য মনে করি। অর্থনীতিতে স্নাতক জালাল উদ্দিন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিসেবে একটি মার্কিন কোম্পানির পেশাজীবী। নিজস্ব পেশার ব্যস্ততার মধ্যেও কমিউনিটির কাজকর্মে নিজেকে দীর্ঘদিন থেকে নিয়জিত রেখেছেন। জালাল উদ্দিন বলেন, যে কমিউনিটি আমাদের অনেক দিয়েছে, সে কমিউনিটিকে সেবা করার মাধ্যমে আমি তা শোধ করার চেষ্টা করতে পারি।

জালাল উদ্দিনের বোন নিউজার্সির হ্যামিল্টন টাউনশিপের নির্বাচিত কাউন্সিল উওম্যান শেপা উদ্দিন ভাইয়ের অর্জনে উৎফুল্ল। তাঁর প্রতিক্রিয়ায় শেপা উদ্দিন বলেন, বাবা মা আমাদের আমেরিকার বহুজাতিক সমাজে শুধু নিজেদের জন্য জীবন, এ শিক্ষা দেন নাই। কমিউনিটির জন্য কাজ করাকে পারিবারিক শিক্ষা উল্লেখ করে তিনি বলেন বলেন তাঁর ভাই জালাল উদ্দিন একজন ভালো সংগঠক। হেল্ডন শহরের প্ল্যানিং বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জালাল উদ্দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

ইউরোপকে জরুরি পদক্ষেপ নিতে বললেন স্পেনের মন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনে চলমান ‘পরিকল্পিত গণহত্যার’ বিরুদ্ধে ইউরোপকে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্পেনের এক মন্ত্রী। গতকাল রোববার মাদ্রিদে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ কর্মসূচির সময় সাংবাদিকদের সামনে একথা বলেন তিনি।

ভারপ্রাপ্ত সামাজিক অধিকার মন্ত্রী আইয়োনে বেলারা তাঁর এ বক্তব্য সামাজিক মাধ্যম এক্স প্ল্যাটফর্মে (সাবেক টুইটার) শেয়ার করেন বলে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদোলুর এক প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বেলারা সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ আমরা দেশের ও ইউরোপের সেসব জনগণের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করছি, যাঁরা পরিকল্পিত এ হত্যাকাণ্ডের সমাপ্তি চান, ইসরায়েল রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত ফিলিস্তিনি জনগণের জাতিগত নিধনের সমাপ্তি চান।’

স্পেনসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছেন না উল্লেখ করে বেলারা বলেন, ‘আমরা পরিকল্পিত এ গণহত্যায় জড়াতে চাই না এবং আমরা মনে করি, ইউরোপকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, ইউরোপকে এ দ্বিচারিতার জন্য চড়া মূল্য দিতে হবে।’

সামাজিক অধিকার মন্ত্রী আরও বলেন, ‘ইউরোপীয় ইউনিয়নের অবস্থান কী রকম যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের স্বার্থের দিকে ঝুঁকে গেছে, তা দেখে জনগণ বিস্মিত।’

ইউরোপের এ সুবিধাবাদী অবস্থান আজ পরিবর্তন করা যেতে পারে উল্লেখ করে মন্ত্রী ইউরোপের দেশগুলোকে ইসরায়েলের সঙ্গে সব কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থগিত করার আহ্বান জানান। এ ছাড়া ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সব রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর দৃষ্টান্তমূলক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানান তিনি।

আইয়োনে বেলারা

বেলারা বলেন, ‘আমাদের অবশ্যই নেতানিয়াহুকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে নিয়ে যাওয়া উচিত, যেন তাঁর যুদ্ধাপরাধের বিচার করা যায়। আমি জোর দিয়ে বলছি, আমাদের নীরবতা দিয়ে নয়, এই অপরাধে সহযোগিতা করেও নয়, আমাদেরই প্রয়োজন ইউরোপীয় ইউনিয়নের পদক্ষেপ।’

৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় গাজার স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এতে ১ হাজার ৪০০ জন নিহত হয় এবং দুই শতাধিককে জিম্মি করা হয়। এর জবাবে গাজায় আকাশ ও স্থল হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৫। এর মধ্যে ৩ হাজার ৩৪২টি শিশু। এ ছাড়া নিহতদের মধ্যে ২ হাজার ৬২ জন নারী এবং ৪৬০ জন বৃদ্ধ।

গতকাল ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র দানিয়েল হাগারি ঘোষণা করেন, ইসরায়েল অভিযানের পরিসর বাড়াচ্ছে এবং হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করতে যাচ্ছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতি

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

২৭ অক্টোবর শুক্রবার আরব দেশগুলোর পক্ষে সাধারণ পরিষদের বৈঠকে গাজায় যুদ্ধবিরতি- প্রস্তাবটি তোলে জর্ডান।

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় মানবিক কারণে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিপুল ভোটে পাস হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে সাধারণ পরিষদের ১২০ সদস্য। বিপক্ষে ভোট দিয়েছে ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৪ সদস্য। অন্যদিকে ৪৫ সদস্য ভোটদানে বিরত ছিল।

সাধারণ পরিষদে তোলা উত্থাপিত প্রস্তাবটিতে গাজায় অবিলম্বে একটি টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মধ্য দিয়ে মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ সরবরাহ নিরাপদ করা, অঞ্চলটির উত্তরাংশের বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার ব্যাপারে ইসরায়েলের নির্দেশ বাতিল করা, এই যুদ্ধে সব বেসামরিক জিম্মিকে মুক্ত করার কথা বলা হয়। প্রস্তাবটিতে সরাসরি হামাসের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

ভোটের আগে জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আয়মান সাফাদি বলেন, ‘এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অর্থ এই অর্থহীন যুদ্ধ, এই বুদ্ধিহীন হত্যাকাণ্ডকে অনুমোদন করা।’ অন্যদিকে, ইসরায়েল ভোটের এই ফলাফলকে ‘কলঙ্কজনক’ বলে নিন্দা করেছে।

জাতিসংঘে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান বলেছেন, ‘যুদ্ধবিরতি মানে হামাসকে আবার অস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়ার জন্য সময় করে দেওয়া। এই ভোটের উদ্দেশ্য শান্তি আনা নয়, এর অর্থ ইসরায়েলের হাত বেঁধে রাখা।’

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব মেনে চলার ব্যাপারে কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। তবে

মুসলিমদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ইস্যুতে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

উত্তর আমেরিকা অফিস

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনার্ল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় যেতে পারলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিতর্কিত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা বহালের বিষয়ে নতুন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। স্থানীয় সময় ২৮ অক্টোবর শনিবার রিপাবলিকান পার্টি আয়োজিত ইহুদি সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যে এমনটি জানিয়েছেন তিনি। তবে হামাস সমর্থনকারী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেবেন না। তাদের অভিবাসন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দেবেন। 'ক্ষমতার প্রথম দিনই আমি মুসলিমদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা ফেল বহাল করব,` বলেছেন ট্রাম্প।

২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার শুরুতেই ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেনসহ ইরাক এবং সুদান থেকে ভ্রমণকারীদের প্রবেশের উপর ব্যাপক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। আদেশটিকে সুনির্দিষ্টভাবে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক হিসেবে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়। ট্রাম্পের কঠোর-অভিবাসন বিরোধী এজেন্ডাসহ নিষেধাজ্ঞাগুলো তার নির্বাচনি প্রতিশ্রুতির কাছাকাছি ছিল। তবে জো বাইডেন ২০২১ সালে তার দায়িত্ব নেয়ার প্রথম সপ্তাহে ট্রাম্পের সেই বিতর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন।

এর আগে ১৭ অক্টোবর ডোনাল্ড ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন,গাজার শাসকগোষ্ঠী ও সশস্ত্র সংগঠন হামাসকে সমর্থনকারী এবং ইহুদি-বিদ্বেষী যেকোন মার্কিন অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বের করে দেয়া হবে। যদি দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় যেতে পারেন, তবে হামাস সমর্থনকারী অভিবাসনপ্রত্যাশীদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেবেন না।

ভিজিট বা ষ্টুডেন্ট অথবা ট্রানজিট (সি-১) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংবা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে আগতদের আমেরিকায় বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ নিন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
আমরা ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসা প্রসেস করি এবং বাংলাদেশে বসবাসরতদেরও ইবি-থ্রি ভিসার মাধ্যমে আমেরিকায় নিয়ে আসতে সহায়তা করি।
ভিজিটরদের আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং ব্যবসায় শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা-অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
মনে রাখবেন আপনাকে গ্রীনকার্ড আপনার স্বামী বা স্ত্রী দেয়নি, দিয়েছে ইউএসসিআইএস। সুতরাং আপনার গ্রীনকার্ড নস্ট করার কোন ক্ষমতা আপনার স্পাউসের নেই।
এবং আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - চলে আসুন আমাদের কাছে। আমরা গ্রীনকার্ড (I-485) এপ্লিকেশনও প্রসেস করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
(718) 839-5812
163-10 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

বাসা ভাড়া
ফ্ল্যাশিং কলেজ পয়েন্ট বুলেভার্ড সেমিবেসমেন্টে ২ বেড রুমের একটি বাসা ছোট পরিবারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যাতায়াতের ভাল ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগঃ 646-318-3298, 646-318- 3299

বাসা ভাড়া
ব্রুকলীন এ ট্রেন টু Utica Ave. / Fulton St. সাবওয়ে এবং জে ট্রেন টু Gates Ave. সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার গ্যাসসহ। যোগাযোগ: ফোন: 718-574- 5679.

Convenience Store
জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees
Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ
Utpal Chowdhury, MD.
Board certified internal medicine
Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা
- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টিকা
- চর্মরোগ
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- ব্যাকের ব্যাথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES
- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.
40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373   167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ায় আব্দুল লতিফকে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি ও আন্তর্জাতিক প্রধান সমন্বয়কারী আব্দুল লতিফ সম্রাটকে অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র পক্ষ থেকে বিশিষ্ট রাজনীতিক আব্দুল লতিফ সম্রাটকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ায় । ২৩ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি গিয়াস আহমেদেও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় জাসাস-এর আহ্বায়ক চিত্রনায়ক হেলাল খান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিক রিটা রহমান, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও কণ্ঠশিল্পী বেবী নাজনীন, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্ল, কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন ভূইয়া), বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, কেন্দ্রীয় যুবদলের সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ইলিয়াস খান।

> করতে উৎসাহিত হবেন। বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক সরকারে পরিণত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের পক্ষ থেকে আব্দুল লতিফ সম্রাটকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ও কাজী আযম, সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া, বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, মোশাররফ হোসেন সবুজ, যুবদল নেতা ভিপি জহির মোল্লা, বিএনপি নেতা আব্দুল খালেক, যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান, জাসাস-এর আহবায়ক মোহাম্মদ রহমান সায়েম, সাইফুর খান হারুন, শাহাদৎ হোসেন রাজু প্রমুখ।

সভায় বক্তারা কেন্দ্র কর্তৃক সংবর্ধিত অব্দুল লতিফ সম্রাটের মূল্যায়নে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, প্রবাসের নেতাদের মূল্যায়ন করে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেওয়ায় নেতা-কর্মীরা দল ও দেশের জন্য কাজ করতে উৎসাহিত হবেন। বক্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে বলেন, শেখ হাসিনার সরকার স্বৈরাচারী, অগণতান্ত্রিক সরকারে পরিণত হয়েছে। এই সরকারে প্রতি দেশের জনগণ আর বিদেশীদের কোন সমর্থন নেই। তাই ভোটার বিহীন নির্বাচনের সরকারের প্রতি দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক দফার আন্দোলনে এগিয়ে যাচ্ছে। বিএনপি শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ নেবে না। বক্তারা বলেন, দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সময়ের দাবী। এই দাবীতে বিএনপি'র পাশে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তারা বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবী জানান।

২৫ সাংবাদিক নিহত ইসরাইলের হামলায়

সিপিজের বিবৃতি

উত্তর আমেরিকা অফিস

২৯ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন চলমান ফিলিস্তিন-ইসরায়েল চলমান সংঘাতে। এরমধ্যে ২৫ জন নিহত হয়েছেন ইসরায়েলের হামলায়। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা বৈশ্বিক সংগঠন ২৭ অক্টোবর শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

সিপিজে জানায়, ওই নিহত সাংবাদিকদের মধ্যে ২৪ জন ফিলিস্তিনি, ৪ জন ইসরায়েলি ও ১ জন লেবাননের নাগরিক রয়েছেন। এ ছাড়া ৮ সাংবাদিক আহত ও ৯ জন নিখোঁজ অথবা আটক অবস্থায় থাকার খবর জানতে পেরেছে সিপিজে। সিপিজে তাদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য তুলে ধরেছে।

সিপিজে বলেছে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের সংঘাতের দিন থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত এসব সাংবাদিক হতাহত, নিখোঁজ বা আটকের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও নিজস্ব সূত্রের মাধ্যমে হতাহত সাংবাদিকদের তথ্য জোগাড় করেছে সিপিজে।

সিপিজের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসব সাংবাদিক মোট ১৭টি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হন হামাস-সমর্থিত রেডিও আল-আকসার। এই সংবাদমাধ্যমের ৭ সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

নিহত অন্য সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ভিডিওগ্রাফার ইয়াম আবদুল্লাহ। ১৩ অক্টোবর লেবাননে ইসরায়েলি গোলা নিক্ষেপের ঘটনায় তিনি নিহত হন। সাইদ আল-তাওয়েল নামের এক সাংবাদিক ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হন। তিনি আল-খামাসা নামের ফিলিস্তিনের একটি অনলাইন সংবাদমাধ্যমের প্রধান সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ৪ জন ফ্রিল্যান্সার সাংবাদিক। তাঁরা সবাই ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনে নিহত হন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা গাজায় অবস্থান করা সাংবাদিকদের নিরাপত্তার কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারবে না।

কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের ফেরাতে সবকিছু করছে ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

কাতারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবেক আট কর্মকর্তাকে ফেরাতে সবকিছু করছে দিল্লি। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর সোমবার দণ্ডিতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে এ মন্তব্য করেন।

পরে সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জয়শঙ্কর লেখেন, আমরা আপনাদের শঙ্কা ও ব্যথা অনুভব করতে পারছি। তাঁদের মুক্তির জন্য ভারত সরকার সব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তাঁদের মুক্ত করা আমাদের অগ্রাধিকারের মধ্যে রয়েছে।

একই দিন ভারতের নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমারও সাংবাদিকদের প্রায় একই ধরনের কথা বলেছেন। হরি কুমার বলেন, আমাদের কর্মকর্তাদের মুক্ত করতে সব কিছুই করছে সরকার।

এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করার অভিযোগে ভারতের আট নাগরিককে গত বৃহস্পতিবার কাতারের একটি আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। কাতারের এ শাস্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে গভীর বেদনাদায়ক বলে মন্তব্য করেছে ভারত। পাশাপাশি সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানায় দেশটি।

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সবাই ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবেক কর্মকর্তা।

ইসরায়েলিদের খোঁজে রাশিয়ার বিমানবন্দরে বিক্ষুব্ধ জনতার হামলা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়ার মুসলিম-অধ্যুষিত ককেশাস প্রজাতন্ত্রের দাগেস্তান বিমানবন্দরে গতকাল রোববার ইসরায়েল থেকে একটি ফ্লাইট আসার গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এতে ইহুদিদের সন্ধানে বিক্ষুব্ধ জনতা বিমানবন্দরে ব্যাপক হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছে।

এ সময় ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের ২০ জনের মধ্যে ১০ জন পুলিশ ও ১০ জন বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মুসলিম-অধ্যুষিত এই অঞ্চলে হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

রাশিয়ার সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট জানিয়েছে, তেল আভিভ থেকে একটি বিমান এসেছিল। প্রচুর মানুষ ইহুদি-বিরোধী স্লোগান দিয়ে বিমানের দিকে ধেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, কিছু মানুষ ফিলিস্তিনি পতাকা নাড়ছেন।

ভিডিওতে আরও দেখা গেছে, কিছু মানুষ টার্মিনালের দরজা ভেঙে রানওয়ে পর্যন্ত চলে যান। অন্যরা যে সব গাড়ি বিমানবন্দর থেকে বেরোচ্ছিল, সেগুলি চেক করতে শুরু করেন।

প্রচুর মানুষ বিমানবন্দরে ঢুকে যান। বিমানবন্দরটিকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিমানগুলোকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে সরকারিভাবে জানানো হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। আইনরক্ষকেরা তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

ভিডিওতে একজন বিক্ষোভকারীকে প্ল্যাকার্ড হাতে দেখা গেছে। সেখানে লেখা ছিল, 'দাগেস্তানে শিশু হত্যাকারীদের কোনো স্থান নেই।'

এদিকে ফ্লাইট রাডার ওয়েবসাইট জানায়, তেল আবিব থেকে একটি রেড উইংস ফ্লাইট স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টার দিকে মাখাচকালায় অবতরণ করবে।

তবে স্বাধীন রাশিয়ান মিডিয়া আউটলেট সোটা জানায়, এটি একটি ট্রানজিট ফ্লাইট ছিল। দুই ঘণ্টা পর মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করে।

এই ঘটনার পরেই রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে ইসরায়েল আবেদন জানিয়ে বলেছে, তারা যেন ইসরায়েলি ও ইহুদিদের নিরাপদে রাখার জন্য ব্যবস্থা নেন।

দুই কবিকে স্মরণ এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবিতা

জলি আহমেদ

২২ অক্টোবর রোববার নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে সদ্য প্রয়াত কবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদ চৌধুরী এবং কবি জীবনানন্দ দাশের প্রয়াণ দিবসে এই দুই কবিকে স্মরণ এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবিতা পাঠ ও আলোচনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক কামরুজ্জামান বাচ্চুর শুভেচ্ছা বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ইংরেজি ও বাংলা ভাষার লেখক, কবি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসিন আলী, কবি ফকির ইলিয়াস, কবি কাজী আতিক ও বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেতা আহম্মেদ শরীফ।

অতিথিরা স্মৃতিচারণ, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশ নেন। আবৃত্তিতে অংশ নেন আহম্মেদ শরীফ, সেলিম ইব্রাহীম, ফারহানা ইলিয়াস তুলি, কবি কামরুজ্জামান বাচ্চু, কবি আবু তাহের চৌধুরী ও সুধাংশু মন্ডল। স্মৃতিচারণ ও সংগীত পরিবেশন করেন মেহরুন আহমেদ ও জায়বুন নেছা। স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নেন সাহিত্য অ্যাকাডেমির পরিচালক মোশারফ হোসেন, বরিশাল সমিতি এবং কমিউনিটি নেতা ও প্রহেলথ হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট মামুনুর রশিদ মামুন, সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির, অধ্যাপক শফিউল আজম, কাজী রবি-উজ জামান, লোন কনসালট্যান্ট সাঈদ রহমান, ফ্রেস সুপার মার্কেটের প্রেসিডেন্ট ও বরিশাল সমিতির নেতা আকতারুর রহমান মামুন। অতিথি ও সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঠিকানার নিউজ এডিটর সহীদুল ইসলাম, নিউ জেনারেশন নিউজের সম্পাদক আমান-উদ-দৌলা, এনআরবিসি টিভির জলি আহমেদ প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল সমিতির নেতা লুৎফর রহমান লাতু,লস্কর মাইজুর জুয়েল, ফয়সাল আহম্মেদ, হাসান মাহমুদ, সাথী আহম্মেদ, হাফিজ আহমেদ, আতিকুল খান, পিন্টু রহমান, স্কাইল্যান্ডের স্বত্বধিকারী মাসুদ মোর্শেদ ও রাহাত কাজীসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে বাংলার দুই নন্দিত কবির জীবন, কর্ম, সাহিত্যের মূল্যায়ন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাদের সাহিত্যকর্মের প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কবিতা ও প্রতিবাদ আলোচনা করা হয়।

আমীর খসরু গ্রেপ্তার, আটক আরও ২৭২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কাজী সেলিম সারোয়ার বলেন, গতকাল সকাল থেকে অনেক বাস চলাচল করেছে।

যাত্রীর অভাবে সদরঘাট ছাড়েনি অর্ধেকের বেশি লঞ্চ। তবে স্বাভাবিক ছিল ট্রেন চলাচল।

ভাঙচুর-আগুন

রাজধানীর উত্তরা ও মোহাম্মদপুরে দুটি বাসে আগুন দিয়ে অবরোধ সমর্থকেরা। তবে রাজধানীর অন্য কোথাও এ ধরনের সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে নারায়ণগঞ্জ শহরের কালীবাজার এলাকায় মিছিল বের করে উৎসব ও বন্ধন পরিবহনের দুটি বাসে ভাঙচুর চালান মহানগর বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

সন্ধ্যার দিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের টেংরা বাজারের বিএনপির কার্যালয়ের তালা ভেঙে ভাঙচুর চালান আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া বুধবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজবাড়ীর কালুখালীতে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে ককটেল বিস্ফোরণ ও মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়।

ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনীর লালপুলে চিনিবোঝাই একটি ট্রাকে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কের রাঙ্গুনিয়ায় দুটি বাস ভাঙচুর ও একটিতে আগুন দেওয়া হয়। ভোরে রাউজান উপজেলার উরকিরচর ইউনিয়নে বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর, ককটেল বিস্ফোরণ এবং এক আওয়ামী লীগ নেতাকে মারধর করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ ও মিছিল করেন বিএনপি-যুবদলের নেতা-কর্মীরা।

বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে শাখা ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এতে ছাত্রদলের চার নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা। এর আগে সকালে রাজশাহী মহানগরীর বিনোদপুরে ফাঁকা সড়কে ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ছাত্রদল।

বগুড়া শহরতলির তেলিপুকুর এলাকায় যুবদলের নেতা-কর্মীরা মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুর করেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বগুড়া শহরতলির বারপুর এলাকায় একটি খালি ট্রাকে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

সিলেটে সকাল থেকে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। পরে কয়েকটি স্থানে অবরোধ সমর্থকেরা বিক্ষোভ ও গাছের ডালপালায় আগুন ধরিয়ে রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করেন। পুলিশ এলে তাঁরা সরে যান। হবিগঞ্জের চুনারুঘাট বিএনপির নেতা-কর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

নতুন আটক ২৭৩

বিএনপি দাবি করেছে, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে তাদের ২৭৩ জনকে আটক করা হয়েছে। এর মধ্যে আগের দিন থেকে গতকাল সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় শুধু রাজধানীতেই ৯৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে স্বীকার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, তদন্তে যাঁর বিরুদ্ধে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাঁকে সে মামলায়ই গ্রেপ্তার দেখানো হচ্ছে।

গত ২৮ অক্টোবর রাজধানীর পল্টন এলাকায় নাশকতা ও এক পুলিশ সদস্য হত্যা মামলার প্রধান আসামি যুবদল নেতা ফয়সাল আহমেদ আপনকে গতকাল ভোরে পটুয়াখালীর গলাচিপা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা জেলা পুলিশ।

অন্যদিকে গত বুধবার রাত থেকে গতকাল পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও জামায়াতের ৮৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং বেনামি আরও ৪৫০-৫৪০ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তাঁদের মধ্য থেকে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের পথে হাঁটছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে বিরোধী নেতাকর্মীকে বেআইনি গ্রেপ্তার, হয়রানি এবং রাজপথে সহিংসতা আর দেখতে চায় না জাতিসংঘ।

এর আগে বাংলাদেশে চলমান বিক্ষোভে সহিংসতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় বলেছে, ধারণা করা হচ্ছে- ২৮শে অক্টোবর সহিংসতাকারীরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক। গত মঙ্গলবার কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে এ নিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, বাংলাদেশ যখন নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে তখন আমরা সকল রাজনৈতিক নেতাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, এ ধরনের সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য। আমরা তাদেরকে সহিংসতায় উসকানি সৃষ্টি করতে পারে এমন বিবৃতি প্রদান বা কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাই।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় থেকে বলা হয়, চলমান এই সহিংসতায় বেশ কয়েকজন মানুষ নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য, পথচারী ও বিরোধী দলের কর্মীরা রয়েছেন। গত ২৮শে অক্টোবর বিরোধী দলের বিক্ষোভকারীরা প্রধান বিচারপতিসহ অন্য কয়েকজন বিচারকদের বাসভবনে হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ৩০ জন সাংবাদিক বিক্ষোভকারী ও মোটরসাইকেলে চড়ে আসা মুখোশধারী ব্যক্তিদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, এই হামলাকারীরা ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক ছিলেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তর (ওএইচসিএইচআর) ঢাকায় প্রধান বিচারপতির বাসভবন, অন্য বিচারকদের বাসস্থান ও সাংবাদিকদের ওপর হামলা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছে, সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে হাইকমিশনারের দপ্তরের ওই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। মন্ত্রণালয় বলেছে, বিরোধী বিএনপির কর্মীরা ওই হামলা করেছে। আর হাইকমিশনারের দপ্তর দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিএনপির অপপ্রচারের ফাঁদে পড়েছে।

জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান বিএনপির ফাঁদে পড়ে যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে এমন বিবৃতি প্রদান করে , সেখানেও সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বেশ কয়েকমাস থেকেই প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তৎপর রয়েছেন। নির্বাচন কমিশন অফিসে সরাসরি উপস্থিত হয়েও তিনি বৈঠক করছেন। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বহু দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে। কোনো মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে এভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে দেখা যায় না। বাংলাদেশ নিয়ে মার্কিন কর্তৃপক্ষের এহেন দৌড়ঝাঁপের পেছনে ভিন্ন কোন কারণ আছে কি না, এ নিয়েও বিশ্লেষক মহলে জোর আলাপ চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের এমন বেপরোয়া অবস্থানের পেছনে বিএনপির প্রভাব রয়েছে বলে সরকারি মহল থেকে বলা হচ্ছে। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি এবং বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সাথে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বৈরী সম্পর্কের পেছনে বিএনপি আদৌ কোন ভূমিকা না পালন করলেও, বিএনপির লোকজনের কথাবার্তায় মনে হয়, আমেরিকা তাদের ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে।

আন্দোলন করে সরকার পতন করার অতীত ইতিহাস রয়েছে বাংলাদেশে। যদিও একের পর এক আন্দোলনে ব্যর্থতারই পরিচয় দিচ্ছে বিএনপি। সর্বশেষ তিনদিনের অবরোধে চোরাগোপ্তা হামলা হয়েছে। গাড়ি পুড়েছে। মামলার সংখ্যা বেড়েছে। সরকারের কঠিন পীড়ন আরও কঠিন হয়েছে। এমন চাপ মোকাবেলা করে বিএনপি তাদের মিত্রদের নিয়ে সরকার ফেলে দেয়াড় মতো কোন আন্দোলন আর করতে পারবে, এমন কথা সরকারি পক্ষ এখন আমলেই নিচ্ছে না।

একতরফা নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিদেশিদের ইচ্ছা বা পরামর্শে দেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সরকার নির্বাচন করবে জাতীয় পার্টিকে নিয়ে, স্বতন্ত্র লোকজন এবং দলছুট লোকজনের অংশ গ্রহণ থাকবে। এমন নির্বাচনে ব্যাপক ভোটার উপস্থিতির সম্ভাবনা নেই। যদিও সরকার চেষ্টা করবে ভোটার উপস্থিতি বাড়ানোর। ব্যালট কারচুপির মাধ্যমে ব্যাপক অংশগ্রহণের নির্বাচন হয়েছে , এমন দেখানোর চেষ্টা করাটাও হিতে বিপরীত হতে পারে।

আশঙ্কা করা হচ্ছে, একতরফা নির্বাচনের পরই আসল খেলা শুরু হবে। আমেরিকা সহ পশ্চিমা দেশগুলোর পরামর্শ ও তাগিদ উপেক্ষা করার ফলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা সহ আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হয়ে উঠতে পারে। দেশের অর্থনীতি এমনিতেই দুর্বল হচ্ছে দিনদিন। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে আসছে দ্রুত। ডলারের মূল্য লাফিয়ে বাড়ছে। এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ। দেশকে যারা খেলার মাঠ বানিয়েছেন, তারা বিকারহীন থাকতে পারলেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের সাধারণ মানুষ।

বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠ এরমধ্যেই কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। খুব নীরবে প্রস্তুতি নিচ্ছে রক্ষণশীল মহলগুলো।

জামাতে ইসলামিসহ বাইরের মদদপুষ্ট চরম রক্ষণশীল রাজনীতির চারণভূমি হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। অনেকেই মনে করছেন, জামাতে ইসলামীসহ ধর্মাশ্রয়ী রাজনৈতিক মহল বসে নেই। আগামীদিনের রাজনীতির মাঠে এরাই প্রধান খেলোয়াড় হয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে খুব নীরবে। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনের পরপরই তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। অনিবার্য দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের দিকে যাচ্ছে বাংলাদেশ!

সংলাপে গুরুত্ব যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে যাতে সবাই একসঙ্গে কাজ করে, সে জন্য আমরা বাংলাদেশের সরকার, দেশটির বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি।' ভবিষ্যতেও এই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

আওয়ামী লীগ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি ভারতের সমর্থন তুলে ধরে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মিলার বলেন, 'এ নিয়ে আমি গতকালও কথা বলেছি। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের দায়িত্ব রাজনৈতিক দল, ভোটার, সরকার, নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের। শান্তিপূর্ণভাবে একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বাংলাদেশের মানুষ চায়। আমাদেরও চাওয়া এটাই।' নির্বাচনের আগে কূটনীতিকদের নিরাপত্তার বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের এই মুখপাত্র বলেন, তিনি আশা করেন বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের সরকারও ভিয়েনা কনভেনশন অনুসারে কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

এদিকে গতকাল সচিবালয়ে ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না—জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, উল্লেখযোগ্য কোনো আলাপ হয়নি। তিনি বলেছেন, 'সংলাপ হচ্ছে প্রধান হাতিয়ার। আমরা বলেছি, আমরা সব সময় সংলাপকে স্বাগত জানাই। সংলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত বলে আমরাও মনে করি।'

তবে সংবিধানের কাঠামোয় থেকে শর্তহীনভাবে কোনো রাজনৈতিক দল সংলাপে এলে স্বাগত জানানো হবে বলে জানান আসাদুজ্জামান খান। তিনি আরও বলেন, সংবিধান যেভাবে কাঠামো করে দিয়েছে, সেটা অনুসারে সংলাপ করতে হবে। সংলাপের বিকল্প নেই। সব অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার কথা তিনিও বলেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় বলছেন, "আমরা সবকিছু শান্তিপূর্ণভাবে করতে চাই। সংবিধান মাথায় রেখে আলোচনা করতে চাই। আমরা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চাই, সহিংসতা চাই না।" তিনি (প্রধানমন্ত্রী) আলাপ-আলোচনা করার জন্য সব সময় নির্দেশ দেন, যাতে পরিস্থিতি শান্ত থাকে, সেটা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।'

'সংলাপের বিষয়ে আপনারা (সরকার) কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কি না'—এ প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, 'যারা আসবে, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলব। শর্তহীনভাবে আসতে হবে। সংবিধানের কাঠামো মেনেই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সংবিধানের বাইরে যদি কেউ কিছু বলেন, তাহলে তো সেটা হবে না।'

নির্বাচন কমিশন ৪৪টি রাজনৈতিক দলকে ডেকেছে। বিএনপি জানিয়েছে, তারা আলোচনায় যাবে না। এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'সেটা তারা সব সময় বলে থাকে।...তারা সংলাপ চায় না, সহিংসতা চায়।'

শিগগিরই সমাধানে আসা উচিত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগামী জানুয়ারিতে আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এসব কথা লিখেছে লন্ডনের অনলাইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

এতে আরও বলা হয়, ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশে ক্ষমতায় আছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ। তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সাবেক মন্ত্রী এবং বিএনপির উচ্চপদস্থ নেতা আবদুল মঈন খান বুধবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, ভুয়া নির্বাচনে যাবে না বিএনপি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো। এই সরকার চাইছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাতে।

তাদের সেই ভুয়া নির্বাচনের উদ্দেশ্যকে আমরা বৈধতা দিতে পারি না। এর আগে এ বছরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই সরকারের অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার সুযোগ নেই। দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। জনগণের অধিকারকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। নিত্যপণ্যের উচ্চ মূল্য জনগণের দুর্দশা বাড়িয়েছে। গত রোববার তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

একই দিনে বিএনপি মঙ্গলবার থেকে তিন দিনের জন্য মহাসড়ক, রেল ও পানিপথে অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ব্যাপক প্রতিবাদ বিক্ষোভের ফলে সহিংসতা দেখা দিয়েছে। এতে লোকজন নিহত হয়েছেন। বুধবার ছিল অবরোধের দ্বিতীয় দিন। এদিন রাজধানী ঢাকায় একটি স্কুলের সামনে বাসে আগুন দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। স্থানীয় মিডিয়ার খবর সন্দেহভাজন আরেকজন পলাতক রয়েছে। একদিন আগে পুলিশ ও বিএনপি সমর্থকদের সংঘর্ষের সময় তিনজন নিহত হয়েছেন। ২৮শে অক্টোবর দু'জন পুলিশ সদস্য সহ কমপক্ষে ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কয়েকশত। সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি।

সহিংসতার জন্য বিএনপিকে দায়ী করছে কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে বিএনপি অভিযোগ করছে, তাদের মহাসমাবেশে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী অনুপ্রবেশ করে সহিংসতা ঘটিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেয়া হয়েছে।

স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে বলা হয়েছে, ২৮শে অক্টোবর মহাসমাবেশ চলাকালে সংঘটিত সহিংসতায় নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে ঢাকায় বিভিন্ন দূতাবাস ও হাইকমিশনে সাত পৃষ্ঠার একটি চিঠি দিয়েছে বিএনপি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই সহিংসতার নেপথ্যে কারা তা জানতে ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করছেন বিএনপি নেতারা। জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে বিএনপি। যেহেতু দেশ উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ও জীবন ধারণের খরচ বৃদ্ধির অবনতিশীল পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে, তাই পর্যবেক্ষকরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উচিত একটি দ্রুত সমাধানে আসা।

সম্প্রতি বিক্ষোভকারীদের ওপর অপ্রয়োজনীয় শক্তি ব্যবহারের জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে মানবাধিকার বিষয়ক এজেন্সিগুলো। বুধবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক উপপরিচালক মীনাক্ষি গাঙ্গুলি বলেছেন, নির্বাচনে বিরোধীদের অংশগ্রহণ ও ভোটের অধিকারের বিরুদ্ধে সরকার অব্যাহতভাবে দমনপীড়ন চালাচ্ছে বলে ক্রমবর্ধমান সহিংসতা নিয়ে অনেক বাংলাদেশি আতঙ্কিত। যখন বিরোধীদের টার্গেট করা হচ্ছে, হয়রান করা হচ্ছে এবং জেলে ঢোকানো হচ্ছে, তখন নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না একথাটা বলা উচিত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অংশীদারদের। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের উচিত এটা পরিষ্কার করে বলা যে, কর্তৃপক্ষ নির্বাচনে নিয়ম লঙ্ঘন করলে বাংলাদেশের সঙ্গে তারা স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত রাখবে না। বিরোধীদের বিরুদ্ধে গণগ্রেপ্তার ও তাদেরকে টার্গেট করার নিন্দা জানাতে হবে। একই সঙ্গে বলতে হবে বাংলাদেশ যদি এই নির্যাতনের পথ থেকে ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়, তাহলে পরিণতিতে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে।

মঙ্গলবার সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সদস্য ফারুক খান ও দলটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক শাম্মি আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বৃটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক। তিনি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি এবং একসঙ্গে কাজ করতে সব দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মঙ্গলবার বলেছেন, বাংলাদেশের বেশ কিছু অংশীদারের সঙ্গে সংলাপ চালাচ্ছে ওয়াশিংটন। তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশে আমরা যা চাই, বাংলাদেশের মানুষও তাই চায়। তা হলো একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা, জড়িত থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার কথা সেপ্টেম্বরে জানায় যুক্তরাষ্ট্র। মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের হাই কমিশনারের অফিস থেকে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের প্রতি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে যে, এমন সহিংসতা অগ্রহণযোগ্য। এমন বিবৃতি বা কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে বলা হয়, যা সহিংসতায় উস্কানি দেয়। ২৬শে অক্টোবর বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজভি সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দেশের কারাগারগুলো আমাদের নেতাকর্মীতে উপচে পড়ছে। বিএনপির অভিযোগ, এ বছর জুলাই থেকে তাদের কমপক্ষে ৫০০০ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নতুন শত শত মামলা দেয়া হয়েছে হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। জেলখানায় নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন বিএনপির বেশ কিছু নেতা। তাদের একজন শহিদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি বলেছেন, আটক রেখে তাকে প্রহার করা হয়েছে।

আটক বন্দিদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও অশোভন আচরণের সব অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। একই সঙ্গে এর সঙ্গে জড়িতদের জবাবদিহিতা করতে বলেছে।

আবার আলোচনায় মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে পুলিশের কিছু সদস্যের জড়িত থাকার ইঙ্গিত পাচ্ছে তারা।

এমন পরিস্থিতিতে সরকার বা বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কী করার আছে, এমন প্রশ্নে বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'তাঁদের (যুক্তরাষ্ট্র) প্রত্যাশার সঙ্গে আমাদের (বাংলাদেশের) প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটাতে হবে। খোঁজখবর রাখতে হবে। বিষয়গুলো একটু আগেভাগে বুঝে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগে থাকতে হবে।'

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশের দুজন কূটনীতিক জানান, বাংলাদেশ ইস্যুতে সক্রিয়, এমন কিছু মার্কিন ব্যক্তি ও লবিস্ট ফার্ম বাংলাদেশ পুলিশ ও বিভিন্ন পদধারী ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য দেশটির সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে চাপ দিয়ে চলেছে।

ঢাকায় কাজ করে যাওয়া সাবেক মার্কিন কূটনীতিক জন ডেনিলউইজ ৩০ অক্টোবর সোমবার এক এক্স (সাবেক টুইটার) পোস্টে বলেন, বাংলাদেশ পুলিশ অনেক আগে নাগরিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। বরং এটি একটি দমনমূলক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

ডেনিলউইজের এই সমালোচনা সম্পর্কে বাংলাদেশ পুলিশের দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

> যুক্তরাষ্ট্র শিগগির কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, দেশটি বাংলাদেশ সরকারের ওপর মহলে কাউকে না কাউকে আগেভাগে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে থাকতে পারে বলে এক কূটনীতিক জানান।

ডেনিলউইজ পুলিশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিদের জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ ও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ঢাকায় দেশটির এক কূটনীতিকের মত হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ২৮ অক্টোবরের ভূমিকার পাশাপাশি তাদের অতীত রেকর্ডও বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে।

কী ধরনের রিপোর্ট বা রেকর্ড বিবেচনায় নেওয়া হতে পারে, এমন প্রশ্নে মার্কিন ওই কূটনীতিক বলেন, মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব গোয়েন্দা রিপোর্ট, মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ঢাকার দূতাবাস ও পররাষ্ট্র দপ্তরের নিজস্ব বার্ষিক রিপোর্ট, জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ও অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টগুলো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

যুক্তরাষ্ট্র শিগগির কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে, দেশটি বাংলাদেশ সরকারের ওপর মহলে কাউকে না কাউকে আগেভাগে অনানুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে থাকতে পারে বলে এক কূটনীতিক জানান।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্ট গার্ডসহ বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ৩০ অক্টোবর সচিবালয়ে বৈঠক করেছেন। এ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে কি না, নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

তবে যুক্তরাষ্ট্র সাধারণত কোনো শক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সময় দেয় বলে জানান দেশটিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ইতিপূর্বে দায়িত্ব পালন করা হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, ভিসা নিষেধাজ্ঞার কথা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়েছিল গত ৩ মে। এরপর ওদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এ বিষয়ে ঘোষণা দেন ২৪ মে। আর ভিসা নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার কথা বলেছে ২২ সেপ্টেম্বর।

এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে মার্কিন কংগ্রেস ও সরকার ১৪ মাস সময় নিয়েছিল বলে হুমায়ুন কবির জানান।

মালালা : প্রতিবাদী নারীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আফতাব চৌধুরী

আধুনিক নারী শিক্ষা আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রতীক হল মালালা। কিন্তু কে এই মালালা? তার পরিচয় আমরা হয়ত অনেকেই জানি। পাকিস্তানের সোয়াত প্রদেশের সিংগোরা নগরের ১৫ বছরের কিশোরী মালালা ইউসুফজাই। মালালার বাবা জিয়া উদ্দিন একজন স্কুল শিক্ষক। বাবার কাছে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল সে, বাধ সাধল পাকিস্তানের তালেবানি উগ্রপন্থীরা। তালেবানিরা নারী শিক্ষার ঘোর বিরোধী। তারা সমন জারি করলো, 'পাকিস্তানে নারীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না।'

পাকিস্তানের বিশেষ করে সোয়াত প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালেবানরা এই বলে হুমকি দিল যে, মেয়েদের স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করতে হবে অন্যথায় এর পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর। ব্যক্তিগতভাবেও তারা অনেক পরিবারকে হুমকি দেয়, যেসব পরিবার থেকে মেয়েরা স্কুলে যাবে সেই সব পরিবারকেও শাস্তি দেওয়া হবে। তালেবানদের শাস্তির অর্থই হলো মৃত্যুদন্ড।

এদিকে এলাকার অধিকাংশ পরিবার ভয়ে তাদের মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিল, ফলে বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা দিনে দিনে কমতে লাগল। তালেবানদের ভয়ে পাকিস্তানে, বিশেষ করে সোয়াত প্রদেশের, কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি। যে ক'জন মেয়ে সাহসে ভর করে শিক্ষার আগ্রহে বিদ্যালয়ে যেত, যাদের নিয়েই কোন রকম বিদ্যালয় চলত; তাদেরই একজন মালালা। ফলে তালেবানরা নতুন কৌশল অবলম্বন করে। ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত কট্টরপন্থী তালেবানরা প্রায় ৭৫০টি বিদ্যালয় ধ্বংস করে বলে জানা যায়। গত বছর জাতিসংঘের তরফে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এখনো পাকিস্তানে প্রায় অর্ধেক শিশু ও প্রায় ৭৫ শতাংশ মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। অন্য এক সরকারি তথ্যে জানা গেছে, মালালার উত্তর-পশ্চিম খাইবার পাখতুন প্রদেশে শতকরা ৩৬ জন মহিলা শিক্ষিত। পাকিস্তানের সোয়াত প্রদেশের প্রাচীন শহর সিঙ্গোরাতে অবস্থিত গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল নং-১ এর ছাত্রী ছিল মালালা। সে ১১ বছর বয়স থেকেই নারী শিক্ষার পক্ষে তালেবানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রীটি ২০০৯ সালে বিবিসি-র উর্দু সম্প্রচারে নারী শিক্ষার পক্ষে নিজের দেয়া বক্তব্যের কিছু অংশ বিশেষ ওয়েবসাইটে প্রচার করেছিল। ছদ্মনামে সে লিখেছিল, কীভাবে তালেবানদের হুমকিকে তোয়াক্কা না করে পাকিস্তানের সোয়াত প্রদেশের মেয়েরা বই-খাতা চাদরের নীচে লুকিয়ে স্কুলে যাতায়াত করত। সে আরও লিখেছিল, কিভাবে রাস্তায় তালেবানদের দ্বারা শিরচ্ছেদ করা মৃতদেহের পাশ দিয়ে তাদের স্কুলে যেতে হত ইত্যাদি।

মালালার পিতা স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক কাজে লিপ্ত থাকতেন। তিনি সোয়াত প্রদেশে ঘধঃরড়হধষ চবধপব ঈড়ঁহপরষ-এর প্রধান ছিলেন। তাছাড়া সর্বদা নিজের মেয়ে ও অন্য মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতেন। মালালাও পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ণোদ্যমে শিক্ষা চালিয়ে যেতে লাগল এবং অন্য মেয়েদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিত। ফলে মালালা ও তার বাবা দু'জনেই তালেবানদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, তালেবানরা মালালার শিক্ষার অধিকারকে স্তব্ধ করে দিত চাইল। দিনটি ছিল ২০১২-এ ৯ অক্টোবর। সেদিন মালালা তার সহপাঠিদের সঙ্গে বাসে করে স্কুলে যাচ্ছিল। সঙ্গে ছিলেন স্কুলের এক শিক্ষিকা। মাঝপথে হঠাৎ দুজন সশস্ত্র বন্দুকধারী বাসটি থামিয়ে মালালাকে শনাক্ত করে, তার গলা ও মাথা লক্ষ্য করে দুবার ট্রিগার টিপল এবং অন্য আরও ক'জন ছাত্রীকে গুলি চালিয়ে আহত করে বাস থেকে নেমে পড়ল, মালালা আহত হলো। মুহূর্তের মধ্যে এক করুন ও ভয়াল আর্তনাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গের শিক্ষিকা বাসের ড্রাইভারকে বলে বাসটিকে কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালালা ও অন্য আহতদের চিকিৎসা শুরু হল। এ ঘটনায় পাকিস্তানসহ বিশ্বের অন্য দেশগুলো গর্জে উঠল। সমগ্র বিশ্ব হতবাক হয়ে শুনল এই নারকীয় ঘটনা। পাকিস্তানের 'তেহরিক-ই তালেবান' নামক জঙ্গিগোষ্ঠী এ আক্রমণের দায়িত্ব স্বীকার করে নিলেও মালালার ঘাতকদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

মালালার চিকিৎসার দায়িত্ব পাকিস্তান সরকার নিজে হাতে তুলে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে অবস্থিত 'ক্যুইন এলিজাবেথ হসপিটাল'-এ স্থানান্তরিত করে। সেখানে কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্তারের চিকিৎসায় কয়েক মাসের মধ্যেই মালালা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তাদের সুস্থ করতে ডাক্তারদের বেশ কয়েকটি জটিল অস্ত্রপাচার করতে হয়েছিল।

ছোটবেলা থেকেই মালালার মধ্যে এক দৃঢ় চেতনা কাজ করত, তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিও ছিল প্রবল। পরবর্তীকালে সে 'আন্তর্জাতিক শিশু' পুরস্কার লাভ করেছিল। আজ সে শুধু পাকিস্তানের নয়, সমগ্র বিশ্বের কাছে নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠার এক জ্বলন্ত প্রতীক। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ব্যান-কি-মুন মালালার এই 'নারী শিক্ষা বিস্তারের' ও নারী অধিকার রক্ষার ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তার এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার জন্য জাতিসংঘ ১০ নভেম্বর মালালার জন্মদিনটিকে বিশ্বব্যাপী 'মালালা দিবস' হিসাবে পালন করার জন্য আহবান জানায়। জাতিসংঘে দেওয়া তার ঐতিহাসিক ভাষণে মালালা উল্লেখ করে '১০ নভেম্বর দিনটি কেবল আমার জন্মদিন নয়, দিনটি হলো সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত নারী শিশুর অধিকার রক্ষাট দিন।' সে বলে 'সন্ত্রাসীরা আসলে শিক্ষার শক্তির কাছে ভীত, পরাস্ত, মহিলাদের শক্তিতে তারা শঙ্কিত-ত্রস্ত, তারা ভাবছে যে বন্দুকের নল দিয়ে তারা সবকিছুকে স্তব্ধ করে দিবে, কিন্ত তারা জানে না, তলোয়ারের চেয়েও বেশি ধার কলম। তাই কাগজ-কলমকে হাতিয়ার করেই বিশ্বকে বদলাতে হবে। বিশ্বের একমাত্র আমূল পরিবর্তনের মাধ্যম হল কলম।'

কিশোরী মালালার এই দুঃসাহসিক বক্তব্যের জন্য প্রশংসা করেছেন বিশ্বের তাবড় তাবড় নেতারা। জাতিসংঘের মহাসচিব তার এ বক্তব্যকে সাধুবাদ জানিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলো যাতে অব্যাহত থাকে সে আশা ব্যক্ত করেছেন।

পৃথিবীর কোনও ধর্মই নারী শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ইসলাম ধর্মে নারী শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ইসলামের প্রথম সূরা ইকরা অর্থাৎ 'পড়' শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর বাণী 'শিক্ষা ই হলো আলো, অজ্ঞানতা হল অন্ধকার।' ইসলাম ধর্ম কখনোই নারী শিক্ষার বিরোধী হতে পারে না। ইসলাম শান্তির প্রতীক, সবার জন্য সমান অধিকারের কথাই ইসলামে বলা হয়েছে। তাছাড়া, মালালা কখনও ইসলাম নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেনি। ইসলামকে সে মনে প্রাণে ভালবাসে। সে শুধু চেয়েছে বিশ্বের পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। তার বক্তব্য এই পৃথিবীর অর্ধেকেই নারী, তাই নারীকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্ধেক কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও ভেদাভেদ হতে পারে না। শিক্ষা শিক্ষাই, তা সে যে কোনও দেশের বা জাতির ক্ষেত্রে হোক না কেন। মালালা কেবলমাত্র পাকিস্তানের একজন প্রতিবাদী নারী নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রতিবাদী নারীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই আধুনিক যুগের প্রতিবাদী নারী মালালাকে 'সালাম'।

কৃষি ও সাগর সাংবাদিকতা বিশ্বে দারিদ্র্য চিত্রকে বদলে দিতে পারে

দেলোয়ার জাহিদ

কৃষি-সাগর সাংবাদিকতা ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে মোকাবেলায় প্রকৃতপক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কৃষি এবং মৎস্য হল মূল খাত যা সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য যোগান দেয় ও আয় প্রদান করে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। এই খাতগুলি জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

কৃষি-সাগর সাংবাদিকতা এই চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে, সেই সাথে তাদের মোকাবেলা করার জন্য উদ্ভাবিত সমাধানগুলো হাইলাইট করতে পারে। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, এবং নীতিগত উন্নয়নের রিপোর্ট করার মাধ্যমে, কৃষি ও সাগর সাংবাদিকরা জনসাধারণ এবং নীতিনির্ধারকদের এই সেক্টর গুলোর মুখোমুখি সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে অবহিত করতে সহায়তা করছে ।

কৃষি-সাগর সাংবাদিকতা কৃষক, মৎস্যজীবী এবং অন্যান্য গ্রামীণ সম্প্রদায় সহ এই সমস্যাগুলির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারে। তাদের গল্প বলার মাধ্যমে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রদর্শন করে, সাংবাদিকরা তাদের পাঠক এবং দর্শকদের মধ্যে বৃহত্তর সহানুভূতি এবং বোঝাপড়ার পরিস্থিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, টেকসই কৃষি ও মৎস্য চাষের পাশাপাশি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাসে কৃষি-সাগর সাংবাদিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই সেক্টরগুলির মুখোমুখি জটিল চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ গুলোর উপর আলোকপাত করে, কৃষি-সাগর সাংবাদিকরা ইতিবাচক পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করতে এবং সবার জন্য আরও টেকসই এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতে অবদান রাখতে সহায়তা করতে পারে।

সাগর এবং কৃষি সাংবাদিকতা সাংবাদিকদের জন্য ফোকাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কারণ তারা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়গুলিকে কভার করে। এই বিষয়গুলিতে রিপোর্ট করার সময় নতুন সাংবাদিকদের মনে রাখার জন্য এখানে কিছু প্রাথমিক নির্দেশিকা রয়েছে:

> সাগর এবং কৃষি সাংবাদিকতা সাংবাদিকদের জন্য ফোকাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কারণ তারা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়গুলিকে কভার করে।

বিজ্ঞানকে বুঝা

সমুদ্র এবং কৃষি সাংবাদিকতা উভয়ের মধ্যেই প্রচুর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এবং ধারণা জড়িত, তাই এই বিষয়গুলির পিছনে বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে রয়েছে সমুদ্রের স্রোত, মাছের জনসংখ্যা, মাটির স্বাস্থ্য এবং উদ্ভিদ জীববিজ্ঞানের মতো ধারণা বোঝা। প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক সাহিত্য এবং গবেষণা প্রতিবেদনের সাথে নিজেকে পরিচিত করা এবং ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ করা ।

রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা

সাগর এবং কৃষি সাংবাদিকতা অত্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশগত বিধিবিধান এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির মতো বিষয়গুলো এখানে ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়গুলিকে ঘিরে রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ কি বোঝা এবং জড়িত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং স্বার্থ গোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতন হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের গল্প হাইলাইট করা যদিও বিজ্ঞান এবং রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির পিছনে মানুষের গল্পগুলি হাইলাইট করাও গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্যজীবী, কৃষক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেয়া যারা সরাসরি সমুদ্র এবং কৃষি নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার উপায়গুলি খুঁজে বের করা. এ বিশেষ ক্ষেত্রটিতে সাংবাদিকতা করতে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সংবাদ আইটেম হিসাবে তা প্রচার করা সাংবাদিকতার একটি মৌলিক দক্ষতা। যা অর্জনের জন্য প্রয়োজন: সংবাদের মান চিহ্নিত করা, গবেষণা পরিচালনা, উত্সগুলি যাচাই, তথ্য সংগঠিত করা, সংবাদ আইটেম লিখা, সম্পাদনা ও সংশোধন এবং সংবাদ আইটেমটি প্রচার করা।

[লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফ্যাকাল্টি মেম্বার, সভাপতি, বাংলাদেশ নর্থ আমেরিকান জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক, স্পেশাল প্রজেক্ট কমিটি চেয়ার, স্টেপ টু হিউম্যানিটি এসোসিয়েশন কানাডা নিবাসী]

তৃতীয় কিস্তি

সালে রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির উপর আক্ষেপ করে তাঁর বঙ্গমাতা কবিতায় বলেছিলেন, ‘ সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী / রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।’ কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাঙালির হাজার বছরের বাংলাদেশ তৈরি করে। হাজার বছরের বাঙালি প্রথমবারের মত পায় একটি দেশ, একটি পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, আর তার মাতৃভাষা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি দেশে ফিরে এসে কবিগুরুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘কবিগুরুর কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।’ কিন্তু সত্যিই কি সেদিন বাঙালি জাতি মানুষ হয়েছিল! কে ভুল বলেছিলেন? বঙ্গবন্ধু, নাকি রবীন্দ্রনাথ?

এই প্রশ্নের উত্তর পেতে অবশ্য বেশি বেগ পেতে হয়না আমাদের। মনে সন্তোষ ছিলো এই ভেবে যে, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট রাতে এই বাঙালিরাই যখন বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করলো তখন কবিগুরুর উক্তির যথার্থতা আবার প্রমাণিত হয়ে যায়।

অভ্যন্তরীণ কুশীলবদের অংশগ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হত্যার পর পাকিস্তানপন্থী হত্যাকারীরা ইতিহাসের চাকাকে পেছন দিকে ঘোরাতে চেয়েছিল। ঘাতক এবং তাদের প্রভুরা ‘পাক-বাংলার’ স্বপ্নে বিভোর ছিল এ কারণে হত্যাকে যুক্তিসম্মত, আইনসম্মত করতে ইনডেমনিটি আইন প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে এক অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক, জোড়াতালি দেয়া হাস্যকর জাতীয়তাবাদকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একুশ বছর বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধসহ স্বাধীনতার মৌলবাণী উচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বাঙালি সংস্কৃতিচর্চা অলিখিতভাবে অনুৎসাহিত করা হয়। চন্ডীদাস, আবদুল হাকিম, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের ধারণ করা জাতীয়তাবাদ যাকে অন্তরে ধারণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং বাংলার মানুষ, সেই জাতীয়তাবাদকে বাংলার আকাশ বাতাস থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং সে চেষ্টা এখনও চলমান আছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তার পার্থিব অবস্থানকে অদৃশ্য করা সম্ভব হয়েছিল; যে বাঙালি সংস্কৃতিকে তিনি ধারণ করতেন,

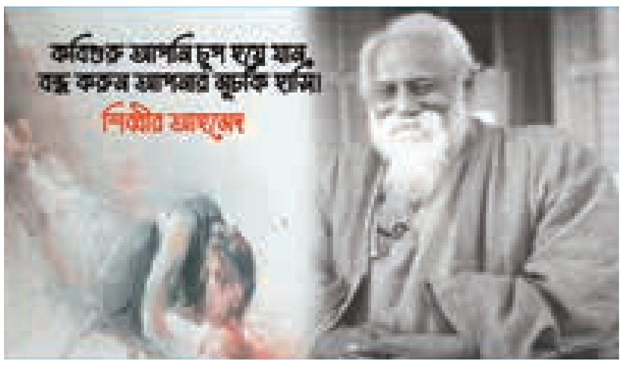

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার কারণেই বারবার রবীন্দ্রবাণী উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে, তার চেতনার গভীরতম প্রদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিষ্ঠিত। বাংলা এবং বাংলার মানুষকে বঙ্গবন্ধু যেভাবে ভালোবেসেছেন তা তাঁর সকল বক্তব্যে ও ভাষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সঞ্চয়িতা থেকে উত্থিত যে দর্শনকে তিনি বিশ্বাস করতেন সে দর্শনকে বাংলার মাটি থেকে বিলুপ্ত করা সম্ভব হয়নি। বাংলার আলো-বাতাশ, সুবর্ণ মাটিতে এই সংস্কৃতি এই দর্শন মিশে আছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্গবন্ধু এই দর্শন এই পরম্পরার ধারক ও বাহক। এই ব-দ্বীপ যতদিন টিকে থাকবে বাংলার প্রকৃতি, বাংলার মানুষ চাপিয়ে দেয়া অদ্ভুতুড়ে কোন জাতীয়তাবাদী দর্শন গ্রহণ করবে না এই কথাটি নিঃসন্দেহে বলতে কোন দ্বিধা নেই।

বাস্তুভূমি থেকে বিতাড়িত উপেনের বেদনা বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়; রবীন্দ্রনাথ মাতৃভূমিকে প্রণতি জানাবার জন্য যে অকৃত্রিম শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেন তা বঙ্গবন্ধুর আপ্লুত কণ্ঠে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। বঙ্গবন্ধু নিবেদিত চিত্তে উচ্চারণ করেন,

‘নমোনমো নমো, সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।’

বঙ্গবন্ধু পরার্থপরতায় উৎসর্গ করেছেন তাঁর সংগ্রামশীল মহাজীবন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩ সালের ২৮ ফেব্রæয়ারি ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন, ‘ইংরেজ আমাদের নিন্দা করুক, প্রশংসা করুক, যাই করুক আমাদের প্রতি বিমুখ হোক বা প্রসন্ন হোক সে দিকে দৃকপাতমাত্র না ক’রে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে।’ (ছিন্ন পত্রাবলী পৃ : ১৩২) রবীন্দ্রনাথের এ উপলব্ধি বঙ্গবন্ধুর ভাবনায়, পরিকল্পনায়, কর্মে ও ত্যাগে প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার কারণেই বারবার রবীন্দ্রবাণী উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে, তার চেতনার গভীরতম প্রদেশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিষ্ঠিত। বাংলা এবং বাংলার মানুষকে বঙ্গবন্ধু যেভাবে ভালোবেসেছেন তা তাঁর সকল বক্তব্যে ও ভাষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁর আবেগ, অনুভূতি, আত্মপোলব্ধি, আত্মতৃপ্তি, সবই ছিল বাংলা এবং বাংলার মানুষের জন্য। মানুষের প্রতি এই ভালোবাসা উদারতা শুধু মুখেই বলেননি বঙ্গবন্ধু। বাংলার প্রতিটি মানুষ ছিল তাঁর একেকটি আত্মা। বঙ্গবন্ধুর মতো এরকম স্পষ্টবাদী, সত্যবাদী আদর্শ দেশপ্রেমিক খুঁজে পাওয়া ভার। যিনি সেদিন দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ‘এই বাংলাদেশ হবে গণতন্ত্র। এই বাংলাদেশ হবে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।’

বঙ্গবন্ধুর এই দৃপ্ত উচ্চারণ আমাদেরকে এখনও ভাবায়, আমাদেরকে এখনও সত্যিকারের বাঙালি হতে অনুপ্রেরণা যোগায়, আমাদেরকে এখনও শিকড়ের প্রাণ অনুভব করতে শেখায়। আমরাও বঙ্গবন্ধুর মতো গর্ব করে বলতে পারি, বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন দেশ রূপেই বেঁচে থাকবে। যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু সমার্থক শব্দ হিসেবে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে বেঁচে আছেন তেমনি আমাদের কাছে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দিক নির্দেশনা। তাঁর আদর্শই আমাদের শক্তি, তাঁর স্বপ্নই আমাদের প্রেরণা। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি যতদিন থাকবে, ততদিন বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোর দিশারী হয়ে থাকবেন। তাঁদের সৃষ্টি, স্বপ্ন আর জীবনদর্শন আগামী প্রজন্মকেও পথ দেখাবে সত্য ও সুন্দরের পক্ষে থাকতে। বঙ্গবন্ধু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনাদর্শ ও সৃষ্টিকর্ম শোষণ-বঞ্চনামুক্ত, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে চিরদিন বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করবে।

ব তে বাংলা
ব তে বাংলাদেশ
ব তে বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান। এ সবই মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশে। যার তিন দিকে স্থল ও এক দিকে পানি দ্বারা বেষ্টিত। বঙ্গমাতা কবিতায় লেখা রবীন্দ্রনাথকে ১৯৭১ সালে মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সালে বাঙালিরা মানুষ হয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছিলেন। বাঙালির এই বীরত্ব দেখে রবীন্দ্রনাথ সেদিন চুপ হয়ে গিয়েছিলেন। থেমে গিয়েছিল তাঁর মুচকি হাসি। কিন্তু ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের পর রবীন্দ্রনাথ আবারো সরব হয়ে উঠলেন। মুচকি হাসি দিয়ে আবারো যেনো বলে উঠলেন,

'সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ কর নি।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। আমরা আবারো অমানুষে পরিনত হলাম। আমরা অমানুষই থেকে গেলাম। আমাদের স্বার্থপরতা আমাদের জীবনকে ধীরে ধীরে বিষাক্ত করে দিয়েছে। অমানুষ বানিয়ে দিয়েছে। আইনস্টাইন বলেছিলেন, ‘সমাজ খারাপ মানুষের মন্দ কাজের জন্য ধ্বংস হয় না, সমাজ ধ্বংস হয় ভাল মানুষের নিরবতার কারনে।’ মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করি, হে প্রিয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, আমাদেরকে তুমি আবারো সরব করো, আবারো আমাদেরকে মানুষের মত মানুষ করো। যাতে মানুষের মত মানুষ হয়ে আমরা ফের রবীন্দ্রনাকে বলতে পারি, কবিগুরু আপনি চুপ হয়ে যান, বন্ধ করুন আপনার মুচকি হাসি। আপনি দেখে যান, আমরা বাঙালিরা সত্যিই আজ মানুষের মত মানুষ হয়েছি।

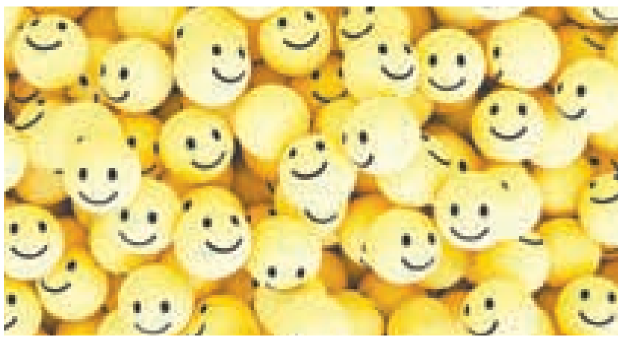

শব্দের আড়ালে গল্প : ইমোজি

রাজীব কুমার সাহা

বর্তমান যুগ অবাধ তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির যুগ। এই যুগে আমরা প্রায় সবাই একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন ডিজিটাল মাধ্যমে যুক্ত রয়েছি।আর এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করছে মেসেজিং ও চ্যাটিং পদ্ধতি। এই মেসেজিং ও চ্যাটিংয়ের সময় আমরা বিভিন্ন ধরনের ইমোজি ব্যবহার করি।

অনেকেই লিখে কিছু বোঝানোর বিকল্প হিসেবে ইমোজি ব্যবহার করেন, যার ফলে সহজেই অন্যের কাছে নিজের অনুভূতি বা কোনো ঘটনা বর্ণিত হয়ে যায়। কেননা, বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো একটি ছবি হাজারটা কথার সমান। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আমরা প্রায় সবাই ইমোজি ব্যবহার করি। এখন প্রশ্ন হলো, এই ইমোজি আসলে কী? এর অর্থ কী? কীভাবে এল ইমোজি? আজ জানব ইমোজির ইতিবৃত্ত।

লিখিত শব্দ ছাড়াও মনের ভাব প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটি সহজতম উপায় হলো ইমোজি ব্যবহার। ইমোজি জাপানি শব্দ। জাপানি ‘ই’ শব্দের অর্থ হলো ছবি বা চিত্র আর ‘মোজি’ মানে হলো অক্ষর, লিপি। ইমোজির আক্ষরিক অর্থ হলো চিত্রলিপি। আরেকটু সহজ করে বললে, লেখা ও ছবিতে ফুটিয়ে তোলা চরিত্রই হলো ইমোজি। ইমোজি ভাব নির্দেশক চিত্র হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন বিভিন্ন মুখভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গি, জীবজন্তুর চিত্র প্রভৃতি। ইমোজির ব্যবহার সূক্ষ্ম বা আবেগপূর্ণ অনুভূতি প্রকাশে অধিক কার্যকর পদ্ধতি। ১৯৯৯ সালে জাপানি নকশাকার শিগোতাকা কুরিতা প্রথম ইমোজি নিয়ে কাজ করেন।

তিনি তখন ১৭৬টি ক্ষুদ্রাকার ছবি এঁকেছিলেন। নানা রকম অনুভূতি প্রকাশ করা এই ইমোজিগুলো জায়গা নিয়েছিল মাত্র ৩ কিলোবাইট। জাপানি টেলিকম প্রতিষ্ঠান এনটিটি ডোকোমোর জন্য কাজটি তিনি করেছিলেন। আমরা ইমোজির সঙ্গে আরেকটি শব্দ পাই, যেটি হলো ইমোটিকন। ইমোজি ও ইমোটিকন আলাদা অর্থ প্রকাশক দুটি শব্দ। ইমোটিকন হলো কিবোর্ডের যতি চিহ্ন ব্যবহার করে বিভিন্ন মুখাবয়ব তৈরি করা। ইমোজি আসার আগে ইমোটিকন দিয়ে অনুভূতি তথা মুখভঙ্গি প্রকাশ করা হতো।

ইমোজিকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুত প্রভাব বিস্তারকারী ভাষা। প্রতিবছরের ১৭ জুলাই উদ্‌যাপিত হয় ‘বিশ্ব ইমোজি দিবস’। প্রায়োগিক দিক বিবেচনায় ইমোজি শব্দটি ২০১৩ সালে অক্সফোর্ড অভিধানে জায়গা করে নেয় এবং ২০১৫ সালে ‘আনন্দের অশ্রুসহ মুখাবয়ব’ ইমোজিটিকে ‘ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ারে’ ভূষিত করে অক্সফোর্ড অভিধান কর্তৃপক্ষ। ২০১১ সালে অ্যাপল তাদের আইওএস সিস্টেমের কিবোর্ডে ইমোজি যোগ করে। পরে অ্যান্ড্রয়েড ফোন অ্যাপেলকে অনুসরণ করে তারাও ইমোজি গ্রহণ করে। ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ইমোজির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা রকমের অ্যানিমেশন। ইমোজির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়তে থাকায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে দ্রুত মনের ভাব প্রকাশক ইমোজির শক্তিশালী লাইব্রেরি।

ভাষিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা নানা রকম ইমোজি ব্যবহার করি। ইমোজির ব্যবহার দেশে দেশে সব সময় সমার্থবোধক নয়। কেননা, ইমোজির কোথাও কোথাও সংস্কৃতিনির্ভর অর্থও পরিলক্ষিত হয়। তথ্যপ্রযুক্তির অব্যাহত কল্যাণে ইমোজি আমাদের নিত্যদিনের ভাবের আদানপ্রদানে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

লুসার্ন লেক আর রিগি কুইন

ইউরোপের ডায়েরী

রোমেনা লেইস

আজও আবহাওয়া চমৎকার । সাতই অক্টোবর। আমরা জোলিকোফেনের হোটেলে প্রাতরাশ সেরে ট্রেন ধরলাম বার্ন যাওয়ার জন্য।বার্নে ট্রেন থেকে নেমে আরেক প্লাটফরমে গিয়ে নিলাম লুসার্ন যাওয়ার ট্রেন। ট্রেনগুলো নানা রঙের। ট্রেনের জানালায় এক স্বর্গ দেখা দিলো।পাহাড় লেক আর সবুজের গালিচা ঢাকা মাঠ। গরুগুলো শুয়ে বসে আছে। স্বাস্থ্যবান বিশাল বিশাল গরু।ছাগল,মোরগের খামার।পাহাড়ের সৌন্দর্য স্বয়ং বিধাতা এঁকে দিয়েছেন। বাড়ি ঘরগুলো ছবির মতো।আমি দেখতে গিয়ে মোবাইলে ছবি বা ভিডিও করতেও ভুলে যাই।এই সৌন্দর্য শুধু দেখার আর উপলব্ধি করার। আমার কলমের সাধ্য নাই একে বর্ণনা করে।পাশে আবার খলখল করে পাহাড়ি নদী।

ট্রেন স্টেশন থেকে বের হয়ে উপরে ওঠার ঠিক পরেই, ডকিং বোট স্টেশনগুলি কাছাকাছি। সেখান থেকে মাত্র দুই মিনিটের হাঁটার পথ। তথ্য বুথে শুনলাম প্রতি ঘণ্টায় সকালে বোট ছাড়ে। খুব হাসিখুশী একটা মেয়ে জানালো একটি বোট একদম রেডি । এখনি ছাড়বে।এটাতে ভীড় বেশী তাই পরেরটি নিতে বললো।আমরা তখন লুজার্ন এর সিটি ঘুরে বেড়ালাম আধা ঘন্টা খানিক । লুসার্ন হলো সুইজারল্যান্ডের একটি জার্মান ভাষী শহর।এটি সুইজারল্যান্ডের বুকে লুকানো রত্ন। আত্যাশ্চর্য সুন্দর হ্রদ আর তুষার ঢাকা পর্বতের কমনীয় রূপে মোড়ানো চমৎকার শহর।চারদিকেই পাহাড়ের ঘেরাটোপ। সুইস সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবছর পহেলা জানুয়ারি তারিখে এর রাষ্ট্রপতি পরিবর্তিত হয়। ছয় বৎসরের জন্য গঠিত মন্ত্রীপরিষদের একেক জন মন্ত্রী পালাক্রমে এক বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। মনে মনে ভাবি আমাদের দেশে এমন সিস্টেম চালু করলে কী হয়? একগাদা মন্ত্রী না থেকে কয়েক জন থাকলো।পাঁচবছর যিনি সবচেয়ে দক্ষ ভাবে তার মন্ত্রনালয় চালিয়েছেন উনি পরবর্তী একবছরের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেন। লেকের ফিরোজা রঙ জলে সাদা রাজহাঁস জলকেলী করছে। ছবি তুললাম ঘুরে ঘুরে ফুল, রাজহাঁস , পাহাড় আর ওয়ান্ডার হুইলের। তারপর এসে বোটে উঠবার লাইনে দাঁড়ালাম।লুসার্ন থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে বোট ছাড়লো।ফিরোজা রং এর জল।বোটটি যেন সাদা রাজহংসি।পানি কেটে এগিয়ে চলেছে ।ডেকের বুকে সারি সারি সীট । আমরা বসেছি মধ্যে ।দুইপাশের ভিউ দেখছি।ডানের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ, বায়েও অপরূপ ।আমাদের একপাশে পাকিস্তানি দম্পতি আর অন্যপাশে ইন্ডিয়ান এক পরিবার ।আমার মেয়ে মজা করে বলে মা আমরাতো ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বর্ডারের মধ্যে পড়ে গেলাম।মজা এই যে আমরা ওদের সব কথা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের কথা ওরা বুঝতে পারে না। পাহাড়গুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে । পাহাড়ের গায়ে চমৎকার বাড়ি ঘর। জুমচাষ।শীতল বাতাস। ওয়েগিসে গিয়ে বোট থেকে নামলাম। তারপর মাউন্ট রিগিতে ক্যাবল কার বা কগহুইল ট্রেনে যেতে হয় । আমরা কগহুইল ট্রেন নিলাম । নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো সৌন্দর্য দেখে দেখে একঘন্টার বোট রাইডের পর নেমে কগহুইল ট্রেন নিলাম । আমাদের সুইসপাস এ এরসবই অন্তর্ভুক্ত । এবার ট্রেন পাহাড়ে চড়তে আরম্ভ করল। ট্রেন ত্রিশ ডিগ্রী এঙ্গেলে উপরে উঠতে লাগলো । চারিদিকে শুধুই রোদমাখা সবুজের ছড়াছড়ি ।কোথাও আবার একটু হলুদ কমলার লুকোচুরি । ডানদিকে লেক লুসার্ন একটু একটু করে নিচে নেমে যাচ্ছে। মাঝে ছোট্ট দুএকটা স্টেশনে মানুষ নেমে যাচ্ছে। মেয়ে বললো এগুলোও হাইকিং এর জন্য বিখ্যাত । ভীতু আমি। তবুও মোবাইল এর ভিডিও চালু করলাম। লেকের নীল জল গাঢ় ফিরোজা দেখাচ্ছিলো। শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্য দুইদিকেই ।উপরে

মাউন্ট কুইন রিগিতে উঠছে । চারিদিকে নানা

> চ্যাপেল ব্রীজটি ১৩৩৩ সালে তৈরী ।এটি রাতের অন্ধকারে একরকম।আবার দিনের আলোয় অন্যরকম। এই ব্রীজের সিলিং এ আঁকা রয়েছে অনেক ছবি, যেগুলো সতের শতাব্দীতে আঁকা হয়েছিল। সেখানে নাকি মোট ১৫৬ টি পেন্টিং ছিল; কিন্তু ১৯৯৩ সালে এই ব্রীজটিতে নাকি আগুন লেগেছিল, যেখানে প্রায় বেশিরভাগ ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

শেইপের বাড়ি! তার আরো খানিক পরে পৌঁছলাম রিগি সুন্দরীর মাথায়। এক চিলতে এক চিলতে দুটো প্ল্যাটফরম। একটা খাবার দোকান কাম স্যুভেনিরের দোকান। চারিপাশে যত ট্রেল সব সবুজ । কেউ কেউ খোঁচাওলা লাঠি দুইহাতে নিয়ে ঠুকে ঠুকে হাঁটতে যাচ্ছে ওই ট্রেলে। মাউন্ট রিগি এ যেন অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য ।মন ভরে বসে বসে এই সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। পা ঝুলিয়ে বেঞ্চে বসে রইলাম। ঝাউগাছ, পাইন গাছ, দূরে দূরে গ্রাম। এক ঝাঁক বাড়ি অনেক নীচে । এঁকেবেকে ট্রেন যাচ্ছে । তারও নীচে হ্রদ।

আমরা উপরের ভিউ পয়েন্টটায় উঠলাম অনেক সাবধানে। পা পিছলে গেলে যদি নীচে পড়ে যাই। যখন নামতে যাবো ভয় পেলাম যে এবার মনে হয় পাহাড় থেকে পড়েই অক্কা তুলতে হবে।এতো উঁচু। গা শিরশির করে নীচে তাকালে। না, সমাধান আছে নিচে নামার জন্য আছে লিফট।কেন যে আগে খেয়াল করিনি এটা ভাবতে ভাবতে নিচে নামলাম।

এরপর ফেরার পালা, এবার ক্যাবল কারে করে যাবো। মেয়েটা আমার একটুও ভয় পায়না। আমি আবার ভীতুর ডিম । আমাদের শৈশবে সুনামগঞ্জে শীতকালে মেলা হতো,আসতো নাগরদোলা ।তখন আমি চারপাঁচ বছরের ।হাতে ঘোরানো নাগরদোলায় চড়ে উপরে উঠতেই আমার চিৎকার শুরু। তখন বাধ্য হয়ে থামিয়ে আমাকে নামানো হতো।এখানেতো আর তার উপায় নেই ।

ফেরার সময় বোটে উঠে একটু ঠান্ডা লাগছিলো তাই বসলাম ভেতরে।বোটের ডাইনিং হলে।কাচের জানালার পাশে। বিকেলের রোদ পাহাড়ের বুকে কমলা রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে । ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ আর স্যান্ডউইচ খেতে খেতে লুসার্নে নেমে আমরা গুগল ম্যাপ দেখে চ্যাপেল ব্রীজ এর দিকে হাঁটছি।

চ্যাপেল ব্রীজটি ১৩৩৩ সালে তৈরী ।এটি রাতের অন্ধকারে একরকম।আবার দিনের আলোয় অন্যরকম। এই ব্রীজের সিলিং এ আঁকা রয়েছে অনেক ছবি, যেগুলো সতের শতাব্দীতে আঁকা হয়েছিল। সেখানে নাকি মোট ১৫৬ টি পেন্টিং ছিল; কিন্তু ১৯৯৩ সালে এই ব্রীজটিতে নাকি আগুন লেগেছিল, যেখানে প্রায় বেশিরভাগ ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। জেনে অবাক হলাম যে, লেক লুসার্ন এর বিশাল জলরাশি আসে চারটা নদী থেকে, সরাসরি মো-ব্ল্যাঙক মাউন্টেন রেন্জ এর বিশাল গ্লেসিয়ার থেকে।কি যে সুন্দর লেকটি।ধবধবে সাদা রাজ হাঁসের কথা আগেও বলেছি।যখন সবগুলো পাখা মেলে একসাথে উড়ে যায়, তখন তাদের পাখার শব্দে অন্য পাখিরা উড়ে যায় হয়তো ভয় পেয়েই।তখন মনে হয় যেন এত উচ্ছ্বলতাও রয়েছে প্রকৃতিতে! আর যখন রাজহাঁসগুলো সাঁতার কাটতে থাকে অপূর্ব এক নিটোল সৌন্দর্য । আর ফুলের কথা আর কী বলবো।ব্রীজের এমাথা থেকে অন্য মাথা গোলাপী সাদা ফুলের ঝাড় দিয়ে সাজানো ।এতো সুন্দর ফুল শহরময়।আমাদের চোখে শুধু মুগ্ধতা ।ব্রীজের পাশে পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইছেন এক শিল্পী।কিছুক্ষন আমরাও তার গান শুনলাম।হাঁটতে হাঁটতে আরেক জায়গায় দেখলাম নাম না জানা একটা যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে একজন।

সেখানেও পর্যটকরা ছবি তুলছেন ভিডিও করছেন। সিংহ মনুমেন্ট ফরাসি বিপ্লবের সময় নিহত সুইস সৈন্যদের

স্মরণে নির্মিত। এটি একটি বেলে পাথরের পাহাড় খোদাই করে নির্মিত।সিংহের ক্রন্দন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এটিতে। মনুমেন্টটি যারা স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছিলেন তাদের সম্মানে নির্মিত।যদিও স্কালপচারের চেয়ে প্রকৃতি আমাদের টানে বেশী।তবু জেনে নেই দেখে নেই।

আমরা রাতের ডিনার হোটেলের রেস্টুরেন্ট এ সেরে উপরে রুমে ফিরলাম।সুইস শেফের রান্না আমাদের সারাদিনের

ক্ষুধা নিবারনে দারুন লাগলো।এলবিনা নামের ফ্রন্ট ডেস্কের মেয়েটি জানিয়েছিল রাত দশটা পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে।

দেখলাম রেস্টুরেন্ট এ ভীড় অনেক। খেয়ে বুঝলাম শেফের হাতে যাদু আছে।ব্যালকনিতে বসে দেখি পাহাড়ের গায়ে ঝলমলে আলো জানান দিচ্ছে ওখানে বসতি আছে।কাছেই ট্রেন আর বাসের ছুটে চলা দেখি। রাত না জেগে শুয়ে পড়ি এলার্ম সেট করে। আগামীকাল আবার আরেক নতুন স্পটে যাবো। এক্সাইটমেন্ট একটার পর একটা আসছে।

ফিলিস্তিন নিয়ে উন্নত দেশের কপটতার শেষ কোথায়

মাহবুবুর রহমান

মানবজাতির মানসিক বৈকল্যের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। প্রাণীকুলের ভেতরে শুধু মানুষই গণহত্যা করতে সক্ষম। সেই হিসাবে মানুষের থেকে হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ অন্য কোনো প্রাণী নেই। যুদ্ধ মানুষের হিংস্রতার সর্বোচ্চ উপসর্গের প্রকাশ মাত্র, যেখানে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে হত্যা করার বিদ্যা এবং পারদর্শিতা প্রদর্শন করে।

মানবতা এবং দানবতার হিসাব পৃথিবীতে সবসময়ই খুব স্বার্থকেন্দ্রিক। শাসক শ্রেণীর বিপক্ষে যখন শোষিত জনগণ রুখে দাঁড়ায়, তখন শাসক শ্রেণির কাছে সেটি হয়ে দাঁড়ায় সন্ত্রাস। আর যদি জয় লাভ করে, তা হয়ে ওঠে বিপ্লব, আর সেই সন্ত্রাসীরা হয়ে যায় বিপ্লবী।

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে কে মানব, আর কে দানব—তা নিয়েও পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত। পৃথিবীর এই বিভক্ত মানুষেরা কে সঠিক, কে বেঠিক—এই নিয়ে চলছে বাগ্‌যুদ্ধ। দুই বিপরীত চিন্তার মানুষ একই সাথে যৌক্তিকভাবে সঠিক হতে পারে না। সঠিকতা নির্ভর করে কার এখানে কী স্বার্থ রয়েছে, তার ওপর। স্বার্থ নির্ধারণ করে মানবিকতার সংজ্ঞা। এ কারণেই যখন দুটি দেশের যুদ্ধ হয়, দুই দেশের সৈন্যরাই দেশপ্রেমিক এবং বীর হিসেবে খেতাব পায়।

ফিলিস্তিন ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের অংশ। মুসলিম, খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা এ অঞ্চলে সব সময়ই পাশাপাশি সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে এসেছে। কিন্তু অবস্থা বদলাতে থাকে যখন ইউরোপে ১৮৯৬ সালের দিকে থিওডর হারজেলের হাত ধরে ‘জায়নিজম’ নামে একটি আন্দোলনের জন্ম নেয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ফিলিস্তিন অঞ্চলে একটি স্বাধীন ইহুদি–রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই আন্দোলনের কারণে ইহুদিরা ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পতন হলে ফিলিস্তিন ব্রিটিশ শাসনের আওতায় চলে আসে। ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজ ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দেয়। ইহুদিরা এই সমর্থন পেয়ে আরও বেশি মাত্রায় ফিলিস্তিনে আসতে থাকলে মুসলিম ও ইহুদিদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে ব্রিটিশ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইহুদি ও মুসলিমদের দুটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। আর জেরুজালেমে শান্তি বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে আনা হবে। প্রস্তাব মেনে নিয়ে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে ইসরায়েল অংশে বসবাস করা ৭ লাখ ৫০ হাজার মুসলিমকে জায়নবাদীরা জোর করে উচ্ছেদ করে। ফলে তারা ঘরবাড়ি হারিয়ে শরণার্থীতে পরিণত হয়। ইতিহাসের ভয়ংকর এই ঘটনা আল-নাকবা নামে পরিচিত। প্রতিবেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো এই বর্বরতার প্রতিবাদ করলে ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধ লেগে যায়। প্রথম আরব-ইসরায়েল নামের এই যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয়। যুদ্ধের পর ৭৮ শতাংশ ফিলিস্তিনি এলাকা ইসরায়েলের দখলে চলে আসে।

চলমান প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বাস্তবতায় পুনরায় ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়। ছয় দিনের সেই যুদ্ধেও ইসরায়েল জয়লাভ করে এবং ফিলিস্তিন পুরোটাই দখল করে নেয়। যুদ্ধের পর অধিকার রক্ষার শপথ নিয়ে জন্ম হয় পিএলও নামের প্রতিষ্ঠানটি। উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনকে মুক্ত করা।

পিএলও বারবার জাতিসংঘের দেশভাগ মেনে নিয়ে একটি রফা করার আহ্বান জানালেও

> দীর্ঘ শোষণ ও বঞ্চনায় ফিলিস্তিন যখন নির্মূল হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে, তখন গত ৭ অক্টোবর হামাসের এই আক্রমণ পৃথিবীর তথাকথিত অনেক সভ্য দেশের কাছে একটি সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হামাসকে মানবতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বের ক্ষমতাধর, বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলো।

ইসরায়েল তার আগ্রাসন চালিয়ে যেতে থাকে, এবং আরও বেশি করে জায়নবাদীরা এসে অধিকৃত ফিলিস্তিন অংশে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। বিশ্ব এই আগ্রাসনকে অবৈধ ঘোষণা করলেও সমস্যা সমাধানের জন্যে ফিলিস্তিনের পাশে কোনো বড় শক্তি দাঁড়ায়নি।

অন্যদিকে আমেরিকা এবং ব্রিটেন সরাসরি ইসরায়েলকে সমর্থন এবং শক্তি যুগিয়ে এসেছে। উন্নত বিশ্ব ইসরায়েলকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, কূটনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সকল সুবিধা দিয়েছে ও দিচ্ছে। এসব পেয়ে দেশটি একটি বেপরোয়া সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তারা আন্তর্জাতিক আইন, জাতিসংঘ এবং বিশ্বের তাবৎ মানুষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে। জাতিসংঘের প্রচেষ্টা অসহায় দর্শকের মিনমিনে কণ্ঠের কিছু বিবৃতিতে এসে সীমাবদ্ধ হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে আত্মরক্ষার সংকল্প নিয়ে হামাস নামের সংগঠনটির জন্ম হয়।

ফিলিস্তিনবাসীর শেষ আশ্রয়স্থল গাজা নিয়ে হামলা–পাল্টা হামলার জন্ম নিলে ১৯৯৩ সালে ফিলিস্তিন, আমেরিকা ও ইসরায়েলের মধ্যে প্রথম অসলো চুক্তি নামে একটি চুক্তি হয়। চুক্তিটি ফলপ্রসূ না হওয়ায় পরে আবার ১৯৯৬ সালে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী গাজাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—‘এ’, ‘বি’ এবং ‘সি’। বলা হলো এর মধ্যে ‘এ’ অঞ্চলে শুধু ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। ‘বি’ অঞ্চল থাকবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের যৌথ নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানায়। আর ‘সি’ অঞ্চলটি শুধু ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। বাস্তবে দেখা গেল, ‘বি’ অঞ্চলে ফিলিস্তিনের হাতে শুধু প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ এবং ইসরায়েলের হাতে ছিল নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ। আবার ‘সি’ অঞ্চলটিতেই রয়েছে সব কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা, খনিজ সম্পদ।

এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য বারবার ইসরায়েলের সাথে আলোচনা করা হলেও কোনো ফল মেলেনি। উপরন্তু ২০০০ সালে ইসরায়েল সেখানে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করতে শুরু করে। নির্মাণ করা হয় অনেক ওয়াচ টাওয়ার, আর বসানো হয় শক্তিশালী ‘গার্ড সিস্টেম’, যাতে ফিলিস্তিনিরা সেখানে দিয়ে চলাফেরা না করতে পারে। ২০১৭ সালে ইসরায়েল গাজাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। ওই সময়েই আকাশ, স্থল ও সমুদ্রপথের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় তারা। ঘটনা সেখানেই থেমে থাকেনি। বিভিন্ন সময় ইসরায়েল ফিলিস্তিনের ওপর, গাজার ওপর সামরিক হামলা করে যেতে থাকে। ২০০৮, ২০১২, ২০১৪ ও ২০২১ সালে ইসরায়েল গাজার ওপর ভয়ংকর সামরিক হামলা করেছে। শুধু ২০২২ সালেই প্রায় ২২০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে ৪৮ শিশুও রয়েছে। এ হামলা ২০২৩ সালেও জারি ছিল। তার ভেতরে সব থেকে ভয়াবহ আক্রমণ হয় জেনিনে।

দীর্ঘ শোষণ ও বঞ্চনায় ফিলিস্তিন যখন নির্মূল হয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে, তখন গত ৭ অক্টোবর হামাসের এই আক্রমণ পৃথিবীর তথাকথিত অনেক সভ্য দেশের কাছে একটি সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হামাসকে মানবতার শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে বিশ্বের ক্ষমতাধর, বিশেষত পশ্চিমা দেশগুলো। তারা ইসরায়েলকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গাজার ছোট্ট একটি অঞ্চলে ইসরায়েল নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এবং হামাসকে একটি ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে চিহ্নিত করে চলেছে ফক্স নিউজের নিউজ প্রেজেন্টার, খবর উপস্থাপনের সময় কান্নায় ভেঙেও পড়ছেন। আমেরিকার বিভিন্ন মহল হামাসের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে শিউরে শিউরে উঠছে। তথাকথিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সভ্যতার ধ্বজাধারী এসব দেশের মানুষকে মানবিক ও ন্যায়পরায়ণ করতে পারেনি। এদিকে তাদের ভণ্ডামি ও কপটতায় বিশ্বের বিবেকবান মানুষেরা শিউরে উঠছে। প্রশ্ন উঠছে—এই ধরনের লোকদের হাতে বিশ্ব নেতৃত্ব কতটা নিরাপদ?

‘মাঘ ফাল্গুনের গল্পগাথা’ গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব: সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকপ্রেমীদের মিলন মেলা

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিকপ্রেমীদের উপস্থিতিতে 'মাঘ ফাল্গুনের গল্পগাথা' গল্পগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। লেখিকা জেন কুমকুম ডি'ক্রুজের প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবে মেট্রো ওয়াশিংটনের দেড় শতাধিক সাহিত্য,সাংস্কৃতিকপ্রেমী, সাংবাদিক ও শোভাকাংখী উপস্থিত ছিলেন। আয়োজনে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফোরাম, মেট্রো ওয়াশিংটন ও লেখিকার পরিবার।

২৭ অক্টোবর শুক্রবার মেরিল্যান্ডের সিলভার স্প্রিং শহরের রস্কো আর নিক্স এলিমেন্টারি স্কুল অডিটোরিয়ামে প্রকাশনা উৎসব শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লেখক, স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচি, ইব্রাহিম চৌধুরী, সম্পাদক, প্রথম আলো, নিউ ইয়র্ক, ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও ছড়াকার, লেখক খোকন কোড়ায়া, সভাপতি, বাংলাদেশ খ্রিষ্টান লেখক ফোরাম।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো ছিলেন, সুবাস আব্রাহাম ডি'কস্তা,লেখক খ্রীষ্টফার পিউরিফিকেশন, জুড ভি গোমেজ, কবি শুক্লা গাঙ্গুলি, নিউজ বাংলা সম্পাদক শফি দেলোয়ার কাজল, ডাক্তার প্যাট্রিসিয়া শুক্লা গমেজ, ড পল ফেবিয়ান গমেজ, স্ট্যানলি খোকন গোমেজ,আওয়ামী লীগ নেতা জিআই রাসেল, জেবা রাসেল ও সাদেক খানসহ আরো অনেকে।

বিপুল এলিট গনছালভেস এর উপস্থাপনায় দুই দেশের জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশনা উৎসবের প্রথম পর্বের সব সূচনা হয়। এ সময় লেখিকা বয়সহকারে ছোট ছেলে রনক মার্টিন, ছেলে বৌ এলিস মার্টিন ও নাতি অর্ণ মার্টিন 'আলো আমার আলো' গানের মূর্ছনায় মঞ্চে প্রবেশ করেন। পরে আলোচকবৃন্দ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্যামল ডি'কস্তা ও বাঙালি-আমেরিকান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশনের সভাপতি ডমিনিক রেগো এবং অনলাইন পোর্টাল 'নিউজ বাংলা'র সম্পাদক লেখক শফি দেলোয়ার কাজল।

খোকন কোড়ায়ার সঞ্চালনে ও সভাপতিত্বে বইয়ের উপর আলোচনা করেন স্থপতি আনোয়ার ইকবাল কচি। তিনি বলেন, 'এই বইটির নাম করুন করা হয়েছে,মাঘ ফাল্গুনের গল্পগাথা, মাঘ মাস আর ফাল্গুন মাস এক মাসের ব্যাপার। কিন্তু দেখা যায় ফাল্গুন থেকে মাঘ পুরো এক বছরের ব্যাপার। বইটিতে তেরোটি গল্প স্থান পেয়েছে, অর্থাৎ বার মাসে তেরোটি গল্প।' আনোয়ার ইকবাল বলেন,'লেখিকা তার গল্পে চিত্রায়ন করেছেন প্রথমে কলকাতা থেকে ঢাকা। অর্থাৎ তিনি গল্পে তিন জেনারেশন দেখিয়েছেন।' তিনি বলেন,' সুন্দর এই বইয়ের জন্য দিদিকে ধন্যবাদ এবং আশা করি ভবিষ্যতে আরো বই পাবো।'

আলোচনা পর্বে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সম্পাদক ও বইটির প্রকাশক ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু বলেন, 'ছোটবেলায় প্রতিবেশীর পাতায় দিদির লেখা পরে ভাবতাম বয়েস অনেক কম, পরে যখন প্রতিবেশীতে কর্ম শুরু করি তখন দেখলাম তিনি মোটামুটি বয়স্ক একজন কিন্তু মনের বয়েস কম। মনের বয়েস কম বলে তিনি সাবলীল ভাষায় মনের কথা ব্যক্ত করেন। প্রতিবেশী এ প্রকাশনার সাথে জড়িত হতে পেরে অনেক আনন্দ বোধ করছি।' তিনি বলেন,'ভালো মানুষের কাছ থেকে ভালো কিছু আসতে পারে, কুমকুম দিন ভালো কিচি চিন্তা করেন বলেই তার কাছ থেকে ভালো কিছু আমরা পাই।' ফাদার বলেন,'আমার প্রতিবেশীতে দায়ত্বকালীন সময়ে তিরিশতার মত বই বের হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি বই যা পড়ে আমি আনন্দ পেয়েছি।'

প্রথম আলো, নিউ ইয়র্ক সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী বলেন,' আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে পত্রিকা সম্পাদনা করি, এখানে আমাদের পাঠক যারা বাংলাদেশ থেকে নতুন আসেন বয়স্কজন তারা প্রতি সপ্তাহে মসজিদে, মন্দিরে গির্জায় যান। সেখান আমাদের পত্রিকাগুলো দেয়া হয়।' তিনি বলেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরা এই পত্রিকার পাঠক না, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যারা আসেন তারা এই পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়েন। তারা পত্রিকাটি উল্টে-পাল্টে দেখেন কার লেখা গল্প ছাপা হলো।' ইব্রাহিম বলেন,'এখনো যারা লেখালেখি করেন তাদের প্রচন্ড ভালোবাসি,শ্রদ্ধার সাথে দেখি।' তিনি বলেন আমরা এক সময় লেখক হওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। লেখক যখন ব্যস্ত হয়ে যান তখন তিনি সাংবাদিক হয়ে যান,আবার সাংবাদিক যখন ব্যস্ত হয়ে যান তখন তিনি সম্পাদক হয়ে যান।' তিনি বলেন,'আপনার মাতৃজীবন ধন্য, রনক আপনি মায়ের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছেন এবং অন্য যারা দেখাচ্ছেন আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।' তিনি বলেন,'স্বাধীনতার পর আমরা পত্রিকায় যে ধরণের লেখা পড়েছি এই বইতে সেই ধরণের স্বাদ পেয়েছি।'

অনুষ্ঠানের মধ্যমনি লেখক জেন কুমকুম বলেন,'আমার এই অনুষ্ঠানে আমি প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ভাইকে ও কচি ভাইকে পেয়ে অনেক অনেক খুশি, আনন্দিত ও ধন্যবাদ জানাই, সেই সাথে প্রতিবেশীর সম্পাদককেও ধন্যবাদ জানাই।' তিনি বলেন,'আমার বাবা আমাকে লেখায় অনুপ্রেরণা দিতেন, লেখালেখি নিজেকে ধরে রাখতে হয়।' তিনি বলেন,' বিয়ের পর তিনি গ্রামে চলে যাই। সেখানে জমি চাষ করেছি, নানা বাগান করেছি দুই ছেলেকে নিয়ে। এর মাঝে লিখে গেছি।' তিনি বলেন,'সেই সময়ে ঢাকা থেকে পত্রিকা এনে পড়তাম, লিখতাম বেগম, সংবাদ ও প্রতিবেশীতে লিখতাম।'

অনন্য অনন্তের পথে লুইজ গ্লিক

মুহম্মদ মজিবুর রহমান

২০২০ সালে যখন লুইজ গ্লিককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হলো তখন বঙ্গ সমাজে এক ‘গেল গেল’ রব উঠল, হায় হায়, এ কাকে পুরস্কার দেওয়া হলো, আমরা তো তাঁকে চিনি না। আমাদের সবার পঠনের সীমানা বিশ্ববিস্তৃত নয়। সবাই যে সবাইকে চিনবেন, এমনও নয়। তবে আমরা না চিনলেও ইউরোপ- আমেরিকাতে লুইজ গ্লিক সে সময়ই পরিচিত ছিলেন। কেননা, ইতিপূর্বে লুইজ এলিজাবেথ গ্লিক মার্কিন সাহিত্য জগতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পুলিৎজার পেয়েছেন (১৯৯৩) তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ‘দ্য ওয়াইল্ড আইরিস’-এর জন্য। ২০০৩-২০০৪ সালে তিনি আমেরিকার ‘পোয়েট লোরিয়েট’ হয়েছেন। কবিতার নিবিড় পাঠকগণ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেই লুইজ গ্লিকের একাধিক কবিতা পাঠ করেছেন ‘দ্য নর্টন অ্যান্থোলজি অব পোয়েট্রি’ (১৯৯৬) এবং ‘দ্য রিভারসাইড অ্যান্থোলজি অব লিটারেচার’ (১৯৮৮)-এর মতো নামকরা সব কাব্য সংগ্রহের সুবাদে। আজকের এই ২০২৩ সালে এসে লুইজ গ্লিক কে, তা আর চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিশ্বের সব বড় বড় সংবাদমাধ্যম লুইজ গ্লিকের নামে স্মৃতিগাথা যেমন প্রকাশ করছে, তেমনি গ্লিকের কবিতা এবং তাঁর কবিতা ও জীবন নিয়ে আলোচনা ছাপছে। লুইজ গ্লিক ১৪ অক্টোবর ২০২৩ সালে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন।

একজন কবি, মৃত্যুদিনেই প্রমাণ করেন, তিনি মরেননি। লুইজ গ্লিক তাঁর মৃত্যুদিনেই প্রমাণ করলেন তাঁকে নিয়ে আলোচনা, তাঁর সাহিত্য নিয়ে চর্চার শুরু হলো আরও গভীরতর করে। এখন আর কেউ বলতে পারবেন না, লুইজ গ্লিককে তো চিনতে পারলাম না। বিশ্ব সাহিত্যের চর্চাকারীকে আজ লুইজ গ্লিককে চিনে নিতে হবে। একজন কবির এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন, যখন তাঁকে চিনে নেওয়ার দায় পাঠকের ঘাড়েই বর্তায়। কাজেই কবির মৃত্যুতে শোক নয়, কবিকে আরও নতুন করে বাঁচিয়ে রাখার দায় তৈরি হয়। কেননা, সত্যিকারের কবি তো অমর।

আজকের দিনে এসে বলা যায়, লুইজ গ্লিক কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠার কারণ কেবল তাঁর পুরস্কার নয়, এর অন্যতম কারণ, তাঁর কবিতার নিজস্ব স্বর। সেই যে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, ‘সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি’। সেই ‘কেউ কেউ’ হয়ে ওঠার প্রধান শর্ত হলো বিশ্ব কবিতার মানচিত্রে নিজের স্বরটি প্রবলভাবে আলাদা করে তুলে ধরা। লুইজ গ্লিকের কবিতা পাঠেই আপনাকে বলে দেবে, তিনি কতটা অনন্য। তাঁর কবিতার জগতে প্রবেশের আগে তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গিটাও খানিকটা জেনে নেওয়া যাক তবে।

সত্যিকারের লেখক, কবি এবং যথার্থ মানুষ তো প্রাকৃতিকভাবেই আলাদা। প্রকৃতি বা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এ এক বড় অবদান যে প্রত্যেক মানুষের জেনেটিক কোড আলাদা, চোখের ছাপ, হাতের ছাপ সব আলাদা। তবুও কবিতা লিখতে গিয়ে, ছবি আঁকতে গিয়ে আমরা কেমন একটা বাঁধাধরা ফ্রেমে আটকে যাই। আমরা পূর্বসূরিদের দ্বারা প্রভাবিত হই এবং তার চেয়েও বেশি করে একটা পূর্বধারণা মেনে নিই যে কবিতা এমন, গান এমন, চিত্রকর্ম এমন হতে হবে। এই মান ধারণা মেনে নেওয়াটাই বোধ হয় একজন শিল্পী, কবির অনন্যতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। লুইজ গ্লিকের মতো কারও কারও কবিতা এই অনন্ত অনন্যতার পথে যাত্রা করে। তাঁর কবিতায় তিনি লিখছেন—

আমার মায়ের আর বাবার কোষ; এইবার তোমার পালা
অন্যতম হওয়া, শ্রেষ্ঠতম হওয়া।
(মা আর শিশু)

প্রত্যেক মা তার এই শিশুকে এটুকু শিক্ষাই আদতে দিতে পারে, বাবা-মায়ের কোষ থেকে যে শিশুটি জন্মায়, বড় হয়, তার অন্যতম হওয়ার, শ্রেষ্ঠতম হওয়ার ধারাবাহিক দায়টা তার সেই কোষের মধ্যেই থাকে। কেননা, প্রত্যেক সন্তানই আলাদা, প্রত্যেক মানুষই আলাদা। এই আলাদা সত্তাটি ধরে রাখলেই নিজের কর্মটিও ভিড় থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে উদ্ভাসিত করে। বিশ শতকের মহিরুহ শিল্পী পাবলো পিকাসো একবার বয়ান করেছিলেন, ‘প্রত্যেক শিশুই একজন শিল্পী। সমস্যাটা হলো সে যখন বেড়ে ওঠে, তখন সে কতটা শিল্পী রয়ে যায়, সেটুকু সুরক্ষা করা।’ নিজেকে রক্ষা করা, নিজের ভেতরের একান্ত শিল্পীকে রক্ষা করার লড়াইটা লুইজ গ্লিকের কবিতায় পেয়ে যাই, বারবার—

আমি টিকে থাকার আশা করিনি,
পৃথিবী আমাকে দমন করছিল। আমি আশা করিনি
আবার জেগে ওঠার, অনুভব করব
যে এই স্যাঁতসেঁতে পৃথিবীতে আমার শরীর
আবার সাড়া দিতে পারবে, স্মরণ করছিলাম
বহুকাল পরে কেমন করে আবার খুলতে হয়
শীতল আলোতে
নব বসন্তকে
(তুষারপাত)

পৃথিবী যতই দমন করতে চেষ্টা করুক, কবি জেগে ওঠে। সত্যিকারের কবি, শিল্পী সাড়া দিতে পারে নববসন্তে কিংবা তুষারপাতে, এমনকি ইটের দেয়ালের মতো সম্পর্ক ভেদ করেও কবি জেগে ওঠে—

আশ্চর্যের কিছু নেই তুমি তোমার মতোই,
রক্তে ভয় পাও, তোমার নারী
যেন একটার পর আরেকটা ইটের দেয়াল।
(ভালোবাসার কবিতা)

কবিতার নিজস্বতা, কবিতার শক্তিই একজন কবিকে অনন্তের ময়দানে অমরত্ব দান করে। আমাদের জীবনানন্দ বারবার ফিরে আসেন। ধানসিড়ি নদীটির তীরে। হয়তো শঙ্খচিল, শালিকের বেশে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে তিনি ফিরে আসেন নিজের কবিতার মাধ্যমেই। জীবনানন্দ এই বাংলা ছেড়ে যাননি, যাবেন না। লুইজ গ্লিক পৃথিবীর আরেক প্রান্তে, আরেক শতাব্দীতে মৃত্যুবরণ করেও ফিরে আসেন, জন্মাতে থাকেন, নিজের অস্তিত্বকে গাঢ়তর করে তোলেন তাঁর কবিতায়—

আমি জানি না। হয়তো আমি ফিরে আসব,
হয়তো কোনোভাবে শেষ পর্যন্ত আমরা একত্র হব।
আমি সেই আকাঙ্ক্ষাই করেছিলাম যা সব সময় আকাঙ্ক্ষা করি।
আমি আরেকটা কবিতার আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম।
(আকাঙ্ক্ষা)

কাজেই, আজ, লুইজ গ্লিক প্রয়াত হলেন আর আমরা এই আকাঙ্ক্ষা রাখলাম, বিশ্ব কবিতার পাঠ দরবারে তিনি ফিরে আসবেন, বারবার। কেননা, কবির প্রয়াণ নেই। কবি চলতে থাকেন অবিরাম, অনন্য অনন্তের পথ ধরে।

সংবর্ধনা

খোকন কোড়ায়া

সরকারি চাকুরে এম আর রাসেলের একটি স্বপ্ন ছিলো তিনি সচিব হবেন। না, তার স্বপ্নটা পূরণ হয়নি, অতিরিক্ত সচিব থাকা অবস্থায়ই তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন। তার বন্ধু এবং সহকর্মীরা অবশ্য বলে, এ জন্য তিনিই দায়ী, কারণ পদোন্নতির জন্য তিনি কোন তদবির করেননি, তদবির ছাড়া আজকাল কিছু হয়! কিন্তু এই তদবির, তোষামোদ এইসব শব্দ খুবই অপছন্দ রাসেলের। এইসব যারা করে তাদের তিনি ভালো চোখে দেখেন না এবং যারা করতে বলে তাদের থেকে তিনি একটু দূরেই থাকেন। তবে সচিব না হতে পারায় রাসেলের মনে একটু কষ্ট আছে কিন্তু কোন খেদ নেই। অবশ্য সে কষ্টটাও একটু হাল্কা করে ফেলেছেন, একটি মলমের প্রলেপ দিয়ে। সে মলমটা হচ্ছে লেখালেখি। ছোটবেলা থেকেই বই পড়াটা ছিলো তার নেশার মত। ছাত্রজীবনেই দেশী-বিদেশী অনেক লেখকের প্রচুর গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলেছেন তিনি। আর পড়তে পড়তেই লেখার আগ্রহ তৈরী হয়েছিলো। ভার্সিটিতে পড়ার সময়েই বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত হয় তার বেশকিছু সমৃদ্ধ গল্প। উদীয়মান গল্পকার হিসেবে পরিচিতি পান তিনি। এরপর চাকরি এবং সংসার সামলাতে গিয়ে লেখালেখি থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। অবসরে এসে তিনি বুঝতে পারলেন, তার লেখক সত্তাটা মরে যায়নি, ঘুমিয়ে আছে। তিনি আবার পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে জেগে উঠলো তার লেখক সত্তা। আস্তে আস্তে তৈরী হয়ে গেলো অনেকগুলো ছোটগল্প। সেগুলো পর্যায়ক্রমে ছাপা হতে লাগলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বছর তিনেকের মধ্যে দুটো বইও বের হলো তার।

বিকেলে ব্যালকনিতে বসে চা পান করতে করতে একটি গল্পের আঙ্গিক নিয়ে ভাবছিলেন রাসেল। তার সেলফোনটা বেজে উঠলো। তিনি হ্যালো বলতে ও প্রান্ত বললো, স্যার পরিচয় না দিলে আপনি আমাকে চিনবেন না, আমার নাম আবু সালেহ পারিজাত, ‘প্রতিভার খোঁজে সাহিত্য ফোরাম’ নামে একটি সংগঠনের সভাপতি আমি।

পরিচয় জেনে খুশি হলাম, কিন্তু আমার নম্বর পেলেন কিভাবে?

পত্রিকা অফিস থেকে পেয়েছি স্যার। আমরা আপনার সঙ্গে সামনা সামনি বসে একটু কথা বলতে চাই।

কি বিষয়ে?

আমরা আপনাকে সংবর্ধনা দিতে চাই।

আমাকে সংবর্ধনা!

কেন নয় স্যার, আপনি বর্তমান সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার। আপনিতো জানেন স্যার বাংলা সাহিত্যে এখন গল্পের আকাল চলছে। সেখানে আপনার গল্পগুলো মরুভূমিতে মরুদ্যানের মত।

- কিন্তু আমিতো কেউকেটা কোন লেখক নই, কত জনপ্রিয় লেখক আছে, আপনারা তাদের সংবর্ধনা দিন।

- আমরা স্যার আপনার সম্পর্কে হোমওয়ার্ক করেই অগ্রসর হয়েছি, আমাদের বিমুখ করবেন না, শুধু বলুন কবে আসবো।

দ্বিধান্বিত রাসেল বললেন- ঠিক আছে, কাল বিকেলে আসুন। ঠিকানাটা আমি টে·ট করে দিচ্ছি।

পরদিন সময়ের পাঁচ মিনিট আগেই তারা দুজন এলেন। পারিজাত পরিচয় করিয়ে দিলেন, উনি আমাদের সংগঠনের সেক্রেটারি এস কে মুকুল। পারিজাতের বয়স পঞ্চাশের কোঠায় আর মুকুলের চল্লিশের বেশি হবে না।

কুশলাদি বিনিময়ের পর পারিজাত বললেন, স্যার আপনাকে আমরা সংবর্ধনা দেবো ইস্কাটনের একটি স্কুলের অডিটোরিয়ামে। আমাদের পক্ষ থেকে পঞ্চাশজনের মতো থাকবে আর আপনার পরিবার আর আত্মীয় স্বজন মিলে আরও পঞ্চাশজন ধরে রাখি, অর্থাৎ মোট একশ’ জন। মঞ্চে থাকবে শুধু ছয় জন, প্রধান অতিথি, আপনি, আমি, দুজন আলোচক এবং আপনার মিসেস বা পরিবারের অন্য কেউ, যিনি আপনার সম্পর্কে কিছু বলবেন। আমি একটি অনুষ্ঠানসূচী তৈরী করেছি, আমি পড়ছি, দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা, সমস্যা নেই পরিবর্তন করা যাবে। শুরুতে আসন গ্রহণ, তারপর আমাদের সেক্রেটারি আমাদের সংগঠন সম্পর্কে কিছু বলবেন, এরপর অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে আমার স্বাগত বক্তব্য, আমার বক্তব্যের পর আপনাকে ক্রেস্ট এবং সার্টিফিকেট প্রদান করবো আমি এবং প্রধান অতিথি। আপনাকে বলে রাখি প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন দেশের প্রথম সারির একজন কথা সাহিত্যিক। তারপর আপনার সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করবেন একজন সাহিত্যবোদ্ধা, এরপর আপনার পরিবারের কেউ বলবেন আপনার সম্পর্কে। তারপর আরেকজন আলোচক আলোচনা করবেন। প্রধান অতিথির মূল্যবান বক্তব্যের পর সবশেষে আপনার অনুভূতি প্রকাশ। একটি বিষয় আমি বলতে ভুলে গেলাম, অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি সময়ে একজন বাচিক শিল্পী আপনার একটি গল্প পাঠ করে শোনাবেন। ঠিক আছে না স্যার?

ঠিক আছে, তবে আমার স্ত্রী অসুস্থ, পরিবারের পক্ষ থেকে আমার মেয়ে বলবে।

চা নাস্তা খাওয়ার পর পারিজাত বললেন, এবার আসল কথায় আসি স্যার। রাসেল অবাক হলেন, আসল কথা মানে?

মানে খরচের বিষয়টা, আমি একটা বাজেট করেছি এক লক্ষ বিশ হাজার টাকার, এখনকার দিনে এর কমে হয় না স্যার। আমি পড়ছি, আপনি শুনুন: হলভাড়া বিশ হাজার, চা-নাস্তা দশ হাজার, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং ব্যানার পাঁচ হাজার, প্রধান অতিথিকে দিতে হবে দশ হাজার, দুজন আলোচককে দশ হাজার, বাচিক শিল্পীকে তিন হাজার, মিডিয়ার জন্য বিশ হাজার, অন্যান্য খরচ দুই হাজার এবং আমাদের সংগঠনের জন্য চল্লিশ হাজার।

মুকুল এবার বললেন, সংগঠনের জন্যতো কিছু রাখতে হয় স্যার, নইলে আমাদের চলবে কি করে!

রায়হান বললেন, বুঝলাম, কিন্তু টাকাটা কে দেবে, নিশ্চয়ই কোন স্পনসর আছে আপনাদের?

পারিজাত বললেন, আপনি দেবেন স্যার, আপনার অনুষ্ঠান, খরচ আপনার।

এ সব কি বলছেন?

মুকুল বললেন, ভুল বুঝবেন না স্যার, এখন এভাবেই হয়।

মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে রায়হানের, তার মানে টাকা দিয়ে আমি সংবর্ধনা কিনবো?

পারিজাত বললেন, এভাবে নেবেন না স্যার, আমরা আপনাকে সংবর্ধনা দেবো, টিভিতে, পত্রিকায় নিউজ যাবে, স্যোশাল মিডিয়ায় যাবে, আপনার পরিচিতি বাড়বে, আপনি বিখ্যাত হয়ে যাবেন, এর পরিবর্তে আপনি কিছু খরচ করবেন না!

আপনারা এখন আসুন, আমার বিখ্যাত হওয়ার দরকার নেই।

মাথা ঠান্ডা করুন স্যার, ভেবে দেখুন, আমরা আপনার খারাপ চাইনি, আপনাকে তুলে ধরতে চেয়েছি। আপনার মত এমন অনেক সাহিত্যিককে আমরা এভাবে সংবর্ধনা দিয়েছি।

আরো অনেককে দিন গিয়ে কিন্তু আমাকে নয়, উঠুন এবার।

মুকুল বললেন, ভুল করলেন স্যার, সুযোগটা হারালেন, পরে পস্তাবেন।

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে রায়হানের। চিৎকার করে উঠলেন, গেট লস্ট!

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন রায়হান। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বললেন, সবকিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

বিপন্ন ফিলিস্তিন বিপন্ন মানবতা

আরব-ইসরায়েলের মধ্যে ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের পর থেকে ফিলিস্তিনে যে যুদ্ধের শুরু, তা এখনো অব্যাহত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, প্রায় ৭৫ বছর ধরে ফিলিস্তিন-ইসরাইল যুদ্ধ চলমান। যুদ্ধ, হামলা, পাল্টা হামলা-শান্তির পথ নয়। যুদ্ধ কেবল কেড়ে নেয় জীবন, যেখানে মর্মান্তিক চিত্রগুলোতে উঠে আসে শিশু, বয়স্ক, বৃদ্ধদের রক্তাক্ত লাশে। যুদ্ধ মানেই কেবল শান্তি নয়। যুদ্ধ মানে সহিংসতা বৃদ্ধি। আমরা যুদ্ধ চাই না, লাশ চাই না। আমরা মানবতার লঙ্ঘন চাই না। ঐক্যমত ও শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন -দুই পক্ষই সমাধানে আসুক। বেঁচে থাকুক মানুষ, শান্ত হোক পৃথিবী-**এইচ বি রিতা**

ফিলিস্তিন : কাফনে মোড়া পর্বত

ফারুক ওয়াসিফ

কোথাও সান্ত্বনা নেই
স্প্রিং ভাঙ্গা পুতুলেরা
ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে
ভাঙ্গা গান গায়.
বোবা মানুষের বাজানো ভাষায়—

আশা ও অপেক্ষা দুইমাত্র বোন
একসঙ্গে হারাকিরি করে প্রতিদিন
পুতুলগুলি কার?

সেসব শিশুরা কোথায়?

কোথাও সান্ত্বনা নেই
তবু ইচ্ছা করে কবুতরমন—
কমলা জিঞ্জির খুলে
উড়ে যাই অবাধ আকাশে;
অন্তিম উচ্চতা ছোঁয়া নীল মেখে ঠোঁটে,
ফিরে আসি তোর বুকে—ফিলিস্তিনে।

দারবিশ

কাকন রেজা

অধিকার আক্রান্ত হলে দারবিশ জেগে ওঠে
কবিরা বিপ্লবী হয় দারুণ সঙ্কটে।
অতিক্রান্ত অধিকার চিনে ঠিক সময়ের বিষ
কবিতায় বিপ্লব হলে সব কবি দারবিশ।

২
দারবিশ হয়ে উঠে কাব্য অপার দারবিশ হৃদয়
প্রতিটা শব্দ শেষে বুলেট মনে হয়।
দারবিশ যুদ্ধ দেখেছেন, কাব্য লিখেছে গুলি
আমার উঠোনে ফিরছে দারবিশ দিনগুলি।

প্রাসঙ্গিকী

অমিতাভ সরকার

কলম যেখানে স্তাবক, যুদ্ধ যেখানে সমাধান, রাষ্ট্র যেখানে
ক্ষমতার গোলাম, বিবেক যখন বিসর্জিত, পাশবিকতা
যেখানে শিশুদেরও রেওয়াত করে না, মৃত্যু যেখানে
শুধুমাত্রই কিছু সংখ্যা।

মানবতা যেখানে অসহায়, হিংসা যেখানে বয়স্ককেও ছাড়ে না,
রক্ত যেখানে উৎসব, সেখানে খুবই জানতে ইচ্ছে করে, কার
পাপে মানুষের এই অবস্থা! এর কি কোনো শেষ নেই?

দোষ না করেও যারা অপরাধী, দোষী হয়েও যাদের শাস্তি নেই,
বিচারে তাদের কী হওয়া উচিত? ঘরে বসে বড় বড় কথা না
বলে পৃথিবী এবার শান্তির মাঠে নামো,

অস্ত্রগুলো নান্দনিকতার কাজে লাগুক, ঘাসগুলো আবারও
মাথা তুলুক, গাছগুলো বারুদের কালো ধোঁয়ায় না ভিজে
একটু বিশুদ্ধ আলো বাতাসে আবারও প্রাণ খুলে হাসুক,

পরিবেশটা তো তাতে বাঁচবে, জীবনগুলোও পথ পাবে, আর
এই বিশ্ব..।

ফিলিস্তিন

সাকিব জামাল

টুকরো টুকরো পাথরে বোনা স্বাধীনতার স্বপ্ন
কচি ঘাসের গায়ে লেগে থাকা রক্তের দাগ
তোমরা বোঝ না?
তোমরা বোঝ না, কতোটা অধিকারহারা হলে
আপন সন্তানের মৃতমুখ দেখেও বাবা বলে ওঠেন,
"হে আরশের মালিক,
তবুও আমার পরিচয়টুকু নিশ্চিত করো!"

অথচ তোমরা পাথরের টুকরোগুলোকে ভয়ঙ্কর বলো
বোমারু বিমানের চেয়ে!
তাদের পক্ষে জলসা বসাও। সংঘ করো।
সন্ত্রাসবাদের তকমা দিয়ে-
অস্বীকার করো স্বাধীনতার সংগ্রাম।
অন্যান্য মানবাধিকারের হিসাব দূরে থাক!
শুধু এতোটুকু হিসাব করো, কে কতজন মানুষ মেরেছে,
কে কতোটা দখলবাজ?

তবে, জেনে রেখো, একদিন এইসব পবিত্র পাথরের টুকরোই
আল-আকসাকে মুক্ত করার জন্য যথেষ্ট হবে!

আমাদের বিশ্ববিবেক

আবদুল বাতেন

শিশুর করুণ কান্না, নারীর আরশ- কাঁপা আর্তনাদ
মিশে যাচ্ছে, বিলীন হয়ে যাচ্ছে
বিমান থেকে মুহুর্মুহু বোমা বর্ষণের নগ্ন নিনাদে।

রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত নিরীহ মানুষগুলো, অবুঝ প্রাণীগুলো
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে
ফুঁৎকারে হাসপাতাল উড়িয়ে দেয়া বোমার বর্বরতায়।

খাদ্য- পানি ছাড়া, গ্যাস- বিদ্যুৎ ছাড়া দিনের পর দিন
অন্ধকার উপত্যকায়
শঙ্কিত শরণার্থীর মিছিল দীর্ঘ থেকে সুদীর্ঘ হচ্ছে।

পরাশক্তির কাছেই লেজ গুঁটিয়ে পড়ে আছে মানবাধিকার
টাকা এবং অস্ত্রকেই সেজদা করছে আমাদের বিশ্ববিবেক,
জাতিসংঘ।

ফিলিস্তিনি শিশু

টি এইচ মাহির

বারুদের গন্ধে ভাঙ্গে ঘুম, নিত্য হাহাকার
চোখের সুরুয়া জলে রুটি
ক্ষুধায় পানাহার।

লাশের পরে লাশের সারি, রক্তের নদী
নিজ ভূমে পরাধীন তারা
শত্রুর গদি।

স্বজন হারা শিশুর কান্না, নেত্রনীরে চোখ
জন্মের পর অচেনা তার
মায়ের মুখ।

কিশোর হারায় মা বাবা, কেউ ভিটে মাটি
স্মৃতিমাখা নিজের গ্রামে
শত্রুর ঘাঁটি।

ফিলিস্তিনি শিশুরা ডুবে-রক্তের বন্যায়,
রুখতে হবে,গড়ো একতা
ভাঙবো অন্যায়।

জেগে ওঠো বিবেক

সুব্রত চৌধুরী

আঁচল তলে লুকোয় খোকা আধো আধো বোলে
স্বপ্নাবেশে ঘুমায় খোকা মমতাময়ী মায়ের কোলে।
স্বপ্নের মাঝে হামলে পড়ে দৈত্য দানো যতো
বোমা মারে রকেট ছোঁড়ে বুলেট শত শত।
যায় যে উড়ে ঘরের চালা-ওড়ে মাথার খুলি
বোমার শব্দে চাপা পড়ে খোকার কান্না বুলি।
দিকে দিকে আহাজারি বুক ফাটা ওই কান্না

তারা যে অবোধ শিশু-ঢের হয়েছে আর না।
মানবতা ওঠো জেগে পরো না আর ঠুলি
রুখে দাঁড়াও দৈত্য দানো থামাও বোমা-গুলি।
বিশ্ববিবেক আজ নীরব কেন, জাগো সবাই জাগো
প্যালেস্টাইন স্বদেশ আমার,ভাগো তোমরা ভাগো।

আরিফুল হাসান এর কবিতা

পরিহাস

যুদ্ধের লাশ-কার ঘরে যাবে?
অন্ধ ও বধির প্রেমিকা
কাঁচুলি খোলো না
এখন সময় নয়; চারিদিকে বোমা পড়ছে।
ভালোবাসা-তছনছ শিশুদের মুখ
তুমি সঙ্গমে ডেকো না এখন।

যুদ্ধ ও অস্ত্রের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দিয়েছে আমার চোখ
আমি আগের মতো দেখতে পাই না সূর্যোদয়
সূর্যাস্ত কিংবা বাগানে কীভাবে ফুল ফোটে—দেখি না

এখন স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে আমার শ্বাস দ্বিগুণ
আর বাতাসে ভাসছে ফসফরাস —তীর্যক।

না, মৃত্যুকে তবু উপেক্ষার বিষয় ভাবি না
সমস্ত যুদ্ধ, সমস্ত অস্ত্রের বিপরীতে একেকটা জীবন।

ফিলিস্তিন সংকটে

কবির সুমন

কেউ যাচ্ছেনা বাদ ফিলিস্তিনে মুসলমানের প্রথম কেবলায়
কোমল শিশু, নরনারী বয়োবৃদ্ধ-ইসরায়েলের হিংস্রতায়।

চলছে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড পূর্ব থেকে আজ অবধি
তাজাপ্রাণ ক্ষতবিক্ষত শরীর রক্তের সলিল সমাধি।

বোমার আওয়াজের তীব্রতা,স্বজন হারানোর হাহাকার
আকাশে বাতাসে ভেসে চলে বুভুক্ষু মানুষের চিৎকার।

মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে বিশ্ব মোড়ল যুদ্ধের হোতা,
মানবতা লজ্জিত অবাক বিস্ময়-মুখে মহান ত্রাতা।

প্রতিবাদ প্রতি ক্ষণে জন্ম নেয় ক্ষোভের ইতিকথা,
গভীর অতলে হায়িয়ে বিলীন; মনুষ্য মানবতা।

কেন এত দ্বন্ধ-যুদ্ধ আর যুদ্ধ

এইচ বি রিতা

শান্তির নামে আওয়াজ ধূমায়িত করে বিশাল
স্বচ্ছ আকাশ
যেখানে পাখিরা আর উড়তে পারে না পালক মেলে
নদী পাহাড় হারায় তাদের জলবায়ু-
জলাশয়ের ভূসংস্থান

শান্তির নামে আওয়াজ উত্তেজিত করে শহর,
দেশ, জাতি
শুকনো কুয়োয় ঝাঁপিয়ে পড়ে মানবতা
মানুষের আত্মায় ব্যথাতুর দীর্ঘশ্বাসে পাল্টা আওয়াজ
মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে শহর, উপত্যকা
অবশেষে, মর্গ ছেড়ে আইসক্রিম ট্রাকে ঢুকে পড়ে
সে আওয়াজের পরিণতি।

আওয়াজের পরিণাম দ্বন্ধ, যন্ত্রণা, কলহ
কেন এত দ্বন্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ
একি ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণের অনুসন্ধান?

“আপনি
TLC PLATE-এর
মালিক হতে চান?”

TLC নতুন প্লেট দিচ্ছে

আজই যোগাযোগ করুন

NY INSURANCE BROKERAGE INC
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372
718-476-2025

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে পিপল আপের আলোচনা

মোহাম্মদ হক

বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে নিউ ইয়র্কে গড়ে তোলা রাজনীতি ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক সংগঠন পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস 'পিপল আপ' এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠান। সোমবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকা ১৪৭-১৪ হিলসাইড-এ বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ারের শাখা অফিসে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদের সভাপতিত্বে নিবিড় ও আনড়ম্বর ওই আলোচনায় অংশ নেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আজকাল এর প্রধান সম্পাদক মনজুর আহমেদ, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, লেখক অনুবাদক ও সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু, সাংবাদিক মঈনউদ্দিন নাসের, টাইম টিভি ইউএসএ'র সত্তাধিকারী ও বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, নিউইয়র্ক কাগজ এর সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম, রাজনৈতিক সংগঠক মুশফিকুর রহমান মোহন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্যে গ্লোবাল পিস অ্যামব্যাসেডর আবু জাফর মাহমুদ পিপল আপ এর পক্ষ থেকে নিয়মিত আলোচনার সূচনা প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, একজন মুসলিম, দেশের রণাঙ্গনের যোদ্ধা, বাংলাদেশি আমেরিকান ও তৃণমূল রাজনীতির ভেতর দিয়ে উঠে আসা মানুষ হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে সমাজের প্রকৃত গুণী, সাধক ও নেতৃত্বদানকারীদের সঙ্গে আলোচনা এবং পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের জন্যই এই উদ্যোগ।

বিশিষ্ট সাংবাদিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, আমরা বাংলাদেশের মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তখন কিছু কিছু বিষয় আমাদেরকে প্রতিবন্ধকতার মুখে ঠেলে দেয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বসে বাংলাদেশের রাজনীতি। এটি আমাদের জন্য এখন আর প্রগতির ব্যাপার নয়। এটি আমাদের জন্য অনেক বড় প্রতিবন্ধকতা।

তিনি বলেন, আমরা যখন এই দেশে থাকি, এই দেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত থাকা আমাদের কর্তব্য। আমরা যদি নিজেরা আলোচনা করে সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতাম, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে পাারা যেত। এই আলোচনাগুলো থেকে মূলধারা রাজনীতিক তথা আমেরিকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলার ওপর তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি মনে করি আমেরিকানরা অনেক বেশি সংবেদনশীল। আমরা যদি আমাদের মর্মবেদনা তাদের বোঝাতে সক্ষম হই। অনেকখানি অগ্রসর হতে পারবো।

টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকার সত্তাধিকারী আবু তাহের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার দিয়েছে, রাষ্ট্রের যেকোনো ব্যাপারে মতামত দেয়ার। এক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মতামত রাখতে পারি। কিন্তু প্রয়োজন মানবতা, ধর্মীয় ও জাতীয়তার প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করা।

মনজুর আহমেদ সমকালে মানুষের উন্নাসিকতা বা উদাসিনতা প্রসঙ্গে বলেন, আমরা এখানে বসে আলোচনা করে বা লিখে তার কোনো ফলাফল আশা করা যায় না। কারণ, আমাদের কাজগুলো আন্তরিতার সঙ্গে দেখবার মানসিকতাই এখন নেই।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ বিভাজিত। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক পর্যন্ত মাইকে বক্তৃতায় বলছে, পিটার হাস তাকে নাকি আগেই বলেছিল ২৮ তারিখে দেশে কী কী ঘটতে যাচ্ছে। সাংবাদিকরা যতটা না সাংবাদিক তার চেয়ে বেশি দলীয় কর্মী। তিনি বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কিছুদিনের জন্য হলেও একটি অন্তবর্তীকালীন সরকারের অপরিহার্যতার কথা তুলে ধরে বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন কোনোভাবে সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত না হয়। অন্যদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে শুধু নির্বাচনী দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে শাসনভার নয়।

ফিলিস্তিনী ও ইসরায়েল প্রসঙ্গে মনজুর আহমেদ বলেন, গাজাবাসীর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। তাদের আর পিছু হটবার জায়গা নেই। প্যালেস্টাইনীরা যদি তাদের মুক্তির জন্য লড়াই করে আমরা তার বিরোধীতা করতে পারি না। এই আমেরিকাতেই ফিলিস্তিনীদের পক্ষে আন্দোলন বিক্ষোভ হচ্ছে। আমি মনে করি মানবতা ও অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

প্রতি মাসে অন্তত. একবার পিপল আপ এর পক্ষ থেকে সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আরো বড় পরিসরে মুক্ত আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন স্যার ড. আবু জাফর মাহমুদ।

স্যালুট ওয়ায়েল আল দাহদুহ!

রোমেনা রোজী

ইসরাইলী বাহিনী পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দিলেও সাংবাদিকতা ছাড়েননি আলজাজিরার দুঃসাহসী এই সৈনিক, সাংবাদিক ওয়ায়েল আল দাহদুহ। ওয়ায়েল আল দাহদুহ আল–জাজিরার আরবির সাংবাদিক। তিনি ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে সরেজমিন প্রতিবেদন করছেন।

ইসরাইলের নির্বিচার বিমান হামলায় নিহত পরিবারের ১২ সদস্যকে সমাহিত করার একদিন পরেই কাজে ফিরেছেন গাজায় আলজাজিরার ব্যুরো প্রধান ওয়ায়েল আল-দাহদু।

২৫ অক্টোবর বুধবার ইসরাইল দক্ষিণ গাজার নুসিরাত শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা চালায়। এ হামলায় নিহত হন ওয়ায়েলের স্ত্রী আমনা (৪৪), ছেলে মাহমুদ (১৬), মেয়ে শাম (৭) ও অপ্রাপ্তবয়স্ক নাতি অ্যাডাম। পরিবারের আরও আটজন সদস্যও এই হামলায় প্রাণ হারান, যাদের মধ্যে আছেন তার চাচাতো ভাইয়ের মেয়ে হাদির ও তার চার সন্তান। তারা সবাই ইসরাইলি সেনাবাহিনীর নির্দেশ মেনে উত্তর গাজা ছেড়ে দক্ষিণে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আলজাজিরার ডিজিটাল চ্যানেল এজে প্লাসে পোস্ট করা এক ভিডিওতে ওয়ায়েল আল-দাহদু জানান, তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য মারা গেলেও দ্রুত কাজে ফেরা তার 'দায়িত্ব' ছিল।

গাজার ব্যুরো প্রধান ওয়ায়েল আরও বলেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখনো সবখানে হামলা চলছে।

এক ভিডিওতে দেখা যায়, কাছাকাছি একটি জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেদিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ওয়ায়েল বলেন, এটা হচ্ছে বিমান হামলা ও কামানের গোলাবর্ষণের পরবর্তী দৃশ্য এবং হামলা থামছে না।

ওয়ালের বড় মেয়ে বিসান (২৭) সে সময় শিবিরে না থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। তার আরও চার ভাই-বোন সোনদোস, খোলুদ, বাতুল ও ইয়াহিয়া আহত অবস্থায় আল-আকসা মারটায়ার্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

এই সাংবাদিকের শাশুড়ি হানান (৮১) হামলায় বেঁচে গেলেও আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছেন। ওয়ায়েলের শ্যালক আলি ২৬ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আলজাজিরাকে এই তথ্য জানান।

ওয়ায়েলের পরিবার উত্তর গাজার তাল আল-হাওয়া মহল্লায় বসবাস করতেন। সম্প্রতি তারা নুসিরাত শিবিরে আসেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে সাংবাদিক ওয়ায়েল গাজা ও অন্যান্য অধিকৃত অঞ্চলে সাংবাদিকতা করছেন। যে হামলায় তার পরিবারের সদস্যরা প্রাণ হারিয়েছেন, তিনি সেটারই লাইভ কভারেজ দিচ্ছিলেন বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটনভিত্তিক সাংবাদিকদের সংগঠন ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব।

গাজায় ওয়ায়েলের সহকর্মী ও অন্যান্য সাংবাদিকদের তোলা ছবি ও ভিডিওতে দেখা যায়, তিনি হাসপাতালে এসে সন্তানদের কাপড়ে মোড়ানো রক্তাক্ত লাশ জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। এছাড়া তাকে দুই নারীর সহায়তায় নাতির লাশ বহন করে এগিয়ে যেতেও দেখা যায়। আরেক ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, হাসপাতালের মর্গে তিনি কাঁদতে কাঁদতে ছেলের মরদেহে স্পর্শ করছেন, মেয়ের রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এজে প্লাস নেটওয়ার্কের ভিডিওতে ওয়ায়েল জানান, তিনি অনেকের কাছ থেকে শোকবার্তা ও সান্ত্বনার বাণী পেয়েছেন, যার জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

পরিবারের সব সদস্যকে হারানোর পরেও ওয়ায়েল গাজার মানবিক সংকটের সংবাদ পরিবেশনের কাজ দেওয়া চালিয়ে যেতে চান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে অবর্ণনীয় বেদনা ও যাতনার মধ্য দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যত দ্রুত সম্ভব ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসাটা আমার দায়িত্ব।

দাহদুহ বলেন, এই হামলা থেকে স্পষ্ট ইসরায়েল ফিলিস্তিনের প্রতিটি শিশু, নারী ও বেসামরিক নাগরিককে হামলার লক্ষ্যবস্তু করেছে। এখন গাজার কোনো অংশই নিরাপদ নেই।

ইসরায়েলের নির্বিচার বিমান হামলায় প্রাণ হারানো নিজের স্ত্রী ও দুই সন্তানের জানাজার নামাজ— নিজে পড়িয়েছেন সাংবাদিক ওয়ায়েল। এরপর তাদের চিরবিদায় জানিয়েছেন তিনি।

ইসরাইলী বাহিনী পুরো পরিবার নিশ্চিহ্ন করে দিলেও সাংবাদিকতা ছাড়েননি আলজাজিরার দুঃসাহসী এই সৈনিক। স্যালুট ওয়ায়েল আল দাহদুহ!

বিয়ানীবাজার সমিতির নির্বাচনে অনিয়ম-কারচুপির অভিযোগ

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির নির্বাচনে অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তাদের স্বৈরাচারী আচারণ এবং সেচ্ছাচারীতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান নয়, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের অনিয়ম আর না হয় সেজন্য এসব বিষয় তুলে ধরা হয় বলে জানান সংশ্লিষ্টরা।

৩০ অক্টোবর সোমবার রাতে ওজোনপার্কের মমোস পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সচেতন বিয়ানীবাজারবাসীর ব্যানারে এ অভিযোগ করা হয়। মূলত নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদকসহ ১৬টি পদে বিজয়ী মিসবাহ-অপু প্যানেল সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এতে তারা ৭টি অনিয়ম অসঙ্গতির কথা তুলে ধরেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সাবেক সভাপতি ও মিসবাহ-অপু প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মস্তফা কামাল। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন- সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বোরহান, সভাপতি প্রার্থী মিসবাহ আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি মুহিবুর রহমান রহুল, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক রেজাউল আলম অপু, যুগ্ম সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন ও মোহাম্মদ আলিম প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়—গত ২২ অক্টোবর রোববারের নির্বাচন ছিলো গত ৩৭ বছরের ইতিহাসে সর্বাধিক ভোটারের অংশগ্রহণে সর্বোচ্চ উৎসাহ ও উদ্দীপনাময় নির্বাচন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, বিয়ানীবাজারবাসীর প্রাণের সংগঠনের এত আনন্দদায়ক নির্বাচনকে কলুষিত করেছে এবারের নির্বাচন কমিশন। যা অতীতে কখনো ঘটেনি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট স্বৈরাচারী আচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং লাগামহীন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী মিসবাহ-অপু পরিষদের পূর্ণ প্যানেলের সুনিশ্চিত বিজয়কে নস্যাৎ করে কারচুপির মাধ্যমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পরাজিত দেখানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়—সংগঠনের মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ হাজার ৬৭৯ জন। ভোট শেষে ২টি প্যানেলের প্রতিনিধির উপস্থিতি ছাড়া ভোটিং মেশিনের কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি প্যানেলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ব্যতীত রেজাল্ট শিট প্রিন্ট করা হয়, যাতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দুটি প্যানেলকে দেওয়া পূর্বের বক্তব্যের ব্যত্যয় ঘটে। আনুষ্ঠানিক বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার পূর্বে নির্বাচন কমিশনাররা দীর্ঘক্ষণ গোপন বৈঠক করে ফলাফল প্রদান অনুষ্ঠানে আসেন। ফলাফল ঘোষণার পূর্বক্ষণে নির্বাচন কমিশনারদের এ ধরনের অযাচিত ও অপ্রাসঙ্গিক বৈঠক অতীতে কখনো ঘটেনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়—নির্বাচনী কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে দুটি প্যানেলের সঙ্গে মিটিংয়ে নির্বাচন কমিশন বলেছিলেন যে, ভোট প্রদান শেষে প্রথমে প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা কর্তৃক গণনা করবেন এবং পরবর্তীতে দুটি প্যানেলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভোটার মেশিনের ফলাফল শিট প্রিন্ট করবেন। কিন্তু ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন এ দুটি বিষয়ের কোনটি আমলে নেননি। বিয়ানীবাজার বাসীর প্রশ্ন, নির্বাচন কমিশনের কেন এ দ্বিচারিতা?

ফলাফল প্রদান অনুষ্ঠানে মিসবাহ-অপু পরিষদের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব ও সংগঠনের সাবেক সভাপতি মস্তফা কামাল ও মূলধারার বিশিষ্ট রাজনীতিক মিসবাহ আবদিন ও সংগঠনের সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই নির্বাচন কমিশনকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি প্যানেলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ভোটার মেশিন থেকে ফলাফল শিট প্রিন্ট করার অনুরোধ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাদের অনুরোধে সায় দিলেও অন্যতম নির্বাচন কমিশনার আব্দুন নূর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে এ কাজ না করতে জোরাজুরি করেন। এতে প্রদানকৃত ভোটার রিসিট গণনা করবেন এবং নির্বাচন কমিশনার থেমে যান এবং নির্বাচন কমিশনার আব্দুন নূরের জোরাজুরিতে তাদের ইচ্ছামতো ফলাফল প্রদানের কাজ চালিয়ে যান। এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মাহি উদ্দিন সকলের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি নিজেও এ রেজাল্ট শিট সম্পর্কে অবগত নন এবং তার অনুমতি ব্যতীত মেশিন অপারেটর এ রেজাল্ট শিট প্রিন্ট করেছে। যার প্রামাণ্য ভিডিও ফুটেজ রয়েছে ও সামাজিক মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়— নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট স্বৈরাচারী আচরণ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং লাগামহীন অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী মিসবাহ-অপু পরিষদের পূর্ণ প্যানেলের সুনিশ্চিত বিজয়কে নস্যাৎ করে কারচুপির মাধ্যমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পরাজিত দেখানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, আমাদের প্রশ্ন, সমগ্র উপস্থিতির অনুরোধ উপেক্ষা করে কোন অজ্ঞাত কারণে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর নূর প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফলাফল শিট প্রিন্ট করতে বাধা দেন এবং কেন নির্বাচন কমিশনারের অনুমতি ব্যতীত মেশিন অপারেটর ফলাফল শিট প্রিন্ট করেছিলো? এ অবস্থায় পূর্ণ বেসরকারি ফলাফল প্রকাশের পর মিসবাহ-অপু পরিষদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক জোরালো আপত্তি জানানো হয়। পরবর্তীতে সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবরে প্যানেলের পক্ষে লিখিত আপত্তি জানানো হয়। পূর্বের সমস্ত রীতি ভেঙে ওই দিন বেসরকারি ফলাফল প্রকাশের পর কোন প্যানেলকে প্রিন্টেড রেজাল্ট শিট প্রদান করা হয়নি, এমনকি ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দুটি প্যানেলের এজেন্টদের কোন স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়নি। এসব কিসের লক্ষণ? বিয়ানীবাজারবাসী জানতে চায়।

জাল ভোটের মহোৎসব ও ফলাফল কারচুপির অভিযোগ করে সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, নির্বাচন কমিশনারদের তত্ত্বাবধানে যেভাবে জাল ভোটের মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তা নিম্নরুপ— মোট ১৬টি ভোটিং মেশিনে ভোট প্রদান করা হয়। প্রকাশিত রেজাল্ট সিট অনুসারে প্রতিটি ভোটিং মেশিনে চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষণীয় ছিলো। কিন্তু একমাত্র ১০ নম্বর ভোটিং মেশিনে মান্নান জুয়েল পরিষদের পাহাড়সম বিজয় কিভাবে ঘটলো? কিভাবে একজন মেশিন অপারেটর ভূয়া ভোটার রিসিট নাম্বারে বারবার জাল ভোটারকে ওই মেশিন ওপেন করে দিয়েছিলো তা বিয়ানীবাজারবাসী তা জানতে চায়?

লিখিত বক্তব্যে তারা বলেন, কোন কোন নির্বাচন কমিশনার এসব অপকর্মের সাথে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাও জানতে চায় প্রতিবাদী বিয়ানীবাজারবাসী। প্রিসাইডিং কর্মকর্তাগন কর্তৃক প্রদানকৃত রিসিট অনুসারে প্রদানকৃত ভোট সংখ্যা ৩ হাজার ৫২০টি। কিন্তু ভোটার মেশিন কর্তৃক প্রদানকৃত রেজাল্ট শিট অনুসারে প্রদানকৃত ভোট সংখ্যা ৩ হাজার ৯২৩টি। যার মধ্যে তফাৎ ৪০৩টি। এই অতিরিক্ত ৪০৩টি ভোটের উৎস জানতে চায় বিয়ানীবাজারবাসী।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, একজন জাল ভোটারকে চিহ্নিত করায় সমিতির অন্যতম উপদেষ্টা বুরহান উদ্দিন কফিল ও তার ভাই ফখরুল উদ্দিনের হাতে অন্যায় ভাবে লাঞ্চিত হন মিসবাহ-অপু প্যানেলের এজেন্ট, সাবেক সাং-গঠনিক সম্পাদক আমিনুল হোসেন। এ সময় বোরহান উদ্দিন কফিল নির্বাচন কমিশনকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন ছিলেন নিরুত্তর। একজন জাল ভোটারের পক্ষে কেন একজন উপদেষ্টার এত দরদ-বিয়ানীবাজারবাসী তা জানতে চায়? মান্নান জুয়েল পরিষদের পক্ষে একজন জাল ভোটারকে চিহ্নিত করেন মিসবাহ-অপু ও পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী রেজাউল আলম অপু। কিন্তু ওই জাল ভোটারকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন নির্বাচন কমিশনার হেলাল আহমেদ।

কেন একজন জাল ভোটারের পক্ষে তার এই দরদ? এমন প্রশ্ন তলে আরও বলা হয়, মান্নান জুয়েল পরিষদের একজন জাল ভোটারকে চিহ্নিত করেন মিসবাহ-অপু পরিষদের এজেন্ট হেলাল উদ্দিন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনার সালেহ আহমদ মনিয়া ঐ ভুয়া ভোটারকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলে চোখের আড়াল হন। পরবর্তীতে তিনি নিজের পকেট থেকে ভুয়া ভোটার রিসিট নম্বর প্রদান করে তাকে দিয়ে মেশিনে জাল ভোট প্রদান করান। মান্নান-জুয়েল পরিষদের পক্ষে একজন নির্বাচন কমিশনারের কেন এই প্রীতি, বিয়ানীবাজারবাসী তা জানতে চায়। মান্নান- জুয়েল পরিষদের একজন প্রার্থী কিভাবে সাংবাদিক পরিচয়ে অবাধে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় ও জাল ভোট প্রদানে সহযোগিতা করে—তা আজ প্রতিবাদী জনতার প্রশ্ন।

নির্বাচন কমিশনের নিকট বারবার নালিশ করা সত্ত্বেও কেন এক্সিট দরজা জাল ভোটারদের প্রবেশ বন্ধ করা হলো না? প্রতিটি পুলিং টেবিলে দুই জন প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগের নামে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমন্বয়কারী নিয়োগের নামে মূলত মান্নান জুয়েল পরিষদের প্রার্থীদের আত্মীয়-পরিজন দিয়ে ভোট সেন্টার পরিপূর্ণ করা হয়। যা ঐ প্যানেলের পক্ষে অবাধে জাল ভোট প্রদানের পরিবেশ নিশ্চিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গোপনে ভোটার তালিকার ক্রমিক নাম্বারে পরিবর্তন আনা হয় এমন অভিযোগ তুলে আরও বলা হয়, এটি ভোটারদের অবর্ণনীয় বিড়ম্বনায় নিপতিত করে। এতে অনেক ভোটার ভোট না দিয়ে বাসায় ফিরে যান। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গোপনে পরিবর্তিত ভোটার তালিকার একটি কপি মান্নান জুয়েল পরিষদকে প্রদান করা হয়, যাতে তাদের সমর্থিত ভোটাররা বিড়ম্বনার শিকার না হন। অপরদিকে মিসবাহ-অপু প্যানেলকে ভোটার বঞ্চিত করার অপকৌশলে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য ওই প্যানেলকে প্রদান করা হয়নি। ফলে মিসবাহ-অপু প্যানেলের সমর্থিত ভোটাররা অবর্ণনীয় বিড়ম্বনার শিকার হন। একটি প্যানেলের পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে সাধারণ বিয়ানীবাজারবাসী বা ভোটারদের প্রতি নির্বাচন কমিশনের এ কেমন নিষ্ঠুরতা ও মানবিকতা, তা আজ মানুষের প্রশ্ন। ভোটকেন্দ্রে মান্নান জুয়েল পরিষদের পক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করে কেন নির্বাচনী প্রচারণায় লিপ্ত হলেন কতিপয় নির্বাচন কমিশনার, তা আজ বিয়ানীবাজার বাসীর প্রশ্ন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল এনওয়াইপিডি ও সিটি লাইন ওজোন পার্ক সিভিল পেট্রোল (সিওপি)। এর মধ্যে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, সিটি লাইন ওজোন পার্ক পুলিশ পেট্রোল সিওপির নিয়োগ দান ছিল প্রধান নির্বাচন কমিশনারের অগোচরে। এ প্রতিষ্ঠান ভোট কেন্দ্রে মান্নান জুয়েল পরিষদের পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। মান্নান জুয়েল পরিষদের কতিপয় এজেন্ট নির্বাচন কমিশন হতে প্রাপ্ত কোন ক্ষমতা বলে বার বার ভোট প্রদান করেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবরের নালিশ করার পরও কেন তার কোন সূরা হয়নি।

বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতির সাবেক সভাপতি ও মিসবাহ-অপু প্যানেলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব মোস্তফা কামাল বলেন, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আমাদের দীর্ঘ অভিযোগ সমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আকারে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলো। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আমরা আবারও আপনাদেরকে অবহিত করবো। বিয়ানীবাজার সমিতি তথা যে কোন কমিউনিটি সংগঠনের অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এই সাংবাদিক সম্মেলন একটি মাইলফলক হিসেবে থাকবে, এটাই প্রত্যাশা করছি।

ELECT

FATIMA

FOR CITY COUNCIL

PARA CONCEJO MUNICIPAL

VOTE TUESDAY, NOV 7

DISTRICT 25
JACKSON HTS. & ELMHURST

LOOK FOR FATIMA IN COLUMN K

A BETTER COMMUNITY STARTS WITH YOU!
¡UNA MEJOR COMUNIDAD EMPIEZA CONTIGO!

Co-founder of Diversity Plaza and SUKHI NY

www.Fatima4NY.com @FatimaForNY

PAID FOR BY FATIMA 2023

FIND YOUR POLL SITE
SCAN ME

MY PRIORITIES

- Zero Tolerance for Crime
- Affordable Housing for All
- Green & Clean Neighborhood
- More Funding for Public Schools
- Expand Services for Senior Citizens
- 24/7 District Office

This is how the BALLOT looks
find FATIMA at the bottom of the page, Column K

	A	B	C	D	K	F	
Council Member Vote for one					Fatima Baryab 法蒂玛 巴里布 ফাতিমা ব্যারীয়াব		

FATIMA
FOR CITY COUNCIL
ELECTION DAY
TUESDAY, NOV 7, 2023
6:00 AM TO 9:00 PM

FIND YOUR POLL SITE
SCAN ME
PAID FOR BY FATIMA 2023

মুনা সেন্টার অফ জ্যাকসন হাইটস
MUNA Center of Jackson Heights
Masjid Namirah

Cordially invites you to
Fundraising Dinner
2023

Chief Guest **Imam Delwar Hossain**
Formar National President, MUNA

Special guest **Md. Rasheduzzaman**
President, New York North zone MUNA

Special guest **Dr. Ataul H Osmani**
President, BMANA, NY Chapter

Date: Nov 4th 2023, Saturday @ 6.00 PM

Venue : MUNA Center of Jackson Heights
35-35,71st Street, Jackson Heights, NY 11372

Info: 917-324-6811, 347-968-8626, 646-645-6904

ফান্ডরেইজিং ডিনার ও দোয়া মাহফিল

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
2 November 2023, Thursday, Issue 346
২ নভেম্বর ২০২৩, ১৭ কার্তিক ১৪৩০, ১৭ রবিউস সানি ১৪৪৫, বৃহস্পতিবার

নিউইয়র্কারদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন মেয়র

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস্, 'নিউইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল' চালু করেছেন। এর মাধ্যমে নিউইয়র্কবাসী সরাসরি মেয়রের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। ২৭ অক্টোবর শুক্রবার মেয়র অ্যাডামস্ তাঁর প্রেস অফিসে ঘোষণা করেছেন যে, নিউইয়র্ক সিটি গভর্নমেন্ট হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল, ইংরেজি এবং স্প্যানিশ উভয় ভাষায় শহরবাসীর জন্য অ্যাক্সেস যোগ্য হবে। অ্যাডামস প্রশাসন এবং নিউ ইয়র্কবাসীদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রসারিত ও উন্নত করতে এই পদক্ষেপটি নেয়া হয়। ২৭ অক্টোবর শুক্রবার

থেকে, চ্যানেলটি সাবসক্রাইভারদের জন্য সরাসরি অ্যাডামস প্রশাসন থেকে আপডেট করা হচ্ছে। সাথে শহরের পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য এবং নিউইয়র্ক সিটির সম্প্রদায়, কার্যকলাপ এবং সংস্কৃতির বিষয়বস্তুগুলোও প্রদান করা হবে।

বিশ্ব জুড়ে ব্যবহৃত শীর্ষ পাঁচটি অ্যাপস্ এর মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ একটি। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্বব্যাপী ২.৪ বিলিয়ন

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

ডিসট্রিক্ট- ২৫ এ আমাকে নির্বাচিত করুন: ফাতিমা

সিটি কাউন্সিল নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের নির্বাচনে বহু জনমিশ্রণের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি হিসেবে তাকে নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন ডিসট্রিক্ট- ২৫ থেকে নির্বাচনে প্রার্থী ফাতিমা বারিয়াব। নির্বাচনের প্রচারণা উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে ফাতিমা বলেছেন, আমি অভিবাসী বাবা-মায়ের মেয়ে। নিউইয়র্কের সেন্ট জন ইউনিভার্সিটি থেকে মহামারি চলাকালীন সময়ে আমি গ্র্যাজুয়েশন করি। নির্বাহী আদেশ এবং অব্যবস্থাপিত শাসনের কারণে নিউইয়র্কের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিরূপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। অপব্যবস্থার ফলে বড় কর্পোরেশনগুলি পুষ্ট হচ্ছে। হাতিয়ে নিচ্ছে বড় অঙ্কের ডলার। এমন বাস্তবতা দেখে, আমি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নের পেশা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং নিউইয়র্ক সিটির প্রতিনিধিত্বহীন অভিবাসী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অপরাধ, মুদ্রাস্ফীতি এবং স্বেচ্ছাচারিতায় ভুগছেন এমন প্রতিনিধিত্বহীনদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একজন আইন প্রণেতা হিসেবে সিটি হলে আপনার কণ্ঠস্বর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

ফাতিমা বারিয়াব

তিনি বলেন, আমাদের সিটিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আমরা একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে ভুগছি। ব্যবসা ও বাড়িঘর হারানোর ভয়ে আমরা তাড়িত। খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি, গৃহহীনতা, ক্ষুধা, বেকারত্ব এবং ক্রমবর্ধমান সহিংস অপরাধের সম্মুখীন এ সিটির লোকজন। এই গত দুই বছরে এনওয়াইপিডি অফিসার সহ প্রায় ১০০০ নিরীহ লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। এই বিশৃঙ্খল বাস্তবতায় স্ক্যামাররা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। মহামারি সময়ের বিচার ব্যবস্থা কোভিড -১৯ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন, নিউইয়র্কবাসীদের নিউইয়র্ক থেকে সরে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

টক অব দ্য উইক

বর্তমান সময়ে সবকিছু টেকনোলজি নির্ভর হয়ে পড়েছে: মাহবুব সিদ্দিক

সোহানা নাজনীন

বর্তমান সময়ে জীবনের সবকিছু ভীষণভাবে টেকনোলজি নির্ভর হয়ে পড়েছে বলে জানান, 'মেটা ইনফো টেক' এর সি.ই.ও মাহবুব সিদ্দিক। দীর্ঘ পনেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, জীবন যেমন দিন দিন টেকনোলজি ভিত্তিক হয়েপড়ছে তেমনি টেকনোলজি প্রতিদিনই পাল্টাচ্ছে, নতুন ধাপে উন্নীত হচ্ছে। বিশেষ করে যারা 'কিউ এ' বা 'আই টি' পেশায় নিজেকে দেখতে চান, তাদের উচিত বিশদভাবে এই টেকনোলজি সম্পর্কে জানা। আমরা যে জব মার্কেটের কথা বলি বা ক্যারিয়ারের কথা বলি তার সবটাই হয় আমেরিকান মার্কেটে। আইটি জব-এ ঢোকা এবং সফল হওয়ার স্টেপগুলো লক্ষ্য রাখতে হবে। নতুন টেকনোলজির সাথে দক্ষ হতে হবে। কর্পোরেট আমেরিকায় যে টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় তা কলেজ বা ভার্সিটিতে শেখানো হয় না। আর তাই যদি কেউ এই ফিল্ডে সফলতার সাথে কাজ করতে চায় তাহলে তাদেরকে এই নতুনত্ব সম্পর্কে জানতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বিপন্ন ফিলিস্তিনিদের পাশে ডা. নাহরীন আহমেদ

বিশেষ প্রতিনিধি

যুদ্ধবিধ্বস্ত বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি আমেরিকান চিকিৎসক নাহরীন আহমেদ দুর্গত অঞ্চলে মানবিক সাহায্য দ্রুত পৌঁছানোর জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসা দল মেড গ্লোবালের মেডিকেল ডাইরেকটর ডা. নাহরীন আহমেদ গত বেশ কয়েক দিন ধরে মিশরের কায়রো থেকে গাঁজার হাসপাতাল আর যুদ্ধাহতদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাহত লোকজনের চিকিৎসায় সহকর্মীদের নিয়ে চিকিৎসা কার্যক্রমের ভয়াবহ চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন সংবাদ মাধ্যমে।

৩০ অক্টোবর সোমবার প্রখ্যাত মার্কিন সংবাদমাধ্যম এমএসএনবিসি তার সাক্ষাৎকার প্রচার করেছে। ডা.

নাহরীন আহমেদ

নাহরীন সহ অন্যরা গাজায় ইসরাইলের হামলায় আহত লোকজনের চিকিৎসা

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ২

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, ফোন: ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com